### আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; লেকচার : ১ ও ২ (সেল্ফ টেস্ট উত্তরপত্র)

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | খ | খ | গ | খ | খ | খ | ক | খ | ঘ | ক | ক |

### আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; লেকচার : ৩ (সেল্ফ টেস্ট উত্তরপত্র)

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ক | খ | ক | গ | গ | গ | ক | ক | খ | খ | খ | ক |

### আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; লেকচার : ৪ (সেল্ফ টেস্ট উত্তরপত্র)

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | খ | গ | ক | ঘ | ঘ | গ | ঘ | ক | গ | খ | খ | গ |

### আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; লেকচার : ৫-৬ (সেল্ফ টেস্ট উত্তরপত্র)

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | খ | খ | গ | খ | ক | খ | ঘ | খ | ক | খ | ঘ | খ | ক | খ |

### আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; লেকচার : ৭ ও ৮ (সেল্ফ টেস্ট উত্তরপত্র)

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ | ক | খ | গ | ক | ঘ | খ | ক | ক | গ | গ | ক | ক | খ | ক |
| ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
| [illegible] | গ | খ | গ | খ | ক | ঘ | গ | ক | ক | গ | ঘ | খ | খ | ঘ |

### আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; লেকচার : ৯-১০ (সেল্ফ টেস্ট উত্তরপত্র)

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খ | ক | খ | গ | ঘ | গ | ক | ক | ঘ | গ | ঘ | ক | ক | গ | ক |
| ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
| ক | গ | ক | গ | খ | ঘ | খ | খ | গ | ঘ | গ | গ | ক | গ | ঘ |

### আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; লেকচার : ১১ (সেল্ফ টেস্ট উত্তরপত্র)

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | খ | ক | গ | খ | খ | ক | ঘ | ঘ | গ | ক | গ | ঘ | ঘ | খ |

### আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; লেকচার : ১২ (সেল্ফ টেস্ট উত্তরপত্র)

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খ | গ | খ | খ | খ | ঘ | গ | ক | খ | ঘ | ক | গ | ঘ | গ | গ |

### আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; লেকচার : ১৩ (সেল্ফ টেস্ট উত্তরপত্র)

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | খ | গ | খ | খ | গ | ক | ক | ক | খ | গ | খ | গ | খ | গ |

### আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; লেকচার : ১৪ (সেল্ফ টেস্ট উত্তরপত্র)

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খ | গ | ক | ক | গ | খ | গ | ঘ | খ | ক | খ | ঘ | খ | গ | ঘ |



BCS

# প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি

## আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (লেকচার-১-১৪) নোট : ১

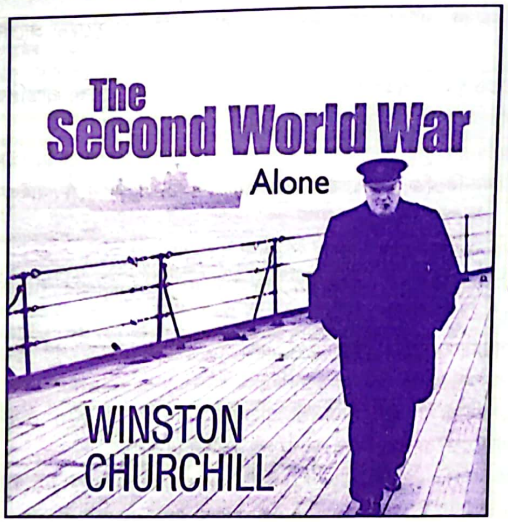

BELAL AHMED RAJU
BCS CONFIDENCE
বেলাল আহমেদ রাজু
কনফিডেন্স

কর্পোরেট অফিস : ২৫/বি (৩য় তলা), ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট। মোবাইল : ০১৯৭২১০১৫১৪

পরীক্ষা দিতে Visit করুন : www.confidenceexampoint.com

অফিসিয়াল Page : https://www.facebook.com/bcsconfidence.raju

সতর্কীকরণ : এই বুকলেট কপিরাইট (নং-১৪৭৬৩) নিবন্ধিত। তাই বুকলেটটি আংশিক বা সম্পূর্ণ মুদ্রণ বা ফটোকপি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

# বিসিএস প্রিলিমিনারি সিলেবাস : আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

| লেকচার সূচি | আলোচ্য বিষয় |
|---|---|
| লেকচার-১ | সিলেবাস আলোচনা ও বিশ্ব মানচিত্রের ধারণা |
| লেকচার-২ | মানচিত্র-২ (বিশ্বপরিচিতি) |
| লেকচার-৩ | **নেভাল কমিউনিকেশন :** মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ, প্রণালি, চ্যানেল, ক্যানেল |
| লেকচার-৪ | **বৈশ্বিক ইতিহাস-১ :** (সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অন্যান্য ইতিহাস) |
| লেকচার-৫ | **বৈশ্বিক ইতিহাস-২ :** (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : কারণ, ঘটনা, ফলাফল, পরবর্তী চুক্তিসমূহ) |
| লেকচার-৬ | **বৈশ্বিক ইতিহাস-৩ :** (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : কারণ, ঘটনা, ফলাফল, যুদ্ধাপরাধের বিচার, যুদ্ধের আগের ওপরের গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি) |
| লেকচার-৭ | **স্নায়ুযুদ্ধ-১ :** (ধারণা, মার্শাল প্ল্যান, মলোতভ প্ল্যান, ইআরপি, কমিনফর্ম, কমিকন, আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত সামরিক জোট, সোভিয়েত প্রতিষ্ঠিত সামরিক জোট, মহাকাশ প্রতিযোগিতা, ডোমিনো তত্ত্ব) |
| লেকচার-৮ | **স্নায়ুযুদ্ধ-২ :** (প্রক্সিওয়ারসমূহ যেমন- কোরিয়ান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, বার্লিন সংকট, কিউবা মিসাইল সংকট ও দাঁতাত, আফগান যুদ্ধ, ইয়েমেনের বিভক্তি; পেরেস্ত্রয়কা ও গ্লাসনস্ত, মাল্টা সম্মেলন, সিআইএস গঠন) |
| লেকচার-৯ | **জাতিসংঘ-১ :** (লিগ অব নেশনস বিস্তারিত, জাতিসংঘের ধারণা, প্রতিষ্ঠার ইতহাস) |
| লেকচার-১০ | **জাতিসংঘ-২ :** (প্রধান ছয়টি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্র, কনভেনশন, মানবাধিকার পরিষদ, গুরুত্বপূর্ণ দিবস, জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ) |
| লেকচার-১১ | **ভূরাজনীতি :** ধারণা, সমুদ্র আইন, সামরিক ঘাঁটি, বিরোধপূর্ণ এলাকা, যেমন- বিরোধপূর্ণ দ্বীপ, বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ড, বিরোধপূর্ণ সাগর, বিরোধপূর্ণ নদী |
| লেকচার-১২ | **আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা :** প্রচলিত অস্ত্র, গণবিধ্বংসী অস্ত্র, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের উদ্যোগসমূহ, বেসরকারি উদ্যোগসমূহ, আমেরিকা-সোভিয়েত/রাশিয়া নিরস্ত্রীকরণ/অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিসমূহ |
| লেকচার-১৩ | **আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক-১ :** রাষ্ট্রের ধারণা, পররাষ্ট্রনীতির ধারণা, কূটনীতির ধারণা, গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পরিভাষা, চুক্তির বিভিন্ন ধরন; আরব ইসরায়েল সম্পর্ক তথা বিভিন্ন চুক্তি |
| লেকচার-১৪ | **আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক-২ :** ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্ক (কাশ্মীর যুদ্ধ ও এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ), বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক (বিভিন্ন চুক্তি) এবং বাংলাদেশ ও অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক |
| লেকচার-১৫ | **পরিবেশগত ইস্যু :** পরিবেশ, ইকোলজি, গ্রিনহাউস, গ্রিনহাউস গ্যাস, গ্রিনহাউস ইফেক্ট, বৈশ্বিক উষ্ণতা, ওজোন স্তর, অম্ল বৃষ্টি, আর্সেনিক সমস্যা, পরিবেশ দূষণসহ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক তথ্যাদি |
| লেকচার-১৬ | **পরিবেশবিষয়ক কূটনীতি :** পরিবেশবিষয়ক কনভেনশন, প্রোটোকল ও অন্যান্য চুক্তি, পরিবেশবিষয়ক বেসরকারি সংস্থা- Green Peace, Global Greens, Green Cross, ICUN, World Watch Institute, IPCC, UNEP, CVF and V20. |
| লেকচার-১৭ | **আঞ্চলিক সংস্থা :** SAARC, ASEAN, BIMSTEC, OIC, GCC, AU, EU, NATO, APEC. |
| লেকচার-১৮ | IMF, WB, WB Group, WTO, NDB, AIIB. |
| বাড়ির কাজ | সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনাপ্রবাহ |
| বাড়ির কাজ | COMMONWEALTH, NAM, Red Cross, Scout, Amnesty International, G-7, G-20, G-77, D-8, OPEC, BRICS, BENELUX, AFTA, USMCA, LAFTA, CEFTA, Arab League, RCEP, IPEF, QUAD, IMCTC |



# বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা প্রস্তুতি : আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (লেকচার ১-১৪)

## লেকচার-১

**আলোচ্য বিষয় :** সিলেবাস আলোচনা ও বিশ্ব মানচিত্রের ধারণা।

### মানচিত্রের ধারণা

পৃথিবীর মহাদেশ এবং মহাসাগরসমূহের বিভিন্ন অংশের সীমা, আয়তন, অবস্থান এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক দূরত্ব বোঝানোর জন্য নির্দিষ্ট মাপনীর (Scale) পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র ভূপৃষ্ঠের অংশবিশেষের যে নকশা প্রস্তুত করা হয়, তাকে মানচিত্র বলে। বিভিন্ন প্রকার সংকেত এবং রং (কালার) ব্যবহারের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব, আয়তন ও সীমা ঠিক রেখে প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রপঞ্চ (যেমন- ভূপ্রকৃতি, নদনদী, পাহাড়, সমুদ্র, সমুদ্র স্রোত) এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদি (যেমন- ধান, পাট, গম উৎপাদন) শিল্পকারখানা এবং নগরবিষয়ক বিষয়াদি (যেমন- গ্রামীণ বসতি, পৌরবসতি) প্রভৃতি মানচিত্রে বিভিন্ন সংকেতের মাধ্যমে দেখানো হয়। বিশেষ মানভিত্তিক এ চিত্র অঙ্কিত হয় বলে একে মানচিত্র বলে। মানচিত্র অঙ্কনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন স্কেল ও অভিক্ষেপ।

**ভূগোলবিদদের মতে :** 'প্রচলিত সাংকেতিক চিহ্ন, নির্দিষ্ট স্কেল ও অভিক্ষেপের সাহায্যে সমতল কাগজের ওপর অঙ্কিত সমগ্র পৃথিবী বা এর অংশবিশেষের প্রতিরূপকে মানচিত্র বলে।'

### কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেখা

**অক্ষ রেখা (Latitude):** পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম প্রদক্ষিণকারী রেখাগুলোকে বলা হয় অক্ষ রেখা। অক্ষ রেখা প্রতিটি একেকটি বৃত্ত এবং সমান্তরালে থাকে। তাই এদের সমান্তরাল রেখা বলা হয়। নিচের চিত্রে বাম পাশের রেখাগুলো অক্ষ রেখা।

**দ্রাঘিমা রেখা (Longitude):** পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ প্রদক্ষিণকারী রেখাগুলোকে বলা হয় দ্রাঘিমা রেখা। দ্রাঘিমা রেখা প্রতিটি অর্ধবৃত্ত। নিম্নের চিত্রে ডানপাশের রেখাগুলো দ্রাঘিমা রেখা।

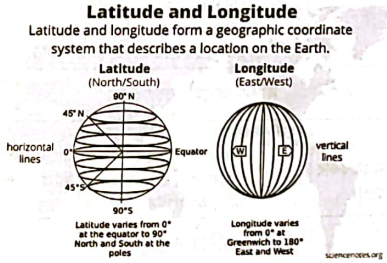


### গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা

১. **নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা বা সমাক্ষরেখা :** পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে কল্পিত রেখাকে অক্ষরেখা বলে। এ অক্ষরেখার উত্তর-প্রান্তবিন্দুকে উত্তর মেরু বা সুমেরু এবং দক্ষিণ-প্রান্তবিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু বলে। দুই মেরু থেকে সমান দূরত্ব পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করে যে রেখা কল্পনা করা হয়, তাকে বলা হয় নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা (Equator), বা০° অক্ষরেখা (০° Latitude)। পৃথিবীর গোলীয় আকৃতির জন্য এ রেখা বৃত্তাকার, তাই এই রেখাকে নিরক্ষবৃত্ত বা মহাবৃত্ত (Great circle) বলা হয়।

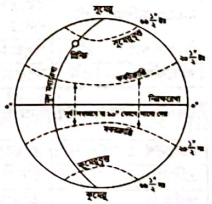

**অক্ষাংশ :** নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে। নিরক্ষরেখার উত্তর দিকের পৃথিবীর অর্ধেককে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ দিকের পৃথিবীর অর্ধেককে দক্ষিণ গোলার্ধ বলা হয়। নিরক্ষরেখার সাহায্যে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব স্থির করা হয়। নিরক্ষরেখা থেকে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের অক্ষাংশ বলা হয়।

২. **কর্কটক্রান্তিরেখা :** ২৩°৫০′ উত্তর অক্ষাংশ রেখাকে বলা হয় কর্কটক্রান্তি রেখা। রেখাটি উত্তর আমেরিকার দক্ষিণভাগ, আফ্রিকার উত্তরভাগ এবং এশিয়ার দক্ষিণভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে।

৩. **মকরক্রান্তিরেখা :** ২৩°৫০′ দক্ষিণ অক্ষাংশ রেখাকে বলা হয় মকরক্রান্তিরেখা। রেখাটি দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণভাগ, আফ্রিকার দক্ষিণভাগ এবং ওশেনিয়া মহাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে।

৪. **সুমেরুবৃত্ত :** উত্তর গোলার্ধে ৬৬.৫° উত্তর অক্ষ রেখাকে সুমেরু বৃত্ত বলা হয়।

৫. **কুমেরুবৃত্ত :** ৬৬.৫° দক্ষিণ অক্ষরেখাকে কুমেরু বৃত্ত বলা হয়।

**দ্রাঘিমাংশ :** গ্রিনিচের মূলমধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে দ্রাঘিমাংশ বলে। পৃথিবীর পরিধি দ্বারা উৎপন্ন কোণ ৩৬০°। মূলমধ্যরেখা এই ৩৬০° কে ১° অন্তর সমান দুই ভাগে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমে ১৮০° করে ভাগ করেছে। দ্রাঘিমা দ্বারা মূলত সময় নির্ণয় করা হয়। ১° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের ব্যবধান হয় ৪ মিনিট।

**মূল মধ্যরেখা :** লন্ডনের গ্রিনিচ শহরের মানমন্দিরের ওপর দিয়ে সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত যে রেখা কল্পনা করা হয়, তাকে মূল মধ্য রেখা বলে। এই রেখার মান শূন্য ধরা হয়।

**মেরু অঞ্চল :** পৃথিবীর মেরু অঞ্চল ২টি- ১. উত্তর মেরু : আর্কটিক সাগরে অবস্থিত এবং ২. দক্ষিণ মেরু : অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে অবস্থিত।

**আন্তর্জাতিক তারিখরেখা :** যে রেখা অতিক্রম করলে দিন এবং তারিখের পরিবর্তন হয়, তাকে আন্তর্জাতিক তারিখরেখা বলে। এ রেখা অতিক্রম করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে গেলে এক দিন বিয়োগ করতে হয়; পক্ষান্তরে পশ্চিম থেকে পূর্বে গেলে এক দিন যোগ করতে হয়। আন্তর্জাতিক তারিখরেখা মূলত ১৮০° দ্রাঘিমারেখা। যেহেতু প্রতি ১° এর জন্য ৪ মিনিট, সেহেতু ১৮০° এর জন্য ১৮০ × ৪ = ৭২০ মিনিট অর্থাৎ ১২ ঘণ্টার পার্থক্য হয়। এভাবে দুই দিকে, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ১২ ঘণ্টা করে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধান হয়। পূর্ব দিকে গেলে ১২ ঘণ্টা বাড়ে আর পশ্চিম দিকে গেলে ১২ ঘণ্টা কমে অর্থাৎ একই দ্রাঘিমায় ১৮০° তে সময়ের ব্যবধান দেখা দেয় ২৪ ঘণ্টা। এর জন্য তারিখ ও বারের যে সমস্যা হয় তার সমাধানকল্পে ১৮৮৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে দ্রাঘিমা ও সময় সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১৮০° দ্রাঘিমারেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা হিসেবে স্থির করা হয়।

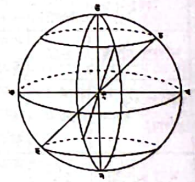

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাকে কোথাও কোথাও বাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ এ রেখাকে ১৮০° দ্রাঘিমারেখা অনুসরণ করে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে টানা হলেও সাইবেরিয়ায় উত্তর-পূর্বাংশ এবং অ্যালিউসিয়ান, ফিজি এবং চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের ভূভাগকে এড়িয়ে চলার জন্য এই রেখাটিকে লিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কাছে এবং ফিজি ও চ্যাম দ্বীপপুঞ্জ ১১° পূর্ব দিয়ে বেঁকে এবং বেরিং প্রণালিতে ১২° পূর্বে বেঁকে শুধু পানির ওপর দিয়ে টানা হয়েছে। তা না হলে স্থানীয় অধিবাসীদের বার নির্ণয় করতে অসুবিধা হতো। কারণ একই স্থানের মধ্যে সময় এবং বার দু রকম হতো।

**প্রতিপাদস্থান :** ভূপৃষ্ঠের ওপর অবস্থিত কোনো বিন্দুর ঠিক বিপরীত বিন্দুকে সেই বিন্দুর প্রতিপাদস্থান বলে। প্রতিপাদস্থান নির্ণয় করার জন্য ভূপৃষ্ঠের কোনো বিন্দু থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে একটি কল্পিত রেখা পৃথিবীর ঠিক বিপরীত দিকে টানা হয়। ওই কল্পিত রেখা যে বিন্দুতে ভূপৃষ্ঠের বিপরীত পাশে এসে পৌঁছে, সেই বিন্দুই পূর্ববিন্দুর প্রতিপাদস্থান। অর্থাৎ দুই দ্রাঘিমার যোগফল হবে ১৮০°। যেহেতু দুই দ্রাঘিমার দূরত্ব হবে ১৮০°, সেহেতু দুটির মধ্যে সময়ের পার্থক্য হবে (১৮০ × ৪ মিনিট = ৭২০ মিনিট বা ১২ ঘণ্টা) = ১২ ঘণ্টা। চিত্রে চ বিন্দুর প্রতিপাদস্থান ছ বিন্দু। ঢাকার প্রতিপাদস্থান দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত চিলির কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে।

### মানচিত্রে জিপিএস ও জিআইএস

GPS and GIS বর্তমানে মানচিত্র তৈরি, পঠন এবং ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে আধুনিক ব্যবহার হচ্ছে জিপিএস এবং জিআইএস। জিপিএসের ইংরেজি হলো– **Global Positioning System (GPS)**। কোনো একটি স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান জানতে চাইলে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে জিপিএসের মাধ্যমে জানা। জিপিএস দ্বারা যেসব কাজ করা যায়, তা হলো– জিপিএস দ্বারা কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, উচ্চতা ও দূরত্ব জানা যায়। এছাড়া ওই স্থানের উত্তর দিক, তারিখ ও সময় জানা যায়। জিআইএসের ইংরেজি হলো– **Geographic Information System (GIS).** জিআইএসের মাধ্যমে একটি মানচিত্রের মধ্যে অনেক ধরনের উপাত্ত উপস্থাপন ঘটিয়ে সেই উপাত্তগুলোকে মানচিত্রের মধ্যে বিশ্লেষণ করে মানচিত্রটির উপযোগিতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যেমন– একটা মানচিত্রের মধ্যে পানি ব্যবস্থাপনা, টপোগ্রাফি, ভূমি ব্যবহার, যোগাযোগ, মৃত্তিকা, রাস্তা এই সবগুলো জিনিস দেখিয়ে আমরা তার মধ্য দিয়ে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের পুরো চিত্র সম্বন্ধে জানতে পারি।

## লেকচার–২

**আলোচ্য বিষয় :** মানচিত্র-২ (বিশ্বপরিচিতি)।

### এশিয়া মহাদেশ

| অবস্থান | দেশের সংখ্যা | দেশ |
|---|---|---|
| দক্ষিণ এশিয়া | ৮টি | বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান |
| দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | ১১টি | ব্রুনাই, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, পূর্ব তিমুর ও ভিয়েতনাম |
| মধ্য এশিয়া | ৫টি | কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও তাজিকিস্তান |
| পূর্ব এশিয়া | ৫টি | চীন, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও মঙ্গোলিয়া |
| পশ্চিম এশিয়া | ১৫টি | বাহরাইন, ইরাক, ইরান, ফিলিস্তিন, ইসরাইল, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সিরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইয়েমেন, তুরস্ক |

### ইউরোপ মহাদেশ

| অবস্থান | সংখ্যা | দেশ |
|---|---|---|
| উত্তর ইউরোপ | ১০টি | ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, নরওয়ে, সুইডেন ও যুক্তরাজ্য |
| দক্ষিণ ইউরোপ | ১৬টি | আলবেনিয়া, অ্যান্ডোরা, বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, গ্রিস, ভ্যাটিকান সিটি, ইতালি, মাল্টা, মন্টিনিগ্রো, পর্তুগাল, সানম্যারিনো, স্লোভেনিয়া, স্পেন, উত্তর মেসিডোনিয়া ও কসোভো |
| পূর্ব ইউরোপ | ১৫টি | বেলারুশ, বুলগেরিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, মলদোভা, রোমানিয়া, রাশিয়া, স্লোভাকিয়া, ইউক্রেন, তুরস্ক, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, সাইপ্রাস ও জর্জিয়া |
| পশ্চিম ইউরোপ | ৯টি | অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, লিচটেনস্টাইন, লুক্সেমবার্গ, মোনাকো, নেদারল্যান্ডস ও সুইজারল্যান্ড |

### আফ্রিকা মহাদেশ

| অবস্থান | সংখ্যা | দেশ |
|---|---|---|
| উত্তর আফ্রিকা | ৬টি | আলজেরিয়া, মিশর, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, সুদান, মরক্কো। |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ৫টি | বতসোয়ানা, লেসেথো, নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইসওয়াতিনি। |
| মধ্য আফ্রিকা | ৯টি | ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, শাদ, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, অ্যাঙ্গোলা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, নিরক্ষীয় গিনি, গ্যাবন ও সাওটোমে। |
| পূর্ব আফ্রিকা | ১৮টি | বুরুন্ডি, কমোরোস, জিবুতি, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, কেনিয়া, মাদাগাস্কার, মালাবি, মরিশাস, রুয়ান্ডা, সিচেলেস, সোমালিয়া, উগান্ডা, তানজানিয়া, মোজাম্বিক, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে, ও দক্ষিণ সুদান। |
| পশ্চিম আফ্রিকা | ১৬টি | বেনিন, বারকিনা ফাসো, কেপভার্দে, গাম্বিয়া, ঘানা, গিনি, গিনি বিসাউ, লাইবেরিয়া, মালি, মৌরিতানিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, সিয়েরালিয়ন, টোগো, ও আইভরি কোস্ট। |

### উত্তর আমেরিকা মহাদেশ

| অবস্থান | সংখ্যা | দেশ |
|---|---|---|
| উত্তর আমেরিকা | ৩টি | কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো |
| মধ্য আমেরিকা | ৭টি | বেলিজ, গুয়েতেমালা, হন্ডুরাস, এল সালভেডর, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, পানামা |
| পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ | ১৩টি | কিউবা, হাইতি, বাহামা, জ্যামাইকা, গ্রানাডা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বার্বুডা, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোব্যাগো, ডোমেনিকা, বার্বাডোজ, সেন্ট কিটস এবং নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডাইস |

### দক্ষিণ আমেরিকার দেশ

| অবস্থান | সংখ্যা | দেশ |
|---|---|---|
| দক্ষিণ আমেরিকার দেশ | ১২টি | কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম, ইকুয়েডর, পেরু, ব্রাজিল, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, চিলি, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে |

### ওশেনিয়া মহাদেশ

| অবস্থান | সংখ্যা | দেশ |
|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া | ১টি | অস্ট্রেলিয়া |
| নিউজিল্যান্ড | ১টি | নিউজিল্যান্ড |
| মাইক্রোনেশিয়া | ৫টি | মাইক্রোনেশিয়া, কিরিবাতি, নাউরু, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ও পালাউ |
| মিলেনেশিয়া | ৪টি | পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ভানুয়াতু ও ফিজি |
| পলিনেশিয়া | ৩টি | সামোয়া, টোঙ্গা ও টুভ্যালু |

### মহাদেশভিত্তিক আয়তনে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম দেশ

| মহাদেশ | আয়তনে বৃহত্তম দেশ | আয়তনে ক্ষুদ্রতম দেশ |
|---|---|---|
| এশিয়া | চীন | মালদ্বীপ |
| আফ্রিকা | আলজেরিয়া | সিচিলিস |
| উত্তর আমেরিকা | কানাডা | সেন্টকিটস অ্যান্ড নেভিস |
| দক্ষিণ আমেরিকা | ব্রাজিল | সুরিনাম |
| ইউরোপ | রাশিয়া | ভ্যাটিকান সিটি |
| ওশেনিয়া বা অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়া | নাউরু |
| অ্যান্টার্কটিকা | – | – |

### বিশ্বের বিখ্যাত সীমারেখা ও তাদের অবস্থান

- র‍্যাডক্লিফ লাইন → বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান
- ডুরান্ড লাইন → আফগানিস্তান ও পাকিস্তান
- লাইন অব কন্ট্রোল → ভারত ও পাকিস্তান
- লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল → ভারত ও চীন
- ম্যাকমোহন লাইন → ভারত ও চীন
- ম্যানারহেইম লাইন → রাশিয়া-ফিনল্যান্ড
- ম্যাকনামারা লাইন → সাবেক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম
- ম্যাজিনো লাইন → জার্মানি-ফ্রান্স (জার্মান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জার্মানি-ফ্রান্স সীমান্তে ফ্রান্স সুরক্ষিত সীমারেখা নির্মাণ করে)
- সিগফ্রিড লাইন → জার্মানি-ফ্রান্স
- হিন্ডারবার্গ লাইন → জার্মানি ও পোল্যান্ড বিভক্তিকরণ রেখা। ১৯১৭ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা এ রেখা পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করেছিল
- ওডারনিস লাইন → জার্মানি ও পোল্যান্ড
- ফচ লাইন → পোল্যান্ড ও লিথুনিয়া
- কার্জন লাইন → পোল্যান্ড ও রাশিয়া
- ব্লু লাইন → ইসরাইল ও লেবানন
- পার্পল লাইন → ইসরাইল-সিরিয়া সীমারেখা (১৯৬৭ সালে)
- গ্রিনলাইন → তুরস্ক ও গ্রিক সাইপ্রাসকে বিভক্তকারী রেখা
- সনোরা লাইন → যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো
- লাইন অব ডিমার্কেশন → পর্তুগাল ও স্পেন
- মিলিটারি ডিমার্কেশন লাইন → উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া (১৯৫৩)
- নর্দান লিমিট লাইন → উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া (পীত সাগরে সমুদ্রসীমা)
- ওয়ালেস লাইন → উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের মধ্যকার কাল্পনিক সীমারেখা
- **প্লিমসল লাইন → জাহাজের গায়ে অতিরিক্ত বোঝা এড়ানোর জন্য চিহ্নিত রেখা**
- বারলেভ লাইন → ইসরাইলে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যতম সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা লাইন যেটি মিশর সিমান্তে অবস্থিত
- ১৭° উত্তর অক্ষরেখা → উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমারেখা; ভিয়েতনাম একত্রিত হওয়ায় এ রেখা এখন নেই
- ২২° উত্তর অক্ষরেখা → মিশর ও সুদান
- ২৪° উত্তর অক্ষরেখা → ভারত ও পাকিস্তান (পাকিস্তান চায় ২৪ অক্ষরেখাকে ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তরেখা ধরে সীমান্ত সমস্যা সমাধান করতে; কিন্তু ভারত এ দাবি প্রত্যাখ্যান করছে)
- ২৫° উত্তর অক্ষরেখা → মৌরিতানিয়া ও মালি
- ৩২তম অক্ষরেখা → ইরাকের দক্ষিণে নো ফ্লাই জোন
- ৩৬তম অক্ষরেখা → ইরাকের উত্তরে নো ফ্লাই জোন
- ৩৮° উত্তর অক্ষরেখা → উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া
- ৪৯° উত্তর অক্ষরেখা → যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

### বিশ্বের প্রধান প্রধান দ্বীপের অবস্থান

| মহাসাগর | অবস্থিত দ্বীপগুলো |
|---|---|
| প্রশান্ত মহাসাগর | ফিলিপাইন, পূর্ব তিমুর, জাপান<br>নিউজিল্যান্ড, কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ, শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ<br>মাইক্রোনেশিয়া, মেলোনেশিয়া ও পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ |
| | ম্যাকাও (চীন; দক্ষিণ চীন সাগর)<br>স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ (চীন; দক্ষিণ চীন সাগর) |
| ভারত মহাসাগর | মাদাগাস্কার, অস্ট্রেলিয়া (ভারত মহাসাগরের বৃহত্তম দ্বীপ)<br>সুমাত্রা, জাভা (ইন্দোনেশিয়া)<br>শ্রীলঙ্কা, জাফনা (শ্রীলঙ্কা)<br>মরিশাস<br>নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ<br>আবু মুসা দ্বীপ, পাম দ্বীপ (পারস্য উপসাগর)<br>মালদ্বীপ (অরব সাগর), লাক্ষাদ্বীপ (আরব সাগর) |
| আটলান্টিক মহাসাগর | ফকল্যান্ড গ্রেট ব্রিটেন, সেন্ট হেলেনা (যুক্তরাজ্য)<br>সাইপ্রাস (ভূমধ্যসাগর), সিসিলি (ইতালি; ভূমধ্যসাগর), কর্সিকা (ফ্রান্স; ভূমধ্যসাগর), মাল্টা (ভূমধ্যসাগর)<br>কিউবা (ক্যারিবিয়ান সাগর) |

### আফ্রিকার ছয়টি দ্বীপরাষ্ট্র

- মরিশাস → ভারত মহাসাগর
- মাদাগাস্কার → ভারত মহাসাগর
- কোমোরুস → ভারত মহাসাগর
- সিচেলিস → ভারত মহাসাগর
- কেপ ভার্গে → উত্তর আটলান্টিক
- সাওটোমে ও প্রিন্সিপে → দক্ষিণ আটলান্টিক

### উপদ্বীপ

উপদ্বীপ হলো জলাভূমি বেষ্টিত একটি ভূখণ্ড, যা একটি সরু ভূখণ্ডের মাধ্যমে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এককথায় তিন দিকে পানি একদিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত ভূখণ্ডকে উপদ্বীপ বলে।

| | |
|---|---|
| ইতালিয়ান উপদ্বীপ | ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের একটি উপদ্বীপ।<br>দেশগুলো– ইতালি, ভ্যাটিকান সিটি ও সানম্যারিনো। |
| ইবেরিয়ান উপদ্বীপ | ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক সাগর বেষ্টিত একটি উপদ্বীপ।<br>দেশগুলো– স্পেন, পর্তুগাল, এন্ডোরা ও ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ। |
| কোরীয় উপদ্বীপ | জাপান সাগর ও পূর্বচীন সাগর বেষ্টিত একটি উপদ্বীপ।<br>দেশগুলো– উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া। |
| বলকান উপদ্বীপ | বলকান অঞ্চলের দেশগুলোর নাম– বুলগেরিয়া, মেসিডোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, গ্রিস, মন্টেনিগ্রো, কসোভো, সার্বিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। |
| সিনাই উপদ্বীপ | মিশরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদ্বীপ। ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংকট এবং ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের সময় ইসরাইল মিশর থেকে এই উপদ্বীপ ছিনিয়ে নেয়। ১৯৭৩ সালের চতুর্থ আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় মিশর উপদ্বীপটি ফেরত পায়। |
| মালয় উপদ্বীপ | এশিয়ার মূল ভূখণ্ড ও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। |

### অন্তরীপ (Cape)

**অন্তরীপ :** ভূভাগের কোনো অংশ যদি সরু হয়ে সাগরের মধ্যে প্রসারিত হয়, তবে তাকে অন্তরীপ বলে।

**পৃথিবীর বিখ্যাত কিছু অন্তরীপ**

- উত্তমাশা অন্তরীপ বা 'Cape of Good Hope' → দক্ষিণ আফ্রিকা; এর অবস্থান দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে
- এশিয়ার সর্বোত্তর বিন্দু → চেলেউস্কিন অন্তরীপ
- হর্ন অন্তরীপ → চিলি
- ট্রাফালগার অন্তরীপ → স্পেনে
- সেন্টফ্রান্সি অন্তরীপ → দক্ষিণ আফ্রিকায়
- সেন্ট ভিনসেন্ট অন্তরীপ → পর্তুগালে
- কন্যাকুমারী অন্তরীপ → ভারতের তামিলনাড়ু
- বেবা অন্তরীপ → রাশিয়া

## সেল্ফ টেস্ট-১ ও ২

১. **মানচিত্রের উত্তর দিক বা North line দেখানোর জন্য অ্যারোচিহ্ন কোন দিকে দেখানো হয়?**
ক নিচের দিকে খ উপরের দিকে
গ মাঝামাঝি ঘ ডানদিকে

২. **মানচিত্রের প্রধান উপাদান কয়টি?**
ক ৫টি খ ৬টি গ ৭টি ঘ ৮টি

৩. **যে-কোনো স্থানের ভৌগোলিক তথ্যসমূহ কীসের সাহায্যে স্কেল ব্যবহার করে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়?**
ক মানচিত্র খ লেখচিত্র গ পাইচিত্র ঘ বারচিত্র

৪. **কোন ধরনের মানচিত্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় স্কেলে প্রকাশ করা যায়?**
ক বিষয়ভিত্তিক মানচিত্র খ পরিমাণগত মানচিত্র
গ ঐতিহাসিক সংস্থাপন ঘ কোনোটিই নয়

৫. **দুই কোরিয়ার বিভক্তিসূচক সীমারেখার নাম–**
ক ২৪তম অক্ষরেখা খ ৩৮তম অক্ষরেখা
গ ১৭তম অক্ষরেখা ঘ ৪৯তম অক্ষরেখা

৬. **ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র, মৃত্তিকা মানচিত্র, আবহাওয়া ও জলবায়ু মানচিত্র, বন্ধুরতা মানচিত্র প্রভৃতি কোন ধরনের মানচিত্রের উদাহরণ?**
ক সাংস্কৃতিক মানচিত্র খ প্রাকৃতিক মানচিত্র
গ ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র ঘ কোনোটিই নয়

৭. **'ক্ষ্যান্ডিনেভিয়া' কোন কোন দেশ নিয়ে গঠিত?**
ক সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ডেনমার্ক
খ ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড
গ নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, আইসল্যান্ড ও ডেনমার্ক
ঘ ইংল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড

৮. **কোন দেশটি ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে অবস্থিত?**
ক মাল্টা খ হাইতি গ সাইপ্রাস ঘ মরিশাস

৯. **'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল' কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত?**
ক মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও চীন
খ মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও লাওস
গ মিয়ানমার, লাওস ও চীন
ঘ মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া

১০. **'লাইন অব কন্ট্রোল' কোন দুটি রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী রেখা চিহ্নিত করে?**
ক ইসরাইল ও জর্ডান খ ভারত ও পাকিস্তান
গ চীন ও তাইওয়ান ঘ দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া

১১. **মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র বিভক্তকারী সীমারেখা কোনটি?**
ক সনোরা লাইন খ ম্যাকনামারা লাইন
গ ডুরান্ড লাইন ঘ হিস্টারবার্গ লাইন

১২. **ম্যাকমোহন লাইন কোন কোন দেশের সীমানা নির্ধারণ করেছে?**
ক চীন ও রাশিয়া খ চীন ও ভারত
গ ভারত ও পাকিস্তান ঘ পাকিস্তান ও আফগানিস্তান

১৩. **কোন দেশের সাথে আর্কটিকের বৃহত্তম সীমান্ত?**
ক আমেরিকা খ নরওয়ে গ কানাডা ঘ রাশিয়া

১৪. **ভারতের সাথে কোন দেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি?**
ক বাংলাদেশ খ ভুটান গ চীন ঘ পাকিস্তান

১৫. **পাল হারবার কোথায় অবস্থিত?**
ক হাওয়াই দ্বীপে খ ভূমধ্যসাগরের তীরে
গ আরব সাগরে ঘ আটলান্টিক মহাসাগরে

# লেকচার-৩

**আলোচ্য বিষয় : নেভাল কমিউনিকেশন** (মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ, প্রণালি, চ্যানেল, ক্যানেল।)

## মহাসাগর (Ocean)

উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ বিশাল জলরাশিকে মহাসাগর বলে। আইএইচও-এর মতে পৃথিবীতে বর্তমানে মোট মহাসাগর রয়েছে ৫টি–

১. **প্রশান্ত মহাসাগর :** পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম ও গভীরতম মহাসাগর। আয়তন ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম স্থান তথা পৃথিবীর গভীরতম স্থান মারিয়ানা ট্রেঞ্চ। পৃথিবীর বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর 'গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ' অবস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরে। প্রশান্ত মহাসাগরের খাতগুলো মারিয়ানা খাত (১০,৯৬০ মিটার), মিন্দানাও খাত (১০,৭৯৭ মিটার), এমডেন খাত, জাপান খাত, আলিউশিয়ান খাত, টোঙ্গাকার ম্যাডেক খাত প্রভৃতি।

২. **আটলান্টিক মহাসাগর :** আটলান্টিক মহাসাগরের আয়তন ৮ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতম স্থানের নাম পোয়ের্তোরিকা। পৃথিবীর যুদ্ধক্ষেত্র বলা হয় আটলান্টিক মহাসাগরকে। আটলান্টিক মহাসাগরের খাতগুলো পোয়ের্তোরিকা খাত (৮৮০৬ মিটার), দক্ষিণ স্যান্ডউইচ খাত, রোমানসে খাত অন্যতম। ব্রিটেন নির্মিত টাইটানিক জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে নিমজ্জিত হয় ১৯১২ সালে।

৩. **ভারত মহাসাগর :** পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলা হয় ভারত মহাসাগরকে। ভারত মহাসাগরের গভীরতম স্থানের নাম সুন্দা ট্রেঞ্চ। ভারত মহাসাগরের উল্লেখযোগ্য দ্বীপগুলো মালদ্বীপ, মালাগাসি, মরিশাস, সিসিলি।

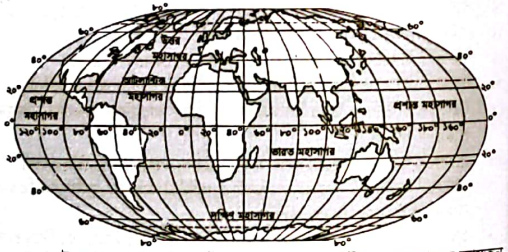


৪. **উত্তর মহাসাগর বা আর্কটিক মহাসাগর :** আর্কটিক মহাসাগরের আয়তন ১ কোটি ৪৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। আয়তনে সবচেয়ে ছোট মহাসাগর আর্কটিক মহাসাগর। গভীরতম স্থানের নাম ইউরেশিয়ান বেসিন।

৫. **সাউদার্ন বা দক্ষিণ মহাসাগর :** দক্ষিণ মহাসাগর পৃথিবীর সবচেয়ে কম গভীরতম মহাসাগর।

## মহাসাগরের অবস্থান ও মিলনস্থল

**প্রশান্ত মহাসাগর :** এটি আমেরিকাকে এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশকে বিভক্ত করেছে। আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর মিলিত হয় ৬৭.১৬° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে চিলির নিকট। অর্থাৎ ৬৭.১৬° দ্রাঘিমা রেখার বামে প্রশান্ত মহাসাগর ও ডানে আটলান্টিক মহাসাগর।

**আটলান্টিক মহাসাগর :** এটি আমেরিকাকে ইউরেশিয়া এবং আফ্রিকাকে বিভক্ত করেছে। আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের মিলিত হয় ২০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণাংশে নিকট। অর্থাৎ ২০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার বামে আটলান্টিক মহাসাগর ও ডানে ভারত মহাসাগর। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর ও উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর বিভক্ত করেছে ১০° অক্ষরেখা। অর্থাৎ ১০° অক্ষরেখার উত্তরে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর ও দক্ষিণে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর।



**ভারত মহাসাগর :** এটি দক্ষিণ এশিয়াকে ঘিরে রেখেছে এবং আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াকে বিভক্ত করেছে। ১৪৬.৫° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার বামে ভারত মহাসাগর ও ডানে প্রশান্ত মহাসাগর। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরকে ভারত মহাসাগর থেকে পৃথক করেছে ১০° উত্তর অক্ষরেখা।

**দক্ষিণ মহাসাগর :** এ মহাসাগর অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশকে ঘিরে রেখেছে এবং প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের বহিরাংশ হিসেবে নির্দেশিত হচ্ছে। ৬০° দক্ষিণ অক্ষরেখা দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর বা অ্যান্টার্কটিকা মহাসাগরকে পৃথক করেছে।

**উত্তর মহাসাগর বা আর্কটিক মহাসাগর :** এ মহাসাগরটির সাথে জড়িত আর্কটিকের অধিকাংশ এলাকা এবং উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার একাংশ। ৮০° উত্তর অক্ষরেখা উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর ও আর্কটিক মহাসাগরকে পৃথক করেছে।

## সাগর (Sea)

- মহাসাগরের চেয়ে আয়তনে ছোট জলরাশিকে → সাগর (Sea) বলে
- পৃথিবীর বৃহত্তম সাগর → ভূমধ্যসাগর
- পৃথিবীর গভীরতম সাগর → ক্যারিবিয়ান সাগর
- যে সাগরের তীরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দেশ অবস্থিত → ভূমধ্যসাগরের তীরে
- এজিয়ান সাগর অবস্থিত → গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যবর্তী স্থানে
- শান্ত সাগর অবস্থিত → চাঁদে
- কোরিয়া উপদ্বীপ অবস্থিত → জাপান সাগর ও পীত সাগরের মাঝে
- শৈবাল সাগর হলো → আটলান্টিকের মাঝামাঝি স্থানে স্রোতবাহিত ডালপালা, ঘাস, শৈবাল ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে যে স্রোতহীন সাগরের সৃষ্টি হয়

## উপসাগর (Bay/Gulf)

- Bay/Gulf উভয়ের বাংলা প্রতিশব্দ উপসাগর। তিন দিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত পানিরাশিকে উপসাগর বলে। উপসাগর ২ ধরনের– Bay ও Gulf
- স্থলভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট জলভাগের দৈর্ঘ্য যদি উন্মুক্ত মুখের দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম হয়, তাহলে তাকে বে বলে। যেমন– পৃথিবীর বৃহত্তম Bay বঙ্গোপসাগর।
- স্থলভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট জলভাগের দৈর্ঘ্য যদি উন্মুক্ত মুখের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তাকে গালফ বলে।
- পৃথিবীর বৃহত্তম Gulf → মেক্সিকো উপসাগর

- নদীর বয়ে আনা পানির প্রভাবে উপসাগরীয় স্রোতের বর্ণ → গাঢ় নীল
- আলাস্কা উপসাগর অবস্থিত → উত্তর আমেরিকায়
- বাহরাইন দ্বীপ অবস্থিত → পারস্য উপসাগরে

## কয়েকটি সাগর ও তাদের তীরবর্তী রাষ্ট্র

**বঙ্গোপসাগর :** বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যান্ড।

**আরব সাগর :** ভারত, ইরান, মালদ্বীপ, ওমান, পাকিস্তান, সোমালিয়া ও ইয়েমেন।

**পারস্য উপসাগর :** বাহরাইন, ইরান, ইরাক, কুয়েত, ওমান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।

**ভূমধ্যসাগর :** ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলো ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা– এ তিন মহাদেশজুড়ে অবস্থিত।

১. **ইউরোপ মহাদেশ :** স্পেন, ফ্রান্স, মোনাকো, ইতালি, মাল্টা, স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, মন্টেনিগ্রো, আলবেনিয়া, গ্রিস এবং সাইপ্রাস।
২. **এশিয়া মহাদেশ :** তুরস্ক, সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, ইসরাইল।
৩. **আফ্রিকা মহাদেশ :** মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়া।

## গুরুত্বপূর্ণ প্রণালি

প্রণালি হলো দুটি নদী বা সমুদ্রের সংযোগকারী সংকীর্ণ জলপ্রবাহ বা যে-কোনো অংশের দুটি ভূখণ্ড পৃথককারী দীর্ঘ ও সরু প্রাকৃতিক জলরাশিকে প্রণালি বলে। প্রণালির বর্ণনায় মোটামুটি কয়েকটি মৌলিক মানদণ্ড দেখা যায় সেগুলো হলো–

১. প্রণালি প্রাকৃতিক সৃষ্ট এবং সাগরের বাহুর ন্যায় কাজ করে,
২. দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় প্রণালির সীমাবদ্ধতা থাকতে হয়,
৩. প্রণালি অবশ্যই দুটি ভূখণ্ড পৃথককারী এবং
৪. সাগরের দুটি অংশকে অবশ্যই সংযুক্ত করবে।

**জিবরাল্টার প্রণালি**
- পৃথক করেছে → ইউরোপ-আফ্রিকা/স্পেন-মরক্কো
- সংযুক্ত করেছে → আটলান্টিক + ভূমধ্যসাগর

**বাবেল মান্দেব**
- পৃথক করেছে → এশিয়া-আফ্রিকা
- সংযুক্ত করেছে → এডেন সাগর + লোহিত সাগর

**পক প্রণালি**
- পৃথক করেছে → ভারত-শ্রীলঙ্কা
- সংযুক্ত করেছে → আরব সাগর + বঙ্গোপসাগর

**হরমুজ প্রণালি**
- পৃথক করেছে → ইরান-সংযুক্ত আরব আমিরাত
- সংযুক্ত করেছে → পারস্য উপসাগর + ওমান উপসাগর

**ডোভার প্রণালি**
- পৃথক করেছে → ফ্রান্স-ইংল্যান্ড
- সংযুক্ত করেছে → ইংলিশ চ্যানেল + উত্তর সাগর

**বসফরাস প্রণালি**
- পৃথক করেছে → এশিয়া-ইউরোপ
- সংযুক্ত করেছে → মর্মর সাগর + কৃষ্ণ সাগর

**পানামা প্রণালি**
- পৃথক করেছে → উত্তর আমেরিকা-দক্ষিণ আমেরিকা
- সংযুক্ত করেছে → প্রশান্ত + আটলান্টিক মহাসাগর

**বেরিং প্রণালি**
- পৃথক করেছে → আমেরিকা-এশিয়া
- সংযুক্ত করেছে → চুকচি সাগর + বেরিং সাগর/উত্তর মহাসাগর + প্রশান্ত মহাসাগর

**ইংলিশ চ্যানেল**
- পৃথক করেছে → ফ্রান্স-ইংল্যান্ড
- সংযুক্ত করেছে → আটলান্টিক + উ. সাগর

**তাতার প্রণালি (পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম প্রণালি)**
- পৃথক করেছে → রাশিয়া-শাখালিন
- সংযুক্ত করেছে → জাপান সাগর + ওখটস্ক

**সুন্দা প্রণালি**
- পৃথক করেছে → সুমাত্রা-জাভা
- সংযুক্ত করেছে → ভারত মহাসাগর + জাভা সাগর

**ফ্লোরিডা প্রণালি**
- পৃথক করছে → কিউবা-যুক্তরাষ্ট্র
- সংযুক্ত করছে → মেক্সিকো উপসাগর + আটলান্টিক মহাসাগর

**দার্দানেলিস প্রণালি**

- পৃথক করেছে → তুরস্ক-ইস্তানবুল (তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ)
- সংযুক্ত করেছে → ইজিয়ান সাগর + মর্মর সাগর

**ডেভিস প্রণালি**

- পৃথক করেছে → কানাডা-গ্রিনল্যান্ড
- সংযুক্ত করেছে → বেফিন উপসাগর + ল্যাব্রাডার সাগর

### সেল্ফ টেস্ট-৩

**১. আমেরিকাকে এশিয়া থেকে পৃথক করেছে কোন প্রণালি?**
ক ফ্লোরিডা খ পক
গ জিবরাল্টার ঘ বেরিং

**২. জিবরাল্টার প্রণালি কোন দুটি মহাসাগর-সাগরকে যুক্ত করেছে?**
ক আরব ও কাস্পিয়ান খ প্রশান্ত ও ভারত
গ আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগর ঘ আটলান্টিক ও লোহিত

**৩. কোন প্রণালি এশিয়া মহাদেশকে ইউরোপ থেকে পৃথক করেছে?**
ক মালাক্কা খ বসফরাস
গ বেরিং ঘ ডোভার

**৪. পানামা খাল কোন কোন মহাসাগরকে যুক্ত করেছে?**
ক আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর খ আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগর
গ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর ঘ প্রশান্ত ও ভূমধ্যসাগর

**৫. নীলনদ কোন সাগরে পতিত হয়েছে?**
ক লোহিত সাগরে খ ভূমধ্যসাগরে
গ এডেন সাগরে ঘ আরব সাগরে

**৬. গ্রেট বেরিয়ার রিফ কোথায় অবস্থিত?**
ক প্রশান্ত মহাসাগরে খ আটলান্টিক মহাসাগরে
গ ভারত মহাসাগরে ঘ পারস্য মহাসাগরে

**৭. সম্প্রতি শরণার্থীরা যে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে অনুপ্রবেশ করছে–**
ক প্রশান্ত মহাসাগর খ আরব মহাসাগর
গ ভূমধ্যসাগর ঘ আটলান্টিক মহাসাগর

**৮. 'গ্রিনল্যান্ড'-এর মালিকানা কোন দেশের?**
ক সুইডেন খ নেদারল্যান্ডস
গ ডেনমার্ক ঘ ইংল্যান্ড

**৯. সেন্ট হেলেনা দ্বীপটি কোন মহাসাগরে অবস্থিত?**
ক প্রশান্ত মহাসাগর খ ভারত মহাসাগর
গ আটলান্টিক মহাসাগর ঘ উত্তর মহাসাগর

**১০. পাল হারবার কোথায় অবস্থিত?**
ক হাওয়াই দ্বীপে খ ভূমধ্যসাগরের তীরে
গ আরব সাগরে ঘ আটলান্টিক মহাসাগরে

**১১. স্ক্যান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপ কোন দুটি দেশ নিয়ে গঠিত?**
ক নরওয়ে ও সুইডেন খ নরওয়ে ও যুক্তরাজ্য
গ সুইডেন ও যুক্তরাজ্য ঘ নরওয়ে ও জার্মানি

**১২. কোন মালভূমিকে পৃথিবীর ছাদ বলে?**
ক তিব্বত খ পামীর
গ রবি ঘ কুনলুন

**১৩. গোলান মালভূমি কোন দুই দেশের মধ্যে সংঘাতের কারণ?**
ক মিশর ও ইসরাইল খ সিরিয়া ও ইসরাইল
গ জর্ডান ও ইসরাইল ঘ রাশিয়া ও জর্জিয়া

**১৪. ইউরোপের দীর্ঘতম নদী–**
ক দানিয়ুব খ ভলগা
গ রাইন ঘ টেমস্

**১৫. বিশ্বের দীর্ঘতম টানেল কোনটি?**
ক অটল টানেল খ চু চি টানেল
গ গথার্ড টানেল ঘ সেইকান টানেল

## লেকচার-৪

**আলোচ্য বিষয় : বৈশ্বিক ইতিহাস-১** (সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অন্যান্য ইতিহাস)

### ৩৫-৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নোত্তর

- ইনকা সভ্যতা কোন অঞ্চলে বিরাজমান ছিল? → দক্ষিণ আমেরিকা [৪১তম বিসিএস]
- মায়া সভ্যতাটি আবিষ্কৃত হয় → মধ্য আমেরিকায় [৪৩তম বিসিএস]
- গণতন্ত্রের ধারণা উৎসারিত হয় প্রথম কোন দেশে? → প্রাচীন গ্রিস [৪৪তম বিসিএস]
- কোনটি প্রাচীন সভ্যতা? → মেসোপটেমিয়া [৪৫তম বিসিএস]
- 'বারবিধি' (The Twelve Tables) কী? → রোমান আইনের ভিত্তি [৪৬তম বিসিএস]

### প্রাচীন সভ্যতাসমূহ

**মেসোপটেমিয় সভ্যতা**

- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম সভ্যতা → মেসোপটেমিয়া সভ্যতা
- মেসোপটেমিয়া যে দেশের পূর্বনাম → ইরাক
- মেসোপটেমিয়া বলতে বোঝানো হয় → বর্তমান ইরাককে
- সেচনির্ভর প্রাচীন সভ্যতা → মেসোপটেমিয়া
- মেসোপটেমিয়া কথাটির অর্থ → দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল
- মেসোপটেমিয়া সভ্যতার পর্যায় → ৪টি। যথা- ১. সুমেরীয়, ২. অ্যাসিরীয়, ৩. ব্যাবিলনীয়, ৪. ক্যালডীয়

**সুমেরীয় সভ্যতা**

- সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল → মেসোপটেমিয়ায়
- সুমেরীয় সভ্যতার বড় অবদান → কিউনিফর্ম (লিখন পদ্ধতি)
- বর্ণ → V আকৃতির
- সুমেরীয় সভ্যতার অন্যতম অবদান → চাকা আবিষ্কার
- প্রথম মহাকাব্য রচনা → গিলগামেশ

**অ্যাসিরীয় সভ্যতা**

- বৃত্তকে প্রথম ৩৬০ ডিগ্রিতে ভাগ করেন → অ্যাসিরীয়রা
- পৃথিবীকে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশে ভাগ করেন → অ্যাসিরীয়রা
- যুদ্ধে প্রথম লোহার অস্ত্র ব্যবহার করেন → অ্যাসিরীয়রা

**ফিনিশীয় সভ্যতা**

- মানবসভ্যতায় ফিনিশীয়দের অবদান → বর্ণমালা আবিষ্কার
- ব্যঞ্জনবর্ণের উদ্ভাবন → ২২টি

**ব্যাবিলনীয় সভ্যতা**

- ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান গড়ে তুলেছিলেন → নেবুচাদনেজার
- পৃথিবীর প্রথম লিখিত আইনের প্রচলন হয় → ব্যাবিলনে
- ব্যাবিলন → বর্তমান ইরাকে অবস্থিত
- ব্যাবিলনীয়দের প্রধান দেবতার নাম → মারডক

**হিব্রু সভ্যতা**

- বর্তমান ইসরাইলের অধিবাসীরা → হিব্রুদের বংশধর
- হিব্রু মূলত → ভাষার নাম

**মিশরীয় সভ্যতা**

- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল → নীল নদের তীরে
- মিশরকে নীল নদের দান বলেছেন → গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস
- মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা → নীল নদের সর্প নামে পরিচিত ছিলেন
- প্রাচীন মিশরের ফারাও রাজা তুতেনখামেনের সমাধি হাওয়ার্ড কার্টার আবিষ্কার করেন → ১৯২২ সালে
- প্রাচীন মিশরীয়দের আবিষ্কৃত বর্ণ → হায়ারোগ্লিফিক (পবিত্রলিপি)
- প্যাপিরাস → মিশরীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত
- মিশরীয়রা → ৩৬৫ দিনে বছর, ১২ মাসে ১ বছর, ৩০ দিনে ১ মাস গণনারীতি চালু করেন



**রোমান সভ্যতা**

- 'বারবিধি' (The Twelve Tables) → রোমান আইনের ভিত্তি
- রোমান সভ্যতার বিকাশ ঘটে → ইতালিতে
- নদীমাতৃক ছিল না → রোমান সভ্যতা
- বিখ্যাত জুলিয়াস সিজার রোমান সম্রাট হন → ৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে
- জুলিয়াস সিজারের বিখ্যাত উক্তি → এলাম, দেখলাম, জয় করলাম
- খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিষ্টের জন্ম হয় → জুলিয়াস সিজারের শাসনামলে
- রোমানদের সবচেয়ে বড় অবদান → আইনের ক্ষেত্রে
- প্রাচীন বিখ্যাত নাট্যশালা কলোসিয়াম অবস্থিত → রোমে

**সিন্ধু সভ্যতা**

- সিন্ধু সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা → দ্রাবিড়
- সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় → ১৯২১ সালে
- সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন → রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
- নদীমাতৃক সভ্যতা নয় → সিন্ধু সভ্যতা
- সিন্ধু সভ্যতা → তাম্র যুগের
- সিন্ধু সভ্যতার পতন হয় → ২৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে
- প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে সিন্ধু সভ্যতা পতনের কারণ → প্রলয়ংকরী বন্যা
- সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল → পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায়
- দ্রব্য পরিমাপের জন্য বাটখারার আবিষ্কার করেন → দ্রাবিড়

**ক্যালডীয় সভ্যতা**

- ক্যালডীয় সভ্যতায় প্রতিদিনকে → ১২ জোড়া ঘণ্টায় বিভক্ত করা হয়
- ১২টি নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান এবং তা থেকে → ১২টি রাশিপুঞ্জের সৃষ্টি
- ক্যালডীয়দের প্রধান দেবতার নাম → জুপিটার
- যে সভ্যতার লোকরা আকাশের গ্রহকে দেবতা মনে করতেন → ক্যালডীয়রা
- প্রথমে সপ্তাহকে সাত দিনে বিভক্ত করেন → ক্যালডীয়রা
- প্রথম বছরের দৈর্ঘ্য বের করেন → ক্যালডীয়রা
- ক্যালডীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পান → ১২টি
- ক্যালডীয় সভ্যতার পতন ঘটেছিল → পারস্য কর্তৃক আক্রমণের কারণে

**ইনকা সভ্যতা**

- 'ইনকা' সভ্যতা গড়ে উঠেছিল → দক্ষিণ আমেরিকায়
- ইনকা সভ্যতার ব্যাপ্তিকাল ছিল → ১৪৩৮ থেকে ১৫৩৩ খ্রি. পর্যন্ত
- ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে → পেরুতে

**চৈনিক সভ্যতা**

- চৈনিক সভ্যতা গড়ে ওঠে → চীনে
- চৈনিক সভ্যতা অবস্থিত → হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে

**গ্রিক সভ্যতা**

- ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক কারণে গ্রিক সভ্যতার সঙ্গে → হেলেনিক ও হেলেনিস্টিক দুটি সংস্কৃতির নাম জড়িত
- গণতন্ত্রের সূতিকাগার → গ্রিস
- অ্যারিস্টটল, প্লেটো, আলেকজান্ডার জন্মগ্রহণ করেন → গ্রিসে
- আকাদেমিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন → প্লেটো
- প্লেটোর ছাত্র অ্যারিস্টটলের বিখ্যাত গ্রন্থ → দ্য পলিটিক্স
- লাইসিয়াম স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন → অ্যারিস্টটল
- সর্বপ্রথম সপ্তাহের সাত দিনকে বিভক্ত করেন → গ্রিকরা
- অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্ম → গ্রিসে
- প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন → গ্রিকরা
- হাজার বছরের পুরোনো কাহিনি নিয়ে গ্রিক মহাকবি হোমার রচনা করেন → ইলিয়াড ও ওডিসি
- বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক থুকিডাইডিস জন্মগ্রহণ করেন → গ্রিসে
- গ্রিসে অলিম্পিক খেলার জন্ম হয় ৭৭৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে

**মায়া সভ্যতা**

- অবস্থান → মেক্সিকোর দক্ষিণে, উত্তর-মধ্য আমেরিকা

## বিপ্লব

**আরব বসন্ত বা আরব বিপ্লব**

- আরব বসন্তের সূচনা হয় → ১৮ ডিসেম্বর ২০১০
- আরব বসন্ত শুরু হয় → তিউনিশিয়ায়
- তিউনিশিয়ার বিপ্লবের অপর নাম → জুঁই বিপ্লব
- আরব বসন্তের ফলে চারজন আরব শাসকের পতন হয়–

| দেশ | প্রেসিডেন্ট | ক্ষমতায় ছিলেন |
|---|---|---|
| তিউনিশিয়া | জয়নুল আবেদিন বেন আলি | ২৩ বছর |
| মিশর | হোসনি মোবারক | ৩০ বছর |
| লিবিয়া | মুয়াম্মার গাদ্দাফি | ৪২ বছর |
| ইয়েমেন | আলি আবদুল্লাহ সালেহ | ৩৩ বছর |

**ইরানের ইসলামি বিপ্লব**

- ইরানের ইসলামি বিপ্লব হয় → ১৯৭৯ সালে
- ইরানের ইসলামি বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন → আয়াতুল্লা রুহুল্লাহ খোমেনি
- ইরানের ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে পতন হয় → শাহ পাহলভির
- ইরানের ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে ইরান রাজতন্ত্র থেকে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্রে' রূপান্তরিত হয়

**রেনেসাঁ**

- রেনেসাঁ শুরু হয় → ইতালির ফ্লোরেন্স নগরী থেকে
- রেনেসাঁর অগ্রদূত → লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি
- রেনেসাঁর সময়কাল → চতুদর্শ শতাব্দী
- রেনেসাঁর ফলাফল → ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন যাত্রা, যা ইউরোপকে বিশ্বসভ্যতার নেতৃত্বে নিয়ে আসে
- রেনেসাঁর বরপুত্র বলা হয় → ম্যাকিয়াভ্যালিকে

**শিল্পবিপ্লব**

- শিল্পবিপ্লবের সময়কাল → অষ্টাদশ শতাব্দী (১৭৬০ সালে)
- শিল্পবিপ্লবের ফলাফল → বিশ্ব অর্থনীতিতে পুঁজিবাজারের চূড়ান্ত বিকাশ
- সূত্রপাত হয় → ইংল্যান্ডে
- বিস্তৃতি পায় → ইউরোপে

**ফরাসি বিপ্লব**

- ফরাসি বিপ্লবের সময়কাল → ১৭৮৯-১৭৯৯ পর্যন্ত
- ফরাসি বিপ্লবের তাত্ত্বিক পথিকৃৎ → রুশো
- ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয় → নেপোলিয়ানকে
- ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান → 'স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী
- স্লোগানের রচয়িতা → ফরাসি দার্শনিক জ্যা জ্যাক রুশো
- ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে পতন হয় → রাজা ষোড়শ লুইয়ের
- রাজা ষোড়শ লুইকে হাজার হাজার মানুষের সামনে 'গিলোটিনে' শিরশ্ছেদ করা হয় → ২১ জানুয়ারি ১৭৯৩
- ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল → ইউরোপে সামন্তবাদের অবসান এবং পুঁজিবাদের যাত্রা
- বিপ্লবের সমাপ্তি হয় → ১৭৯৯ সালে নেপোলিওনের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে
- বিপ্লবের স্মৃতি বহন করে → আইফেল টাওয়ার (১৮৯৮)

**বিপ্লব-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ**

- জ্যঁ জ্যাক রুশোর → The Social Contract
- চার্লস ডিকেন্সের → A Tale of Two Cities
- মন্টেস্কুর → Leviathan

**চীনের জাতীয়তাবাদ বিপ্লব**

- চীনের প্রথম বিপ্লব হয় → ১৯১১ সালে, এর জনক সান ইয়াৎ সেন
- চীনের বিপ্লবের ফলাফল → চীনের দুই হাজার বছরের রাজতন্ত্রের অবসান এবং জাতীয়তাবাদী চীনের যাত্রা
- চীনে বিদ্যমান ছিল → কিং সাম্রাজ্য

**চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব**

- কমিউনিস্ট বিপ্লবের জনক → মাও সে তুং
- কমিউনিস্ট বিপ্লবের সময়কাল → ১৯৪৯ সালে
- কমিউনিস্ট বিপ্লবের ফলাফল → মাও সে তুং 'কাইশেককে হটিয়ে' ক্ষমতা দখল করে কমিউনিজম চালু করে

**রুশ বিপ্লব বা অক্টোবর বিপ্লব**

- রুশ বিপ্লবের সময়কাল → ১৯১৭ সালে
- রুশ বিপ্লবের স্থায়িত্ব → ১০ দিন; এজন্য এটাকে ১০ দিনের বিপ্লবও বলা হয়
- রুশ বিপ্লবের অপর নাম → বলশেভিক বিপ্লব বা অক্টোবর বিপ্লব
- রুশ বিপ্লবের জনক → লেনিন
- রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে → 'রাজা দ্বিতীয় নিকোলাসকে' হত্যা করে ৩০০ বছরের রাজতন্ত্রের সমাপ্তি হয়
- রুশ বিপ্লবের ফলাফল → রাশিয়াসহ বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি

**ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব**

- ইংল্যান্ডে গৌরবময় বিপ্লব হয় → ১৬৮৮ সালে
- গৌরবময় বিপ্লবের ফলাফল → ইংল্যান্ডে মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় ১৬৮৯ সালে

**শ্রমিক বিপ্লব**

- শ্রমিক বিপ্লব হয় → দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমের সময় নির্ধারণের জন্য
- শ্রমিক বিপ্লবের সময়কাল → ১৮৮৬ সাল
- শ্রমিক বিপ্লবের ফলাফল স্বরূপ ১৮৯০ থেকে ১ মে → বিশ্ব শ্রমিক দিবস পালিত হচ্ছে

**চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লব**

- চীনে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সংস্কৃতির ঘোষণা দেওয়া হয় → ১৬ মে ১৯৬৬
- সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঘোষণা দেন তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা → মাও সে তুং

## আরও কিছু বিপ্লব

| বিপ্লবের নাম | দেশ | সময়কাল | বিপ্লবের নাম | দেশ | সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|
| ইসলামিক বিপ্লব | আফগানিস্তান | ১৯৭৩ | আগস্ট বিপ্লব | ভিয়েতনাম | ১৯৪৫ |
| রোজ বিপ্লব | জর্জিয়া | ২০০৩ | শ্বেত বিপ্লব | ইরান | ১৯৬৩ |
| কিউবান বিপ্লব | কিউবা | ১৯৫৯ | হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লব | হাঙ্গেরি | ১৯১৯ |
| অরেঞ্জ বিপ্লব | ইউক্রেন | ২০০৪ | সিডার বিপ্লব | লেবানন | ২০০৫ |
| টিউলিপ বিপ্লব | কিরগিজস্থান | ২০০৫ | বলিভিয়ান বিপ্লব | ভেনিজুয়েলা | ১৯৯৮ |

## সেল্ফ টেস্ট-৪

১. **ফিনল্যান্ডের রাজধানীর নাম–**
ⓐ ব্যাংকক ⓑ হেলসিংকি
ⓒ বেইজিং ⓓ বন

২. **কোন দেশটি এশিয়া মহাদেশে নয়?**
ⓐ মিশর ⓑ ইন্দোনেশিয়া
ⓒ ইরান ⓓ আফগানিস্তান

৩. **'মহেঞ্জোদারো' কথার অর্থ কী?**
ⓐ মরা মানুষের ঢিবি ⓑ মানুষের ঢিবি
ⓒ সিন্দু-মানুষের ঢিবি ⓓ হরপ্পা সভ্যতা

৪. **মিশরীয় সভ্যতার চিত্রলিপিকে কী বলা হয়?**
ⓐ ওডিসি ⓑ হায়ারোগ্লিফিক
ⓒ প্যাপিরাস ⓓ ক্যালিওগ্রাফি

৫. **ইতিহাসবিখ্যাত ট্রয় নগরী কোথায়?**
ⓐ গ্রিস ⓑ ইতালি
ⓒ তুরস্ক ⓓ স্পেন

৬. **চীনের মহাপ্রাচীর চীন দেশের যে সীমান্তে অবস্থিত–**
ⓐ উত্তর ⓑ দক্ষিণ
ⓒ পূর্ব ⓓ পশ্চিম

৭. **সেচনির্ভর প্রাচীন সভ্যতা কোনটি?**
ⓐ সিন্ধু ⓑ গ্রিক
ⓒ রোমান ⓓ মেসোপটেমীয়

৮. **'পঞ্চম ড্রাগনের' (Fifth Dragon) দেশ বলা হয় কোন দেশকে?**
ⓐ জাপানকে ⓑ দক্ষিণ কোরিয়াকে
ⓒ চীনকে ⓓ তাইওয়ানকে

৯. **ইসরাইলকে কোন দেশ প্রথম স্বীকৃতি দেয়?**
ⓐ যুক্তরাজ্য ⓑ জার্মানি ⓒ যুক্তরাষ্ট্র ⓓ ফ্রান্স

১০. **PKK কী?**
ⓐ ফিলিস্তিনিদের সংগঠন
ⓑ ফিলিপাইনের মুসলিম বিদ্রোহীদের সংগঠন
ⓒ তামিল টাইগারদের সংগঠন
ⓓ তুরস্কের কুর্দিদের সংগঠন

১১. **Ping Pong Diplomacy-এর সঙ্গে কোন দেশটি সংশ্লিষ্ট?**
ⓐ চীন ⓑ জাপান
ⓒ ইসরাইল ⓓ কোরিয়া

১২. **'গ্লাসনস্ত'-এর অর্থ কী?**
ⓐ সমাজতন্ত্রের সংগঠন
ⓑ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান
ⓒ খোলামেলা আলোচনা
ⓓ সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

১৩. **সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে–**
ⓐ আরসি মজুমদার ⓑ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ⓒ নীহাররঞ্জন রায় ⓓ কালিদাস নাগ

১৪. **ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর কী?**
ⓐ একটি গোয়েন্দা সংস্থা ⓑ একটি গেরিলা সংস্থা
ⓒ একটি রাজনৈতিক সংগঠন ⓓ একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ

১৫. **'ঘিনল্যান্ড'-এর মালিকানা কোন দেশের?**
ⓐ সুইডেন ⓑ নেদারল্যান্ডস
ⓒ ডেনমার্ক ⓓ ইংল্যান্ড

# লেকচার-৫

**আলোচ্য বিষয় : বৈশ্বিক ইতিহাস-২** (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ– কারণ, ঘটনা, ফলাফল, পরবর্তী চুক্তিসমূহ)

## ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

ক্রুসেড অর্থ হলো ধর্মযুদ্ধ। পবিত্র 'জেরুজালেমের' অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে 'ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ' বলা হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রথম 'ক্রুসেড' পরিচালনা করে 'গড ফ্রে'। ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টানগণ তাঁদের ধর্মীয় নেতা পোপের নির্দেশে বুকে ক্রুস চিহ্ন ( † ) নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং ক্রুসকেই যুদ্ধের পতাকা হিসেবে ব্যবহার করেছিল বলেও এ যুদ্ধ ইতিহাসে ক্রুসেড নামে পরিচিত। তবে মুসলমান গবেষকগণ এ যুদ্ধকে ক্রুসেড নামে আখ্যায়িত করায় সমালোচনা করেছেন। ১০৯৫-১২৯১ সাল পর্যন্ত ৮টি ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।



## শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

১৩৩৮ থেকে ১৪৫৩ পর্যন্ত দীর্ঘ একশ বছরব্যাপী **ফ্রান্স ও ব্রিটেনের** মধ্যকার যুদ্ধটি 'শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ' নামে ইতিহাসে পরিচিত।

## আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

- শুরু হয় → ১৮৬১ সালে
- শেষ হয় → ১৮৬৫ সালে
- আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অপর নাম → 'গেটিসবার্গ যুদ্ধ
- আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট → **আব্রাহাম লিংকন**
- আব্রাহাম লিংকন তাঁর বিখ্যাত ২ মিনিটের গেটিসবার্গ ভাষণ দেন → ১৮৬৩ সালে
- 'গেটিসবার্গ' অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের → পেনসিলভানিয়ায়
- আমেরিকায় 'ক্রীতদাস' প্রথা বিলুপ্ত হয় → ১ জানুয়ারি ১৮৬৩

## ট্রাফালাগার যুদ্ধ

১৮০৫ সালে ট্রাফালাগারের নৌযুদ্ধে কালজয়ী ব্রিটিশ এডমিরাল লর্ড নেলসন ফ্রান্সের নেপোলিয়ন আর স্পেনের মিলিত নৌবহরকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেছিলেন। এ যুদ্ধে ব্রিটিশরা জয়ী হওয়ায় নেপোলিয়নের ইংল্যান্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় ট্রাফালগার স্কয়ার বর্তমান লন্ডনে অবস্থিত।

## ওয়াটারলুর যুদ্ধ

১৮১৫ সালের ১৮ জুন নেপোলিয়ন প্রায় ৭২ হাজার সৈন্য নিয়ে ডিউক অব ওয়েলিংটন আর্থার ওয়েলেসলির নেতৃত্বে ৬৮ হাজার সৈন্যবিশিষ্ট ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হন। প্রুশিয়ান সৈন্য ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগ দেয়। বেলজিয়ামের ওয়াটারলু নামক স্থানে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বাহিনী ও সম্মিলিত ব্রিটিশ-প্রুশিয়ান বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয় হয় এবং নেপোলিয়ন শাসনের অবসান ঘটে। পরাজয়ের পর তাকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেখানেই ৫১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

## আফিম যুদ্ধ

ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের চীনে আফিম আমদানি বন্ধ করার লক্ষ্যে চীন সরকার ১৮৩৯ সালে ক্যান্টনের ব্রিটিশ গুদামের সব আফিম বাজেয়াপ্ত করে। ওই সময় কতিপয় মাতাল নাবিক চীনের এক গ্রামবাসীকে হত্যা করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ঘাতকদের চীনের আদালতের কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৮৩৯ সালে শুরু হয় চীন বনাম **ব্রিটিশ** প্রথম আফিম যুদ্ধ। এতে ব্রিটিশরা জয়ী হয়। ১৮৪২ সালের ২৯ আগস্টে স্বাক্ষরিত নানকিং চুক্তি এবং ১৮৪৩ সালের ৮ অক্টোবর স্বাক্ষরিত বোগ চুক্তিমূলে ব্রিটিশদের ব্যবসা ও বসবাসের জন্য পাঁচটি বন্দর সমর্পণে চীন বাধ্য হয়। ১৮৫৬ সালে অ্যারো নামক জাহাজে চীন সরকারের কতিপয় কর্মচারী ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশরা দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ শুরু করে। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশদের পক্ষে ফরাসিরাও যোগ দেয়। ১৮৬০ সালে পিকিং কনভেনশন স্বাক্ষরের মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়।

## ক্রিমিয়া যুদ্ধ

১৮৫৩ সালের অক্টোবর মাসে তুরস্কের নিয়ন্ত্রিত দারদানেলিস প্রণালি দিয়ে যুদ্ধ জাহাজ চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তুরস্কের খ্রিষ্টানদের রক্ষার অজুহাতে অটোমান সাম্রাজ্যের তুর্কি এলাকায় রাশিয়া আক্রমণ চালালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সূচনা হয়। রাশিয়া তুরস্কে আক্রমণ চালালে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স তুরস্কের সাহায্যে এগিয়ে আসে। রাশিয়ার সঙ্গে এই যুদ্ধ চলে অটোমান ও মিত্রশক্তি ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে। ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে মিত্রশক্তি জয় লাভ করে।

## পেলোপনেসীয় যুদ্ধ

- সময়কাল → ৪৬০-৪০৪ খ্রিষ্টপূর্ব
- পক্ষদ্বয় → স্পার্টা ও এথেন্স জোট
- ফলাফল → এথেন্সের পতন হয়

## ট্রয়ের যুদ্ধ

- সময়কাল → ট্রয়ের যুদ্ধ শুরু খ্রিষ্টপূর্ব ১২৫০ শতকে এবং শেষ খ্রিষ্টপূর্ব ১২৪০ শতকে। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে চলেছিল যুদ্ধ
- ট্রয় নগরীর অবস্থান → তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমে ইজিয়ন সমুদ্রতীরবর্তী ট্রয় ছিল গ্রিসের সমকক্ষ পরাক্রমশীল এক সমৃদ্ধ নগর
- ট্রয় নগরীর সন্ধান পাওয়া যায় → ১৮৬৮ সালে
- ট্রয় যুদ্ধের সাথে জড়িত → ট্রোজান হর্স
- ট্রয় নিয়ে রচিত মহাকাব্য → মহাকবি হোমারের ইলিয়ড ও ওডেসি

## প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

**ত্রি-শক্তি মৈত্রী ও ত্রি-শক্তি আঁতাত :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সমগ্র ইউরোপ দুটি পরস্পরবিরোধী সামরিক শক্তিতে বিভক্ত হয়। ত্রি-শক্তি মৈত্রী (জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালি), অন্যদিকে ত্রি-শক্তি আঁতাত (ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যান্ড)। এই দুটি পরস্পরবিরোধী জোট ১৯০৬-১৯১৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটের সময়ে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল।

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফার্ডিন্যান্ড, বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে আততায়ীর হাতে নিহত হবার ঘটনার মধ্য দিয়ে। এর আগে অস্ট্রিয়ার সাথে সার্বিয়ার শত্রুতা চরম আকার ধারণ করেছিল। ধারণা করা হয়েছিল সার্বিয়ার নেতৃবৃন্দ এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে কিছু শর্তসহ চরমপত্র দেয়। কিন্তু সার্বিয়া ওইসব শর্ত না মানলে অস্ট্রিয়া ও জার্মান সেনাবাহিনী অভিযান চালায়। তখন রাশিয়া, ফ্রান্স সার্বিয়ার পাশে এসে দাঁড়ায়। ফলে জার্মানি ফ্রান্স ও রাশিয়ায় আক্রমণ করে। আর এভাবেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি → ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, রাশিয়া, সার্বিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তি → জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি সামরিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন → ফ্রান্সের জেনারেল 'ফচ'
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিরা আমেরিকার কোন জাহাজ ডুবিয়ে দেয় → লুসিতানিয়া জাহাজ
- যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় → ৬ এপ্রিল ১৯১৭ সালে, এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 'মনেরো ডকট্রিন' (ইউরোপীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা) এর ধারণা পরিত্যাগ করে
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে → প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাব্য পরাজয় আঁচ করতে পেরে ১৯১৮ সালের ৯ নভেম্বর জার্মানির রাজা হল্যান্ডে পালিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত জার্মানি ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।

**ফলাফল :** অক্ষশক্তির পরাজয়। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। জার্মানিতে ভাইমার রিপাবলিকের জন্মের মধ্য দিয়ে জার্মানিতে গণতান্ত্রিক কাঠামো বিনির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯১৯ সালের ১৮ জানুয়ারি প্যারিস সম্মেলন ও ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসে ১৪ দফা দাবি উত্থাপন করেন, যাতে লিগ অব নেশনস গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

# লেকচার-৬

**আলোচ্য বিষয় : বৈশ্বিক ইতিহাস-৩** (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ– কারণ, ঘটনা, ফলাফল, যুদ্ধাপরাধের বিচার, যুদ্ধের আগের ওপরের গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি)

## ৩৫-৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নোত্তর

- 'The Art of War' গ্রন্থের রচয়িতা → সান জু [৩৫তম বিসিএস]
- 'War and Peace' উপন্যাসের রচয়িতা → Leo Tolstoy [৩৬তম বিসিএস]
- 'সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান কর্তৃক ঘোষিত স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভের (এসডিআই) জনপ্রিয় নাম ছিল → তারকা যুদ্ধ [৩৮তম বিসিএস]
- অক্টোবর বিপ্লবরে নেতৃত্ব দিয়েছেন → ভি আই লেনিন [৩৮তম বিসিএস]
- 'আইডিয়া অব জাস্টিস' গ্রন্থের রচয়িতা কে → অমর্ত্য সেন [৪০তম বিসিএস]
- কোন চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপের 'Thirty years war'-এর সমাপ্তি ঘটে? → ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তি, ১৬৪৮ [৪২তম বিসিএস]
- কোথায় শেনজেন (Schengen) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? → ১৯৮৫ সালে লুক্সেমবার্গে [৪২তম বিসিএস]
- সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর ২০২০) কোন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মাঝে সংঘর্ষ হয়? → নাগার্নো-কারাবাখ [৪২তম বিসিএস]
- Trafalgar Square-এর অবস্থান → ইংল্যান্ডে [৪৩তম বিসিএস]
- 'The lady with the Lamp' নামে পরিচিত → ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল [৪৩তম বিসিএস]
- কোন দেশ থেকে 'আরব বসন্ত'-এর সূচনা হয়? → তিউনিশিয়া [৪৪তম বিসিএস]
- চীন-ভারত যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? → ১৯৬২ [৪৫তম বিসিএস]
- ভারত কর্তৃক সিকিম সংযুক্ত হয় → ১৯৭৫ [৪৫তম বিসিএস]

## দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

- সূচনা → ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯
- জার্মানির বিরুদ্ধে UK, France যুদ্ধ ঘোষণা করে → ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯
- হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করেন → ২২ জুন ১৯৪১
- জাপান যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার আক্রমণ করে → ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে। জাপান যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার বিমান ও নৌঘাঁটি আক্রমণ করলেই যুক্তরাষ্ট্র ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেসরাসরি যোগদান করেন
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিতৃভূমি বলা হয় → রাশিয়াকে, মাতৃভূমি বলা হয়– আমেরিকাকে
- জার্মানির আত্মসমর্পণ → ৮ মে ১৯৪৫
- Victoryin Europe → ৮ মে ১৯৪৫
- হিটলার আত্মহত্যা করেন → ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫
- জাপান আত্মসমর্পণ করে → ১৪ আগস্ট ১৯৪৫
- আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শেষ হয় → ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ (জাপান আত্মসমর্পণের মাধ্যমে)
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাফার স্টেট ছিল → বেলজিয়াম
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'ডেজার্ট ফক্স' উপাধি পান → জেনারেল মন্টগোমারি
- যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যানের নির্দেশে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমায় 'লিটল বয়' নামে এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে 'ফ্যাটম্যান' নামে দুটি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে।

**বিগ থ্রি :**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় **রুজভেল্ট, জোসেফ স্ট্যালিন, উইনস্টন চার্চিল** বিগ থ্রি নামে পরিচিতি ছিল।

**মিত্রশক্তি**

- **যুক্তরাষ্ট্র :** রুজভেল্ট (১৯৩৩-৪৫), হ্যারি এস ট্রুম্যান (১৯৪৫-৫১)
- **যুক্তরাজ্য :** চেম্বারলেন, উইনস্টন চার্চিল, স্যার ক্লিমেন্ট অ্যাটলি
- **রাশিয়া :** জোসেফ স্ট্যালিন

**অক্ষশক্তি**

- **জাপান :** সম্রাট হিরোহিতো
- **জার্মানি :** অ্যাডল্‌ফ হিটলার (১৯৩৩-৪৫) চ্যান্সেলর
- **ইতালি :** মুসোলিনি (প্রধানমন্ত্রী), পিয়োত্রো বডোগ্লাত্ত (প্রধানমন্ত্রী)

**যুদ্ধের ফলাফল**

- মিত্রশক্তির জয়,
- নুরিমবার্গ আদাতল গঠন,
- টোকিও ট্রাইব্যুনাল গঠন,
- জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা লাভ ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫।

**ডি-ডে :** ডি-ডে এর পূর্ণ নাম DAWN DAY। ১৯৪৪ সালে ৩ জুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন রাতের অন্ধকারে নর্মান্ডিতে হাজার হাজার মিত্রবাহিনীর সৈন্য অবতরণ করে। এটি ছিল জার্মানির নেতৃত্বে পরিচালিত অক্ষ শক্তির নিকট থেকে ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দখলকৃত ভূখণ্ড মুক্ত করার এক বিরাট সামরিক অভিযান। ফ্রান্সের নর্মান্ডিতে হাজার হাজার সৈন্য অবতরণের দিনটিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের কতিপয় দেশ ডি-ডে হিসেবে পালন করে থাকে। D-Day'র অপারেশনটির সাংকেতিক নাম Operation Overlord. অপারেশন পরিচালক ছিল ডুইট ডেভিড আইজেনহাওয়ার (৩৪তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট)। ফলাফল হিটলারের নাৎসি বাহিনীর পরাজয়, মিত্রবাহিনীর জয় লাভ।

**V-E-Day:** V-E-Day-এর পূর্ণ রূপ Victory in Europe Day। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪৫ সালের ৮ মে জার্মানি ফ্রান্সের নিকট আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করে।

## আরব-ইসরাইল যুদ্ধ

**প্রথম আরব-ইসরাইল যুদ্ধ :** ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষিত হলে প্রতিবেশী চারটি আরব দেশ মিশর, সিরিয়া, জর্ডান ও ইরাক একযোগে ইসরাইলকে আক্রমণ করে। সেই যুদ্ধে আরবরা পরাজিত হয় এবং ইসরাইল জাতিসংঘ পরিকল্পনায় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের ৫৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭৭ শতাংশ দখল করে নেয়। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র দ্বিখণ্ডিত করতে জাতিসংঘে প্রস্তাব গৃহীত হয় নিরাপত্তা পরিষদের ১৮১ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে। যাতে ফিলিস্তিনের ৫৫ শতাংশ ও ইসরাইলের জন্য ৪৫ শতাংশ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

**দ্বিতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ :** ১৯৫৬ সালের যুদ্ধে ইসরাইল সিনাই মরুভূমি দখল করে নেয়।

**তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ :** ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে সিনাই মরুভূমির পাশাপাশি সিরিয়ার গোলান মালভূমি, জন নদীর পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা এবং জেরুজালেমের পূর্ব অংশসহ প্রায় সব ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ইসরাইল দখল করে নেয়।

**চতুর্থ আরব-ইসরাইল যুদ্ধ :** ১৯৭৩ সালে ইসরাইল যখন তার অধিকৃত এলাকায় বর্ধিত হারে বসতি স্থাপন করতে থাকে, তখন মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত অধিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। এই যুদ্ধে আরবরা 'পেট্রোডলার অস্ত্র' ব্যবহার করেন।

## অক্টোবর যুদ্ধ (October War)

১৯৭৩ সালে মিশর ও সিরিয়া ইসরাইলের দখল থেকে সিনাই ও গোলান মালভূমি উদ্ধারের জন্য যে যুদ্ধ শুরু করে তাকে অক্টোবর যুদ্ধ বলে। যেহেতু আরবদের আক্রমণ ৬ অক্টোবর পরিচালিত হয়, যা ছিল ইসরাইলিদের ঐ বছরের ধর্মীয় দিন (Yom Kippur) বা ইহুদিদের প্রায়শ্চিত্তের দিন, তাই ইসরাইলে ঐ যুদ্ধকে (Yom Kippur War) বলা হয়। অন্যদিকে আরববিশ্বে ঐ আক্রমণকে রমজানের যুদ্ধ (War of Ramadan) বা অক্টোবর মাসে সংঘটিত হয়েছিল বিধায় এক অক্টোবর যুদ্ধ বলা হয়।



## সেল্ফ টেস্ট-৫ ও ৬

১. **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কী নামে খ্যাত?**
ক The Great War খ The Great Piece
গ The Great One ঘ Great Struggle

২. **'আরব বসন্ত' বলতে কী বোঝায়?**
ক আরবীয় মহিলাদের ক্ষমতায়ন খ আরবের বিভিন্ন দেশে গণজাগরণ
গ আরব অঞ্চলে বসন্তকাল ঘ আরব রাজতন্ত্র

৩. **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মিত্র শক্তি কোন সম্মেলনে জার্মানিকে দুভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়?**
ক ইয়াল্টা সম্মেলনে খ পটসডাম সম্মেলনে
গ তেহরান সম্মেলনে ঘ মস্কো সম্মেলনে

৪. **'ইন্তিফাদা' কী?**
ক প্যালেস্টাইন শান্তি বাহিনী খ প্যালেস্টাইন-ইসরাইল চুক্তি
গ প্যালেস্টাইন জাগরণ ঘ প্যালেস্টাইন সামরিক ঘাঁটি

৫. **শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ কোন কোন দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়?**
ক ব্রিটেন ও জার্মানি খ ব্রিটেন ও ফ্রান্স
গ ব্রিটেন ও হাঙ্গেরি ঘ ব্রিটেন ও রাশিয়া

৬. **'শারম-আল-শেখ' কী?**
ক মিশরের অবকাশ কেন্দ্র খ আরব আমিরাতের সমুদ্রবন্দর
গ ব্রিটেনের পর্যটন কেন্দ্র ঘ বিখ্যাত ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

৭. **'দ্য লাস্ট সাপার'–**
ক একটি ছায়াছবি খ একটি চিত্র
গ একটি উপন্যাস ঘ একটি কবিতা

৮. **১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল কত দিন?**
ক ৩ দিন খ ৪ দিন
গ ৫ দিন ঘ ৬ দিন

৯. **Velvet Revolution কী?**
ক Velvet সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানো
খ সাবেক চেকোস্লোভাকিয়ার সমাজতন্ত্রবিরোধী শান্তিবাদী আন্দোলন
গ গর্বাচেভের কর্মসূচি
ঘ এর কোনো অস্তিত্ব নেই

১০. **যে দুটো দেশের মধ্যে 'আফিম যুদ্ধ' (Opium War) সংঘটিত হয়েছিল?**
ক চীন ও যুক্তরাজ্য খ চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ চীন ও রাশিয়া ঘ চীন ও ফ্রান্স

১১. **ইংল্যান্ড ও আর্জেন্টিনার মধ্যে ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে যুদ্ধ হয় কত সালে?**
ক ১৯৮০ খ ১৯৮২
গ ১৯৮৪ ঘ ১৯৯০

১২. **কোন তথ্যটি সঠিক নয়?**
ক বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটেছিল ১৪ জুলাই ১৭৮৯
খ ফরাসি বিপ্লবের মূল স্লোগান ছিল ভ্রাতৃত্ব, সমতা ও স্বাধীনতা
গ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনের নাম এলিসি প্রাসাদ
ঘ ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্র অবস্থিত ফ্রান্সে

১৩. **আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদর দপ্তর?**
ক মোনাকো খ লুজান
গ কুয়ালালামপুর ঘ জুরিখ

১৪. **The Brief Hostory of Time কার লেখা?**
ক স্টিফেন হকিং খ এপিজে আবদুল কামাল
গ আলবার্ড আইনেস্টাইন ঘ আইজেক নিউটন

১৫. **হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র অ্যাভানগার্ড (Avangard) কোন দেশের তৈরি?**
ক যুক্তরাষ্ট্র খ রাশিয়া
গ চীন ঘ উত্তর কোরিয়া

# লেকচার-৭ ও ৮

**আলোচ্য বিষয় :**

**স্নায়ুযুদ্ধ-১ :** (ধারণা, মার্শাল প্ল্যান, মলোতভ প্ল্যান, ইআরপি, কমিনফর্ম, কমিকন, আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত সামরিক জোট, সোভিয়েত প্রতিষ্ঠিত সামরিক জোট, মহাকাশ প্রতিযোগিতা, ডোমিনো তত্ত্ব)

**স্নায়ুযুদ্ধ-২ :** (প্রক্সিওয়ারসমূহ যেমন– কোরিয়ান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, বার্লিন সংকট, কিউবা মিসাইল সংকট ও দাঁতাত, আফগান যুদ্ধ, ইয়েমেনের বিভক্তি; পেরেস্ত্রয়কা ও গ্লাসনস্ত, মাল্টা সম্মেলন, সিআইএস গঠন)

## ৩৫-৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নোত্তর

- 'ডমিনো' তত্ত্বটি কোন অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য ছিল → দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া [৩৫তম বিসিএস]
- 'গ্লাসনস্তনীতি' কোন দেশে চালু হয়েছিল → রাশিয়া [৩৫তম বিসিএস]
- কোন দেশটিতে রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটির সুবিধা বিদ্যমান? → ভিয়েতনাম [৪১তম বিসিএস]
- কোন দুটি আরব রাষ্ট্র ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ইসরাইলের সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে? → জর্দান ও মিশর [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি কখন শেষ হবে? → ২০২৬ [৪৪তম বিসিএস]
- কোন সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে? → ২০১৪ [৪৪তম বিসিএস]
- তাসখন্দ চুক্তি কোন দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? → পাকিস্তান ও ভারত [৪৪তম বিসিএস]

## স্নায়ুযুদ্ধ

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে 'ঠান্ডা লড়াই' বা Cold War একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। ইংরেজিতে Cold War শব্দের বাংলায় বিভিন্ন প্রতিশব্দ রয়েছে। এগুলো হলো 'ঠান্ডা লড়াই', 'স্নায়ুযুদ্ধ', 'শীতল যুদ্ধ', 'প্রচার যুদ্ধ' (Propaganda War) ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দুটি পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্র জোট প্রত্যক্ষ কোনো যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে পরস্পরের প্রতি যুদ্ধভাব অবহ্যা বিরাজ করে– বিশেষ করে স্নায়ুকূটনৈতিক তথা অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রচারণা শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে বিশ্বের দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে-বিপক্ষে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র বিভক্ত হয়ে একধরনের যুদ্ধোদ্যম অবস্থা সৃষ্টি করে থাকে, তাকে Cold War বা স্নায়ুযুদ্ধ বলে। ঠান্ডা লড়াই মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ বা Psychological War, যা দুটি বিরোধী মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত। এ দ্বন্দ্বের অর্থ ছিল সরাসরি প্রথাগত যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে একে অপরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক কলাকৌশলের মাধ্যমে পরাভূত করা। এ ঠান্ডা লড়াইয়ের দুই প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের নিজ প্রভাববলয় বা Sphare of Influence বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যা চল্লিশের মাঝামাঝি দশক থেকে শুরু করে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে নব্বই দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। দুই পরাশক্তির এমন অবস্থানে পৃথিবীতে বিরাজ করছিল 'যুদ্ধও নয় শান্তিও নয়' পরিস্থিতি।

## স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিভিন্ন ঘটনা

### ট্রুম্যান ডকট্রিন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ কংগ্রেসের এক যৌথসভায় বক্তব্য রাখার সময় তার বিখ্যাত মতবাদটি ঘোষণা করেন। ট্রুম্যান ঘোষণা করেন– 'পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। অতএব, সেখানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।' মূলত এই ডকট্রিন হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সারাবিশ্বের নেতা হয়ে ওঠা। এ ঘোষণার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ধারকনীতি বাস্তবায়ন শুরু করে। এই মতবাদের মূল বার্তা ছিল অর্থনৈতিক সাহায্যই নয়,

**প্রয়োজনে সামরিক বিস্তার প্রসারে সোভিয়েত আগ্রাসনকে প্রতিহত করা এবং এই মতবাদের মাধ্যমে মার্কিন সংকল্পের কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়।** ট্রুম্যান নীতি ক্রমেই বিশ্বের সর্বত্রই বন্ধুরাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে একটি বলয় রচনা করে সোভিয়েত প্রভাবকে সীমিত রাখে। এটা ১৮২৩ সালে প্রণীত যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরোর Monroe doctrine এর বিপরীত নীতি।

## মার্শাল প্ল্যান

১৯৪৭ সালের ৫ জুন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তদানীন্তন আমেরিকান পররাষ্ট্র সচিব জর্জ মার্শাল তাঁর বিখ্যাত 'মার্শাল প্ল্যান' ঘোষণা করেছিলেন এবং ১৯৪৮ সালে পররাষ্ট্র সচিব মার্শালের নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের অর্থনীতি পুনর্গঠনে আর্থিক সাহায্য দেয় এবং যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপে ১২ বিলিয়ন ডলারের অধিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে। মার্শাল পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই IMF, IBRD (বিশ্বব্যাংক) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রুম্যান-নীতির অংশ হিসেবে যারা সাম্যবাদ থেকে দূরে থাকতে চায়, তাদের সাহায্য করাই হলো যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক মূলনীতির উদ্দেশ্য। এছাড়াও দূরপ্রাচ্য চীন, জাপান, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়ার এবং মধ্যপ্রাচ্যের জন্য আলাদা পররাষ্ট্রনীতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন– মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলকে সহায়তা করা।

## ব্রাসেলস চুক্তি

মার্শাল প্ল্যানের পর 'BENELUX' অর্থাৎ বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেমবার্গ একটি সাধারণ শুল্ক নীতি গ্রহণ করে এবং বাণিজ্যের উন্নতির জন্য একটি চুক্তি করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এতে যোগ দিলে ব্রাসেলস সন্ধি জোট গঠিত হয়। একে ব্রাসেলস চুক্তি বলা হয়। এতে বলা হয়, ৫০ বছরের জন্য স্বাক্ষরকারী দেশগুলো পারস্পরিক আত্মরক্ষা, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলো। পরবর্তীকালে তুরস্ককে এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়।

## কমিনফর্ম

ব্রাসেলস সন্ধি ও মার্শাল প্ল্যানের প্রত্যুত্তরে রাশিয়া ১৯৪৭ সালের কমিনফর্ম বা Communist Information Bureau গঠন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে শাসিত ৮টি দেশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কঠিন নিয়ন্ত্রণে রাখা। মার্শাল প্ল্যানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া ছিল চেকোস্লোভাকিয়ায় বৈধ সরকার উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা। আস্ট্রিয়া থেকে লাল ফৌজ এনে বৈধ সরকার ভেঙে ফেলা হয়। বার্লিন অবরোধ ছিল ঠান্ডা লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্যায়। মার্শাল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৮ সালের ১ এপ্রিল সাবেক পশ্চিম বার্লিনকে স্থলপথে অবরোধ করে। শেষ পর্যন্ত বার্লিন অবরোধ নিষ্ফল হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম বার্লিনের যোগাযোগকারী স্থলভাগ পুনরায় খুলে দেয়, যা ছিল মস্কোর নীতি ও কৌশলগত পরাজয়।

## কমেকন

১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'মার্শাল প্ল্যান' এর প্রতিপক্ষ হিসেবে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোয় সোভিয়েত আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে মস্কোয় পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্য পরিষদ বা Council for Mutual Economic (COMECON) গঠন করা হয়। প্রথম দিকে পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হলে পরবর্তীতে পূর্ব জার্মানি, আলবেনিয়া, এমনকি উত্তর কোরিয়া ও তৎকালীন উত্তর ভিয়েতনামও এই জোটে যোগদান করে।

## ন্যাটো

স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে যে-কোনো সময় সশস্ত্র সংঘাতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ব্রাসেলস চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর পক্ষে সোভিয়েত আগ্রাসন প্রতিহত করা সম্ভবপর ছিল না। তারা ভাবতে শুরু করে আণবিক শক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুক্ত করতে পারলে পশ্চিমা আত্মরক্ষা বেষ্টনী আরও শক্তিশালী হবে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৯ সালে ন্যাটো (NATO) প্রতিষ্ঠিত হয়। **বর্তমানে ন্যাটোর সদস্য সংখ্যা ৩২। সর্বশেষ সদস্য সুইডেন (৭ মার্চ ২০২৪)।** ন্যাটোর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর ওপর হামলা হলে তাঁরা যৌথভাবে এর মোকাবিলা করবে।

## ওয়ারশ জোট

সামরিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ন্যাটোর বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর এটি ছিল একটি পাল্টা ব্যবস্থা। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশ রুমানিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, সাবেক পূর্ব জার্মানি, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, সাবেক চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত বিশ বছর মেয়াদি এক চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৫ সালের ১৪ মে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে The Warsaw pact-এর জন্ম হয়। ওয়ারশ চুক্তি জোটের শর্তানুযায়ী, সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপে তার সৈন্যদল রাখার অধিকার পায়। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল সদস্যদেশে সমাজতন্ত্রবিরোধী কোনো প্রতিবাদ উঠলে ওয়ারশ চুক্তির মাধ্যমে সেই দেশে সৈন্য পাঠিয়ে তা প্রতিহত করা। যেমন– ১৯৫৩ সালে পূর্ব জার্মানি, ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরি, ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত মডেলের সমাজতন্ত্র থেকে বিচ্যুতির অভিযোগ ওঠে এবং লাল ফৌজের মাধ্যমে তা দমন করতে সক্ষম হয়।

## কিউবান মিসাইল সংকট

১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে ক্ষমতাচ্যুত করার গোপন ও প্রকাশ্য তৎপরতা চালায় মার্কিন প্রশাসন। ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি সময় 'পিগস উপসাগর অভিযান' নামে কথিত সিআইএ পরিচালিত তৎপরতা কিউবান সরকার ও জনগণকে আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে। কিউবার নেতা **ফিদেল ক্যাস্ট্রো** নিজের ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা কামনা করে। ১৯৬২ সালের অক্টোবরে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবার ভূখণ্ডে ক্ষেপণাস্ত্র বা মিসাইল স্থাপন করে। মূল মার্কিন ভূখণ্ড থেকে মাত্র ১০০ মাইল দূরে স্থাপিত ওই ক্ষেপণাস্ত্র মার্কিনিদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। তারা অবিলম্বে ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহারে আহ্বান জানায়। এতে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ অনমনীয় মনোভাব দেখায়। কিউবা যাতে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং মার্কিন দাবি মেনে নেয়, সেই উদ্দেশ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি মার্কিন নৌবাহিনীকে কিউবা ঘিরে ফেলার নির্দেশ দেন। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সারাবিশ্বে। দুই পরাশক্তির জেদাজেদির কারণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। উত্তেজনার মধ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ অবশেষে নতি স্বীকার করেন। কিউবা থেকে সোভিয়েত রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবা আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। স্নায়ুযুদ্ধের সময়কালে এটিই ছিল সবচেয়ে উত্তেজনাকর ঘটনা। ইতিহাসে এটি ক্ষেপণাস্ত্র সংকট বা মিসাইল ক্রাইসিস নামে অভিহিত।

## দাঁতাত

দাঁতাত (Detente) ফরাসি শব্দ, যার অর্থ দুটো দেশের মধ্যে উত্তেজনা বা বৈরিতা হ্রাস, টানাপড়েনের অবসান। এর অর্থ দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক পুনঃস্থাপন নয় বরং আপাতত উত্তেজনা হ্রাস ও শত্রুতার অবসান, যা ভবিষ্যৎ সুসম্পর্কের ভিত্তি ও পরিবেশ রচনা করবে। **ঠান্ডা যুদ্ধকালে ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে উত্তেজনা হ্রাসের লক্ষ্যে সম্পাদিত চুক্তি, উদ্যোগ ও আলোচনাকে দাঁতাত বলে।**

## হটলাইন

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থার প্রস্তাব করে। ১৯৬৩ সালে ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে প্রথম হটলাইন চালু হয়। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শীতল যুদ্ধ চলছিল। সারা পৃথিবীতে তাদের প্রভাব বিস্তারের লড়াই তখন তুঙ্গে। উভয়ের হাতেই পারমাণবিক অস্ত্রের বিশাল মজুত। যে-কোনো সময় পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে যাওয়ার একটা আশঙ্কা ছিল। তাদের মধ্যে তখন দ্রুত যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না। একবার সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পাঠানো একটি সমঝোতা বার্তা যুক্তারাষ্ট্রে পৌছাতে এবং পৌছানোর পর ডিকোড (সাংকেতিক ভাষার অর্থ উদ্ধার) করতে প্রায় ১২ ঘণ্টা লেগে যায়। অথচ এই সময়ে যুদ্ধ বেধে যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। এই পটভূমিতে হটলাইন স্থাপনের উদ্যোগ গতি পায়।



## সেল্ফ টেস্ট : ৭ ও ৮

১. 'Cold War' হচ্ছে–
(ক) যুদ্ধের নাম (খ) শীতকালীন যুদ্ধ
(গ) স্নায়ুযুদ্ধ (ঘ) যুদ্ধবিরতি

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পার্ল হারবার আক্রমণ করেছিল কোন দেশ?
(ক) জাপান (খ) ইতালি
(গ) জার্মানি (ঘ) রাশিয়া

৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মিত্র শক্তি কোন সম্মেলনে জার্মানিকে দু-ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়?
(ক) ইয়াল্টা সম্মেলনে (খ) পটসডাম সম্মেলনে
(গ) তেহরান সম্মেলনে (ঘ) মস্কো সম্মেলনে

৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট পূর্বের অর্থনৈতিক জোটটির নাম ছিল–
(ক) কমিন্টার্ন (খ) কমিনফর্ম
(গ) কমেকন (ঘ) কোনোটিই নয়

৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে–
(ক) ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর (খ) ১৯৪৩ সালের ৯ আগস্ট
(গ) ১৯৯৪ সালের ৫ আগস্ট (ঘ) ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট

৬. জাপানের নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল কোন দেশ?
(ক) জার্মানি (খ) সোভিয়েত ইউনিয়ন
(গ) চীন (ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

৭. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পার্ল হারবার আক্রমণ করেছিল কোন দেশ?
(ক) জার্মানি (খ) জাপান
(গ) রাশিয়া (ঘ) ইতালি

৮. সরাসরি যুদ্ধে না গিয়ে নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রচারিত শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়ানোকে বলে–
(ক) স্নায়ুযুদ্ধ (খ) গৃহযুদ্ধ
(গ) গণযুদ্ধ (ঘ) ছায়াযুদ্ধ

৯. Policy of Containment গ্রহণকারী দেশ–
(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) যুক্তরাজ্য
(গ) সোভিয়েতন ইউনিয়ন (ঘ) জার্মানি

১০. ১৯৪৭ সালে গঠিত পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর জোট–
(ক) সিয়াটো (খ) কমেকন
(গ) কমিনফর্ম (ঘ) কমিন্টার্ন

১১. পশ্চিম ইউরোপের অখণ্ডতা রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র কোনটি বাস্তবায়ন করে?
(ক) পলিসি অব কন্টেইনমেন্ট (খ) পাওয়া ভ্যাকাম তত্ত্ব
(গ) ভ্যান্ডেনবার্গ প্রস্তাব (ঘ) ডমিনো

১২. ঠান্ডা লড়াই মোকাবিলায় রাশিয়া প্রথম দেশ হিসেবে 'কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক' কবে মহাকাশে পাঠায়?
(ক) ৪ অক্টোবর ১৯৫৭ (খ) ৪ মে ১৯৫৮
(গ) ১১ মার্চ ১৯৫৯ (ঘ) ৪ জুন ১৯৬১

১৩. 'মাল্টা কনফারেন্স-১৯৮৯'-এর বিষয়বস্তু–
(ক) স্নায়ুযুদ্ধের অবসান (খ) বার্লিন প্রাচীর ভাঙা
(গ) পোল্যান্ডের স্বাধীনতা (ঘ) সমাজতন্ত্রের পতন

১৪. 'ন্যাটো' ও 'ওয়ারশ' চুক্তি হয় জাতিসংঘ সনদের কত নং ধারা অনুযায়ী?
(ক) ৪০নং (খ) ৫১নং
(গ) ৫০নং (ঘ) ৫২নং

১৫. বার্লিন প্রাচীর নির্মাণ করে–
(ক) পশ্চিম জার্মান (খ) পূর্ব জার্মান
(গ) ফ্রান্স (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

১৬. মার্কিন ধারক নীতি–
(ক) Vandenburg Resolution (খ) Policy of Containment
(গ) Dollar Diplomacy (ঘ) Marshal Plan

১৭. দাঁতাতের সময়কাল–
(ক) ১৯৫৯-১৯৯০ (খ) ১৯৪৫-১৯৯১
(গ) ১৯৬২-১৯৭৯ (ঘ) ১৯৬২-১৯৭০

১৮. Outer Space Treaty কত সালের?
(ক) ১৯৬৫ (খ) ১৯৬৭
(গ) ১৯৬৬ (ঘ) ১৯৬৪

১৯. কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি–
(ক) CTBT (খ) NTBT
(গ) SALT (ঘ) START

২০. Union of Soviet Soverign Republics কবে যাত্রা করে?
(ক) ১৯৯২ সালে (খ) ১৯৯১ সালে
(গ) ১৯৯০ সালে (ঘ) ১৯৮৯ সালে

২১. গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা নীতিটি কোন নামে পরিচিত?
(ক) সংস্কার নীতি (খ) অখণ্ড ইউরোপ নীতি
(গ) সাম্যতার নীতি (ঘ) সোভিয়েত পতন নীতি

২২. 'ট্রাফালগার স্কয়ার' কোন শহরে অবস্থিত?
(ক) ওয়াশিংটন (খ) প্যারিস
(গ) মস্কো (ঘ) লন্ডন

২৩. বার্লিনের দেয়াল কোন সালে নির্মিত হয়েছিল?
(ক) ১৯৪৬ সালে (খ) ১৯৪৮ সালে
(গ) ১৯৬১ সালে (ঘ) ১৯৬২ সালে

২৪. 'We shall fight on the beaches' উক্তিটি কার?
(ক) উইনস্টন চার্চিল (খ) আব্রাহাম লিংকন
(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) মাও সেতুং

২৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট পূর্বের অর্থনৈতিক জোটটির নাম ছিল–
(ক) কমেকন (খ) কমিনফর্ম
(গ) কমিন্টার্ন (ঘ) কোনোটিই নয়

২৬. উড্রো উইলসনের চৌদ্দ দফায় কোন মনোভাবের পরিচয় ফুটে ওঠে?
(ক) ফ্যাসিবাদী (খ) মার্ক্সবাদী
(গ) আদর্শবাদী (ঘ) বাস্তববাদী

২৭. 'যুদ্ধ সম্পর্কিত জেনেভা কনভেনশন'-এর কত নম্বর ধারায় কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক স্থাপনায় হামলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে?
(ক) ৫০ নম্বর (খ) ৫১ নম্বর
(গ) ৫২ নম্বর (ঘ) ৫৩ নম্বর

২৮. আরব দেশগুলো পাশ্চাত্যের ওপর প্রথম তেল অবরোধ করে–
(ক) ১৯৭০ সালে (গ) ১৯৭৩ সালে
(খ) ১৯৭৮ সালে (ঘ) ১৯৭৮ সালে

২৯. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাফার স্টেট ছিল–
(ক) পোল্যান্ড (গ) রোমানিয়া
(খ) বেলজিয়াম (ঘ) বুলগেরিয়া

৩০. 'ইউরোপের ককপিট' বলা হয় কোন দেশকে?
(ক) ফিনল্যান্ড (খ) ফ্রান্স
(গ) জার্মানি (ঘ) বেলজিয়াম

# লেকচার-৯ ও ১০

**আলোচ্য বিষয়**

**জাতিসংঘ-১ :** (লিগ অব নেশনস বিস্তারিত, জাতিসংঘের ধারণা, প্রতিষ্ঠার ইতহাস)

**জাতিসংঘ-২ :** (প্রধান ছয়টি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্র, কনভেনশন, মানবাধিকার পরিষদ, গুরুত্বপূর্ণ দিবস, জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ)।

## ৩৫-৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নোত্তর

- WIPO-এর সদর দপ্তর অবস্থিত → জেনেভা [৩৫তম বিসিএস]
- MDG-এর অন্যতম লক্ষ্য → ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করা [৩৬তম বিসিএস]
- প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের 14 points-এর কত নম্বর point-এ জাতিপুঞ্জের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে → ১৪ [৩৬তম বিসিএস]
- ১৭৮৩ সালে ভার্সাইতে কয়টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় → ২টি [৩৬তম বিসিএস]
- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) শীর্ষ পদটির নাম → প্রশাসক [৩৬তম বিসিএস]
- Yalta Conference-এর লক্ষ্য ছিল → জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা [৩৬তম বিসিএস]
- কোন সংকট কেন্দ্র করে ১৯৫০ সালে 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' জাতিসংঘের মাধ্যমে পেশ করা হয়? → কোরিয়া সংকট [৩৬তম বিসিএস]
- জাতিসংঘ কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়? → ১৯৪৫ [৩৬তম বিসিএস]
- World Development Report কোন সংস্থাটির বার্ষিক প্রকাশনা? → World Bank [৩৭তম বিসিএস]
- IMF-এর সদর দপ্তর → ওয়াশিংটন ডিসি [৩৭তম বিসিএস]
- বিশ্বব্যাংক সংশ্লিষ্ট কোন সংস্থাটি স্বল্পআয়ের উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি খাতে আর্থিক সহায়তা ও উপদেশ দিয়ে থাকে → IFC [৩৭তম বিসিএস]
- জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য → ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চীন [৩৭তম বিসিএস]
- SDR (Special Drawing Rights) সুবিধা প্রবর্তনের জন্য কত সালে IMF-এর গঠন (Articles)সংশোধন করা হয়েছিল → ১৯৬৯ [৩৭তম বিসিএস]
- UNHCR-এর সদর দপ্তর কোথায়? → জেনেভা [৩৮তম বিসিএস]
- ১৯৯৫ সালটিকে কোন সংস্থাটির গোল্ডেন জুবিলি হিসেবে পালিত হচ্ছে? → UNO [৩৮তম বিসিএস]
- ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠাকালীন জাতিসংঘের মোট কতটি সদস্যরাষ্ট্র ছিল? → ৫১ [৩৯তম বিসিএস]
- জাতিসংঘ কোন সালে মানবাধিকার সংক্রান্ত বৈশ্বিক ঘোষণার ঐতিহাসিক নথিটি গ্রহণ করে? → ১৯৪৮ [৪০তম বিসিএস]
- টেকসই উন্নয়ন ২০৩০ এজেন্ডাতে কয়টি লক্ষ্য (goal) রয়েছে? → ১৭টি [৪০তম বিসিএস]
- জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কত সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল? → ১৯৮২ সালে [৪০তম বিসিএস]
- জাতিসংঘবিষয়ক আলোচনায় পি-৫(P-5) বলতে কী বোঝায় → নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র [৪০তম বিসিএস]
- জাতিসংঘ নামকরণ করেন → রুজভেল্ট [৪১তম বিসিএস]
- জাতিসংঘের কোন সংস্থাটি করোনা ভাইরাসকে 'pandemic' ঘোষণা করেছে? → WHO [৪১তম বিসিএস]
- Global Vaccine Summit অনুষ্ঠিত হয় → ৪ জুন ২০২০ [৪২তম বিসিএস]
- WIPO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? → জেনেভা [৪২তম বিসিএস]
- Sustainable Development Goals (SDG) কয়টি? → ১৭টি [৪২তম বিসিএস]
- জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য কয়টি? → ১৭ [৪৩তম বিসিএস]
- আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস কোন তারিখে পালিত হয়? → ১৫ সেপ্টেম্বর [৪৩তম বিসিএস]
- বিশ্ব মানবাধিকার দিবস → ১০ ডিসেম্বর [৪৩তম বিসিএস]
- কোনটি জাতিসংঘের সংস্থা নয়? → আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম (ARF) [৪৩তম বিসিএস]
- ইরান-ইরাক যুদ্ধবিরতির তদারকির কাজে নিয়োজিত জাতিসংঘের বাহিনী কোন নামে পরিচিত ছিল? → UNIIMOG [৪৩তম বিসিএস]
- প্রথাগতভাবে বছরের কোন দিন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়? [৪৪তম বিসিএস]
  ⓐ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার ⓑ অক্টোবর মাসের প্রথম মঙ্গলবার
  ⓒ আগস্ট মাসের শেষ সোমবার ⓓ অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার
  [নোট : সঠিক উত্তর হবে সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার]
- World Economic Forum-এর বাৎসরিক অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? → দাভোস [৪৪তম বিসিএস]
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদ কত সময়ের জন্য? → ২ বছর [৪৪তম বিসিএস]
- আন্তর্জাতিক আদালতের একজন বিচারক কয়বছরের জন্য নির্বাচিত হন? → ৯ বছর [৪৪তম বিসিএস]
- ২০২২ সালে কোন দেশ জাতিসংঘের শান্তিস্থাপন কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়? → বাংলাদেশ [৪৪তম বিসিএস]
- জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত সংস্থা UNODC-এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত → ভিয়েনা [৪৬তম বিসিএস]
- আন্তর্জাতিক আদালতের সভাপতি কয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন? → ৩ বছর [৪৬তম বিসিএস]
- '২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের দরিদ্র, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে'– এটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় কোন অভীষ্ঠ লক্ষ্য → টার্গেট ১.২ [৪৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ কত সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে? → ১৯৭২ [৪৬তম বিসিএস]
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDGs) চতুর্থ লক্ষ্যমাত্রা কোনটি? → মানসম্মত শিক্ষা [৪৬তম বিসিএস]
- বিশ্ব শরণার্থী দিবস পালিত হয় → ২০ জুন [৪৬তম বিসিএস]

## জাতিপুঞ্জ (League of Nations)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে প্যারিস সম্মেলনে যুদ্ধের পরিবর্তে আপস-মীমাংসা দ্বারা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করে বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন **প্রেসিডেন্ট উইলসনের বিখ্যাত চৌদ্দ দফা** শর্তের ভিত্তিতে লিগ অব নেশনস গঠিত হয়।

- প্রতিষ্ঠিত হয় → ২৬ জুন ১৯১৯
- 'ভার্সাই চুক্তির' মাধ্যমে জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়
- জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন → সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন
- সংস্থাটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সম্মিলিত নিরাপত্তাব্যবস্থা ও অসামরিকীকরণের মাধ্যমে যুদ্ধ এড়ানো এবং সমঝোতা ও সালিশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের নিরসন করা। অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, আদিবাসীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, বৈশ্বিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, মাদক ও মানব পাচার রোধ, অস্ত্র কেনাবেচা রোধ এবং ইউরোপের সংখ্যালঘু ও যুদ্ধবন্দিদের অধিকার নিশ্চিতকরণ অন্যতম।
- জাতিপুঞ্জের বিভাগ ছিল → ৩টি, যথা– ১. অ্যাসেমব্লি, ২. কাউন্সিল, ৩. সচিবালয়
- সদর দপ্তর ছিল → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
- এর পাঁচটি স্থায়ী রাষ্ট্র ছিল → গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স ও জাপান
- প্রাথমিক সদস্য ছিল ৩২ দেশ; তবে জাতিপুঞ্জ বিলুপ্তির সময় সদস্য ছিল ৪৩ দেশ। সংস্থাটি মাত্র ২৭ বছর টিকে ছিল। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর জাতিপুঞ্জ বিলুপ্ত হয় ২০ এপ্রিল ১৯৪৬।



- উড্রো উইলসনের ১৪ দফা :
  1. No secret covenant;
  2. Freedom of seas;
  3. Free trade;
  4. Reduction of armaments;
  5. Just colonial policy;
  6. Evacuation of Russian territory;
  7. Restoration of Belgium;
  8. Evacuation of French territory;
  9. Re-adjustment of Italy;
  10. Autonomous development of Austria & Hungary;
  11. Restoration of Rumania, Serbia and Montenegro;
  12. Independence of Turkish Empire;
  13. Independence of Poland;
  14. Creation of an Association of Nations.

[তিনি তাঁর ১৪তম দফার মাধ্যমে জাতিপুঞ্জ গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন]

## জাতিসংঘ

লিগ অব নেশনস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় সংস্থাটির উত্তরসূরি হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়।

## জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পটভূমি

**লন্ডন ঘোষণা :** ১২ জুন ১৯৪১ লন্ডন ঘোষণার মাধ্যমে জাতিসংঘ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

**আটলান্টিক সনদ :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল ১৪ আগস্ট ১৯৪১ আটলান্টিক মহাসাগরে ব্রিটিশ রণতরী 'প্রিন্স অব ওয়েলেস' এ বৈঠকে মিলিত হয়ে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তা-ই 'আটলান্টিক সনদ' নামে পরিচিত।

**ওয়াশিংটন ডিসি সম্মেলন :** ১ জানুয়ারি ১৯৪২ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত ২৬ রাষ্ট্রের 'জাতিসংঘ ঘোষণায়' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট 'জাতিসংঘ' নামটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

**তেহরান শীর্ষ সম্মেলন :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল ও সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিন– এই তিন নেতা ১৯৪৩ সালে আন্তর্জাতিক সংগঠনের ঘোষণা দেন এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

**ডাম্বার্টন ওকস সম্মেলন :** ১৯৪৪ সালে এ অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত, ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘ গঠনের কার্যপরিধিগুলো নিয়ে আলোচনা করেন।

**ইয়াল্টা সম্মেলন :** ১৯৪৫ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল ও সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিন ইউক্রেনের ইয়াল্টায় এক সম্মেলনে মিলিত হন এবং ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা প্রবর্তন করেন।

**সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন :** ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে মিলিত হন। এ সম্মেলনে আলোচনা শেষে গৃহীত হয় 'জাতিসংঘ সনদ'। ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা ২৬ জুন ১৯৪৫ সনদটি স্বাক্ষর করেন। সম্মেলনে উপস্থিত না থাকায় ১৫ অক্টোবর পোল্যান্ড সনদটি স্বাক্ষর করেন ৫১তম দেশ হিসেবে। **২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ সালে ১১১ ধারাসংবলিত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।**

## একনজরে জাতিসংঘ

- জাতিসংঘ গঠনের জন্য আটলান্টিক চার্টার গৃহীত হয় → ১৯৪১ সালে
- জাতিসংঘ গঠনের লক্ষ্যে প্রথম সম্মেলন হয় → তেহরানে, ১৯৪৩ সালে
- জাতিসংঘ সনদ প্রণয়ন করা হয় → ১৯৪৪ সালে
- জাতিসংঘ সনদের লেখক → Archibald MacLeish
- জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় → যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে
- পূর্বে জাতিসংঘের সদস্য ছিল; কিন্তু বর্তমানে নেই → তাইওয়ান
- তাইওয়ান জাতিসংঘের সদস্যপদ হারায় → চীনের কাছ থেকে
- তাইওয়ান কবে জাতিসংঘের সদস্যপদ হারায় → ১৯৭১ সালে
- বর্ণবাদী নীতির কারণে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল → দক্ষিণ আফ্রিকাকে
- দক্ষিণ আফ্রিকাকে জাতিসংঘের সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয় → ১৯৯১
- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ → লন্ডন ঘোষণা
- জাতিসংঘ মহাসচিবের বাসভবন → Sutton Place
- জাতিসংঘ ভবন অবস্থিত → ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক
- নিউইয়র্ক ছাড়া জাতিসংঘের আঞ্চলিক দপ্তর তিনটি → জেনেভা (সুইজারল্যান্ড), ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া), নাইরোবি (কেনিয়া)
- জাতিসংঘের সনদ স্বাক্ষরিত হয় → ২৬ জুন ১৯৪৫
- জাতিসংঘ সনদ কার্যকরী হয় → ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫। সেজন্য ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন করা হয়
- জাতিসংঘ গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা → মার্কিন প্রেসিডেন্ট এফডি রুজভেল্ট
- জাতিসংঘের নামকরণ করা হয় → ১ জানুয়ারি ১৯৪২
- জাতিসংঘের ওয়েস্ট কোর্ট গার্ডেনের নাম → শান্তি ঘন্টা
- শান্তি ঘন্টায় লেখা আছে → নিরঙ্কুশ বিশ্বশান্তি দীর্ঘজীবী হোক

**জাতিসংঘের চাঁদা**

- জাতিসংঘের আয়ের উৎস → সদস্যদেশগুলোর চাঁদা
- সদস্যদেশগুলো সর্বোচ্চ যে পরিমাণ চাঁদা জাতিসংঘকে প্রদান করতে পারে → মোট বাজেটের ২৫ শতাংশ
- সদস্যদেশগুলো সর্বনিম্ন কী পরিমাণ চাঁদা জাতিসংঘকে দিতে বাধ্য → মোট বাজেটের ০.০১ শতাংশ। [১০,০০০ ভাগের ১ ভাগ]
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের চাঁদার পরিমাণ → ০.০১ শতাংশ
- জাতিসংঘের বাজেট ঘোষিত হয় → দু-বছরে একবার

**জাতিসংঘের সদস্য**

- বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা → ১৯৩
- জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য → দক্ষিণ সুদান (১৪ জুলাই ২০১১)
- তাইওয়ান চীনের কাছে জাতিসংঘের সদস্যপদ হারায় → ২৫ অক্টোবর ১৯৭১
- ইন্দোনেশিয়া জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করেছিল → ২০ জানুয়ারি ১৯৬৫ (পুনরায় যোগদান ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬)
- জনসংখ্যায় জাতিসংঘের বড় রাষ্ট্র → চীন, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র → টুভ্যালু
- আয়তনে জাতিসংঘের বড় রাষ্ট্র → রাশিয়া, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র → মোনাকো
- জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ রাষ্ট্র → ফিলিস্তিন, ভ্যাটিকান সিটি

**জাতিসংঘের ভাষা**

- জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা → ৬টি– চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, স্প্যানিশ ও আরবি
- জাতিসংঘের কার্যকরী ভাষা → ২টি, ইংরেজি ও ফরাসি

## জাতিসংঘের মহাসচিব

জাতিসংঘ প্রধান হিসেবে রয়েছেন মহাসচিব। জাতিসংঘ সনদের ৯৭ অনুচ্ছেদ মোতাবেক মহাসচিবকে 'প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সনদে আরও বলা হয়েছে, মহাসচিব যে-কোনো বিশ্ব শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ও নিরাপত্তার খাতিরে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব আনতে পারবেন। মহাসচিব পদটি দ্বৈত ভূমিকার অধিকারী– জাতিসংঘের প্রশাসক এবং কূটনৈতিক ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে।

| নাম | দেশ | সময়কাল | বিশেষ তথ্য |
|---|---|---|---|
| ট্রিগভেলি | নরওয়ে | ১৯৪৬-১৯৫২ | প্রথম ও একমাত্র পদত্যাগকারী মহাসচিব। |
| দ্যাগ হেমারশোল্ড | সুইডেন | ১৯৫৩-১৯৬১ | ১৯৬১ সালে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। |
| উ থান্ট | মিয়ানমার | ১৯৬১-১৯৭১ | বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দায়িত্বে ছিলেন। |

| নাম | দেশ | সময়কাল | বিশেষ তথ্য |
|---|---|---|---|
| কুর্ট ওয়েল্ডহেইম | অস্ট্রিয়া | ১৯৭২-১৯৮১ | ১৯৮৬ সালে অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। |
| পেরেজ দ্য কুয়েলার | পেরু | ১৯৮২-১৯৯১ | দক্ষিণ আমেরিকা থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব। পেরুর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। |
| বুট্রোস ঘালি | মিশর | ১৯৯২-১৯৯৬ | আফ্রিকা মহাদেশ থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব। |
| কফি আনান | ঘানা | ১৯৯৭-২০০৬ | ২০০১ সালে জাতিসংঘের সঙ্গে যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের দ্বিতীয় মহাসচিব। |
| বান কি মুন | দক্ষিণ কোরিয়া | ২০০৭-২০১৬ | দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। |
| অ্যান্তোনিও গুতেরেস | পর্তুগাল | ২০১৭-বর্তমান | পর্তুগালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী। |

*উৎসঃ জাতিসংঘের ওয়েবসাইট*

- জাতিসংঘের মহাসচিবদের মধ্যে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান → ২ জন (দ্যাগ হ্যামারশোল্ড, কফি আনান)
- জাতিসংঘের যে মহাসচিব পরবর্তীতে সে দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন প্রেসিডেন্ট কুর্ট ওয়াল্ডহেইম, অস্ট্রিয়া এবং প্রধানমন্ত্রী জাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার, পেরু।
- জাতিসংঘের মহাসচিব হওয়ার আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন → ট্রিগভেলি, বুট্রোস ঘালি এবং বান কি মুন
- মহাসচিবের মেয়াদকাল → ৫ বছর

## জাতিসংঘ মহাসচিবদের বাংলাদেশে সফর

- কুর্ট ওয়াল্ডহেইম (১৯৭৩ খ্রি.)
- পেরেজ দ্য কুয়েলার (১৯৮৯ খ্রি.)
- কফি আনান (২০০১ খ্রি.)
- বান কি মুন (২০০৮, ২০১১ খ্রি.)
- অ্যান্তোনিও গুতেরেস (২০১৮ খ্রি.)

## জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব নির্বাচন পদ্ধতি

- বর্তমানে জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ হয় → সাধারণ পরিষদে উন্মুক্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে
- আগে মহাসচিব নির্ধারণ হতো স্থায়ী ৫ সদস্যের → ক্লোজডোর প্রক্রিয়ায়
- জাতিসংঘের নবম মহাসচিব দায়িত্বভার গ্রহণ → ১ জানুয়ারি ২০১৭
- বর্তমানে জাতিসংঘের নবম মহাসচিব → অ্যান্তোনিও গুতেরেস

## হেমারশোল্ড পদক

- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অংশ নেওয়া সদস্যদের এ পদকে ভূষিত করা হয়, এটি একটি মরণোত্তর শান্তি পদক
- জাতিসংঘ এই পদকটি চালুর সিদ্ধান্ত নেয় → ১৯৯৭ সালে
- পদকটি প্রথম প্রদান করা হয় → ১৯৯৮ সালে

## জাতিসংঘের সদর দপ্তর

জাতিসংঘের সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত। এটি ১৬ একর জমিতে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে নির্মাণ করা হয়। ভবনটি ইস্ট নদীর তীরে অবস্থিত। সদর দপ্তর স্থাপনের জমি কেনার জন্য জন ডি রকফেলার জুনিয়র ৮.৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেন। তিনি জাতিসংঘ এই জমি দান করেন। সদর দপ্তরের মূল ভবনটির নকশা প্রণয়ন নেতৃত্ব দেন ওয়ালেস কে হ্যারিসন। জাতিসংঘের সদর দপ্তরের ঠিকানা হলো– 760 United Nations Plaza, New York City, NY 10017, USA.

## জাতিসংঘের বিশ্ববিদ্যালয়

- জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত → টোকিওতে (জাপান)
- জাতিসংঘ শান্তি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত → কোস্টারিকায়

## জাতিসংঘের পতাকা ও প্রতীক

- জাতিসংঘ পতাকা গৃহীত হয় → ৭ ডিসেম্বর ১৯৪৬
- জাতিসংঘের পতাকার জমিন → নীল এবং মাঝেখানে পৃথিবীর মানচিত্র। আর মানচিত্রের দুইপাশে সাদা রঙ্গের জলপাই গাছের দুটি ডাল রয়েছে
- পতাকার মাঝখানে সাদা রঙ্গের ডাল ও পৃথিবীর মানচিত্র অংশটিই → জাতিসংঘের প্রতীক
- জাতিসংঘের প্রতীক ও পতাকার ডিজাইনার → ডোনাল ম্যাগলিন (Donal Mclaughlin, emblem only-USA)
- ১৯৪৭ সালের ২০ অক্টোবর সাধারণ পরিষদ পতাকাটির নকশা অনুমোদন করেন।

## জাতিসংঘের মূল অঙ্গসংস্থা

সনদের ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত ৬টি অঙ্গসংস্থা হচ্ছে–

১. সাধারণ সভা (General Assembly)
২. নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council)
৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council)
৪. সচিবালয় (Secretariat)
৫. আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)
৬. অছি পরিষদ
৭. সাধারণ পরিষদ

## সাধারণ পরিষদ

- জাতিসংঘের আলাপ-আলোচনার মূল সভা → সাধারণ পরিষদ
- সাধারণ পরিষদ প্রতিটি দেশ সর্বোচ্চ প্রতিনিধি পাঠাতে পারে → ৫ জন
- প্রতিটি দেশ ভোট দিতে পারে → একটি করে
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের নিয়মিত বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয় → সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের **সভাপতি** নির্বাচিত হয় → **১ বছরের** জন্য
- নয়া আন্তর্জাতিক বিশ্ব ব্যবস্থা গৃহীত হয় → জাতিসংঘের ষষ্ঠ অধিবেশনে

## নিরাপত্তা পরিষদ

জাতিসংঘ সনদের ১ নম্বর ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার কথা উল্লেখ রয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান দায়িত্ব হলো বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। মূলত আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখার নিমিত্তে নিরাপত্তা পরিষদকে গড়ে তোলা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদকে মুখ্য কার্যনির্বাহী পরিষদও বলা হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদকে আইনসভা এবং নিরাপত্তা পরিষদকে শাসন বিভাগের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

## স্থায়ী সদস্য

- যুক্তরাষ্ট্র (United states of America)
- গ্রেট ব্রিটেন (United Kingdom)
- সোভিয়েত ইউনিয়ন (Union of Soviet Socialist Republic)
- ফ্রান্স (France)
- গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (People's Republic of China)

## অস্থায়ী সদস্য

জাতিসংঘ সনদের ২৩ ধারা সংশোধন করে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র ৬ থেকে ১০টি নির্বাচিত হয়, যা কার্যকর হয় ৩১ আগস্ট ১৯৬৫। ১৯৬৫ সাল থেকে নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ১১ থেকে ১৫-তে উন্নীত করা হয়। চারটি ভৌগোলিক গ্রুপ থেকে এ অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন কর হয়। এই গ্রুপগুলো হলো–



১. এশিয়া ও আফ্রিকার পাঁচটি সদস্যরাষ্ট্র,
২. পূর্ব ইউরোপের একটি সদস্যরাষ্ট্র,
৩. পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য দুটি সদস্যরাষ্ট্র,
৪. লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের দুটি সদস্যরাষ্ট্র।

প্রতিবছর পাঁচটি সদস্য তার ২ বছর মেয়াদ শেষ করে বিদায় নেয় এবং নতুন পাঁচটি সদস্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। প্রতি মাসে বর্ণক্রম অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে ১ মাসের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়।

- জাতিসংঘে Veto Power রয়েছে → ৫টি স্থায়ী সদস্য দেশের
- Veto লাতিন শব্দ, যার অর্থ → আমি এটা মানি না
- নিরাপত্তা পরিষদে সর্বোচ্চ বার অস্থায়ী সদস্যপদ নির্বাচিত হয়েছে → জাপান (১১ বার)
- নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারে প্রস্তাব দিয়েছে → জাপান, জার্মানি, ভারত ও ব্রাজিল
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ প্রত্যাখ্যানকারী দেশ → সৌদি আরব
- নিরাপত্তা পরিষদের অবরোধ আছে → উত্তর কোরিয়ার ওপর
- অস্থায়ী সদস্যদের মেয়াদ → ২ বছর

## শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব

জাতিসংঘের সনদের ২৪(১) ধারা অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু ২৭ নম্বর ধারা অনুসারে যদি কোনো স্থায়ী সদস্য কোনো প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করে, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তখন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবন্ধকতা যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থাকে ব্যাহত না করতে পারে, সেজন্য ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বর সাধারণ পরিষদ সোভিয়েত ব্লকের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তার পঞ্চম অধিবেশনের একটি প্রস্তাবে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার সম্ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করেছে। ওই প্রস্তাবটি 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবে যৌথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বিচার করেছে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, স্থায়ী সদস্যের মধ্যে মতপার্থক্যের জন্য যদি নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন সাধারণ পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি জরুরি সভা আহ্বান করে ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মতবিরোধের কারণে সাধারণ পরিষদ ২৩ ঘণ্টার নোটিশে একত্রিত হয়ে এ ব্যবস্থা নিয়েছিল। অবশেষে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব মতোই যুদ্ধ অবসানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

## অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)

- পূর্ণ রূপ → The United Nations Economic and Social Council
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধিবেশন বসে বছরে → দুবার (প্রতিটি অধিবেশন ১ মাস স্থায়ী হয়)
- অধিবেশন দুটি বসে → একটি জেনেভায়, অপরটি নিউইয়র্কে
- মোট সদস্য → ৫৪টি দেশ
- প্রতিবছর ৩ বছর মেয়াদের জন্য সদস্য নির্বাচিত হয় → ১৮টি রাষ্ট্র
- বাংলাদেশ মোট সদস্য হয় → ৭ বার

**অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ৫টি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন**

| কমিশন | সদর দপ্তর |
|---|---|
| ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন (ECE) | জেনেভা, সুইজারল্যান্ড |
| আফ্রিকান অর্থনৈতিক কমিশন (ECA) | আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া |
| লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অর্থনৈতিক কমিশন (ECLAC) | সান্তিয়াগো, চিলি |
| এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP) | ব্যাংকক, থাইল্যান্ড |
| পশ্চিম এশীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCWA) | বৈরুত, লেবানন |

## আন্তর্জাতিক আদালত

১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আদালত ১৯৪৬ সালে কার্যক্রম শুরু করে। আন্তর্জাতিক আদালতের সভাপতি নির্বাচিত হন ৩ বছরের জন্য। বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করা, মানবসমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, বিশ্বমানবতার ঐক্য ও সংহতি এবং বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করা হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের হেগ নগরীতে আন্তর্জাতিক আদালত অবস্থিত। এ আদালতের বিচারক উঁচু নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, নিজ নিজ দেশে সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানে বিচারক হওয়ায় যোগ্যতার অধিকারী বা আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন আইনজ্ঞ। জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে স্বাধীন বিচারকদের নিয়ে এই আদালত গঠিত। এই আদালতের বিচারক সংখ্যা ১৫ জন। এশিয়া থেকে তিনজন, আফ্রিকা থেকে তিনজন, পশ্চিম ইউরোপ থেকে পাঁচজন, পূর্ব ইউরোপ থেকে দুইজন এবং লাতিন আমেরিকা থেকে দুইজন বিচারক নিয়োগ করা হয়।

## অছি পরিষদ (Trusteeship council)

- জাতিসংঘ অছি পরিষদ → জাতিসংঘের একটি প্রধান অঙ্গসংস্থা
- অছি পরিষদের মূল কাজ → উপনিবেশের অধীন দেশ বা অঞ্চলগুলোকে স্বাধীন করে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত করা
- সর্বশেষ পালাউ, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপের আছা অঞ্চলের সাবেক অংশ, যা ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের একটি সদস্যরাষ্ট্র হয়ে ওঠে। বর্তমানে এটি বিলুপ্ত হয়েছে।

## জাতিসংঘ ও নোবেল (শান্তিতে)

- জাতিসংঘ ও জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থার নোবেল পুরস্কার। UNHCR নোবেল পেয়েছে দুইবার।
- **UNHCR (1954):** ইউরোপীয় উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য শান্তিতে নোবেল লাভ করে।
- **UNICEF (1965):** বিশ্বের শিশুদের জীবন রক্ষায় অবদানের জন্য শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।
- **ILO (1969):** শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করে।
- **UNHCR (1981):** এশীয় উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করে।
- **আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনী (১৯৮৮) :** বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসায় ভূমিকার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করে।
- **জাতিসংঘ (২০০১) :** সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা পালনের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করে।
- **IAEA (2005):** বিশ্বের পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ নিরস্ত্রীকরণ এবং পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল লাভ করে।
- **IPCC (2007):** মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসের জন্য।
- **OPCW (2013):** রাসায়নিক অস্ত্র নির্মূলে অবদান রাখার জন্য।
- **WFP (2020):** ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবদান রাখার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার পায়।

## জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ জাতিসংঘের **কততম সদস্য → ১৩৬তম**
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের **সদস্যপদ লাভ করে → ২৯তম অধিবেশনে**
- বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন → **২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪** (২৯তম অধিবেশনে)
- বাংলাদেশের সঙ্গে অন্য যে দুটি দেশ সদস্যপদ লাভ করে → গ্রানাডা ও গিনি বিসাউ (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১৭ সদস্যের পরামর্শক প্যানেলে বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন → ড. মুহাম্মদ ইউনূস
- জাতিসংঘের তরুণ উদ্যোক্তা হয়েছেন → বাংলাদেশের মিজানুর রহমান ও সওগাত নাজবিন খান
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত 'শান্তির সংস্কৃতি' প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় → ২০১৫ সালে
- সম্প্রতি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) শুভেচ্ছাদূত নির্বাচিত হন → মাশরাফী বিন মোর্তজা
- জাতিসংঘের হাইলেভেল প্যানেল অন ওয়াটারের ১০ সদস্যের মধ্যে অন্যতম সদস্য হয়েছেন → শেখ হাসিনা
- বর্তমানে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি → রাবাব ফাতিমা (১৫তম)
- জাতিসংঘের অধীনে আফ্রিকার রুয়ান্ডায় গণহত্যার বিচারের জন্য গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল (ISTR) প্রথম বাংলাদেশি বিচারক → বিচারপতি টিএইচ খান
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য বিভাগে বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন → বাংলাদেশের সায়মা ওয়াজেদ পুতুল (অটিজম বিশেষজ্ঞ)

## শান্তির সংস্কৃতি (Culture of Peace)

- শান্তির সংস্কৃতিবিষয়ক প্রস্তাবটি জাতিসংঘে প্রথম উপস্থাপিত হয় → ১৯৯৯ সালে
- প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন → শেখ হাসিনা
- এর পরিপ্রেক্ষিতে 'শান্তির সংস্কৃতি দশক' বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়। ২০০১ থেকে প্রতিবছর জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন এ প্রস্তাবটি উপস্থাপন করে আসছে এবং তা প্রতিবছরই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে আসছে। এই প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণা সমাজ থেকে দূরীভূত হলে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।' এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিশ্বে মমত্ববোধ বাড়বে। মানুষে মানুষে হিংসাবিদ্বেষ এবং যুদ্ধবিগ্রহ হ্রাস পাবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দৃঢ় হবে, যা সব দেশ ও বিশ্বের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

## শান্তি মডেল

- উত্থাপন → ২০১১ সালে ৬৬তম অধিবেশনে
- উত্থাপনকারী → শেখ হাসিনা
- জাতিসংঘের সেকেন্ড কমিটিতে রেজোল্যুশন আকারে গৃহীত হয় → ২২ নভেম্বর ২০১১
- মূল প্রতিপাদ্য → জনগণের ক্ষমতায়ন
- জাতিসংঘের ৬৭তম সাধারণ অধিবেশনের ২৯ নম্বর এজেন্ডা হিসেবে ওই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সংস্থাটির সব সদস্যদেশই বাংলাদেশের এ প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন জানায়। সভায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে।

## MDGs

২০০০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ১৮৯টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই শীর্ষ সম্মেলনকে বলা হয় 'Millennium Summit' বা 'সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন'। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০১৫ সালের মধ্যে তা অর্জনের জন্য ২৫ বছর মেয়াদি ১৮টি টার্গেট, ৪৮টি সূচক ও ৮টি Goalsনির্ধারণ করে, যা Millennium Development Goals (MDG)নামে পরিচিত।

**MDGs-এর ৮টি Goals হলো–**

১. অতিদরিদ্রতা দূর করা (Eradicate extreme poverty and hunger)
২. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (Achieve universal primary education)
৩. লিঙ্গভিত্তিক সাম্য বা নারীর ক্ষমতায়ন (Promote gender equality and empower women)
৪. শিশু মৃত্যুহার হ্রাস (Reduce child mortality)
৫. মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি (Improve maternal health)
৬. HIV/AIDS,ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা (Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases)
৭. পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন ও সৃষ্ট সমস্যার সমাধান (Ensure environmental sustainability)
৮. উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বৈশ্বিক অংশীদারত্ব প্রণয়ন করা (Develop a global partnership for development)।

- বাংলাদেশ ২০১০ সালে MDGপুরস্কার লাভ করে → শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে
- বাংলাদেশ ২০১৩ সালে MDG পুরস্কার (সাউথ-সাউথ) লাভ করে → দারিদ্র্য দূরীকরণে
- MDG-এর Score keeper বা বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে → UNDP

## টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের (এমডিজি) মাত্রাগুলো অর্জনের মেয়াদ ছিল ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সাল পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা (The Future We Want) নিয়ে ২০১৪ সালের ১৯ জুলাই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি টেকসই উন্নয়ন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে (Sustainable Development Summit) একটি চূড়ান্ত দলিল টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) তৈরি হয়, যার দাপ্তরিক নাম হলো Transforming our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development এবং যাকে বলা যায় এসডিজির রূপরেখা। এটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যকে (এমডিজি) প্রতিস্থাপন করবে, যা ২০১৫-২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। তারা (১৯৩ সদস্যরাষ্ট্র) একটি ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে ঝসড়া লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার জন্য তাদের ক্ষমতায়ন করে। ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ ৭০টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে এবং ১০০ দেশের সঙ্গে মুখোমুখি সভার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন করে (২০১৫/আগস্ট)। এসডিজিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন– এই ৩টি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে সমন্বয় করা হয়েছে। এসডিজি হচ্ছে মানুষ ও পৃথিবীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার একটি বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করাসহ বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার পাশাপাশি সব নাগরিকের সম্ভাবনা, মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ জাতিসংঘ। সম্পদের টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন রোধে ত্বরিত উদ্যোগ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সব ধরনের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করাই এসডিজির লক্ষ্য।

| | |
|---|---|
| Goal-1 | No Poverty (সব ধরনের দারিদ্র্য দূর করা) |
| Goal-2 | Zero Hunger (খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টির উন্নয়ন ও কৃষির টেকসই উন্নয়ন) |
| Goal-3 | Good Health and Well-being (সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা) |
| Goal-4 | Quality Education (সবার জন্য ন্যায্যতাভিত্তিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ) |
| Goal-5 | Gender Equality (জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন) |
| Goal-6 | Clean Water and Sanitation (সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থাপনা) |
| Goal-7 | Affordable and Clean Energy (সবার জন্য জ্বালানি বা বিদ্যুতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা) |
| Goal-8 | Decent Work and Economic Growth (স্থিতিশীল ও অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণকালীন উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান ও কাজের পরিবেশ) |
| Goal-9 | Industry, Innovation and Infrastructure (স্থিতিশীল শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা) |
| Goal-10 | Reduced Inequalities (রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ ও আন্তরাষ্ট্র বৈষম্য বিলোপ) |
| Goal-11 | Sustainable Cities and Communities (মানববসতি ও শহরগুলোকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল রাখা) |
| Goal-12 | Responsible Consumption and Production (উৎপাদন ও ভোগ কাঠামোর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা) |
| Goal-13 | Climate Change (জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ) |
| Goal-14 | Life Below Water (টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা) |
| Goal-15 | Life on Land (স্থলভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; মরুকরণ প্রতিরোধ করা এবং জমির ক্ষয়রোধ ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি কমানো) |
| Goal-16 | Peace, Justice and Strong Institutions (শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ, সবার জন্য ন্যায়বিচার, সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা) |
| Goal-17 | Partnerships for the Goals (টেকসই উন্নয়নের জন্য এসব বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ ও বৈশ্বিক অংশীদারত্বের স্থিতিশীলতা আনা)। |

## তুলনামূলক চিত্র

| সংজ্ঞা | MDGs | SDGs |
|---|---|---|
| পূর্ণ রূপ | Millenium Development Goals | Sustainable Development Goals |
| সম্মেলনের সময়কাল | ৬-৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ | ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ |
| গৃহীত হয় | ৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ |
| স্থান | নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র | নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র |
| সাধারণ পরিষদে গৃহীত অধিবেশন | ৫৫তম | ৭০তম |
| অভীষ্ট | ৮টি | ১৭টি |
| সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য | ১৮টি | ১৬৯টি |
| মেয়াদাকাল | ২০০১-২০১৫ সাল | ২০১৬-২০৩০ সাল |
| বাস্তবায়ন শুরু | ১ জানুয়ারি ২০০১ | ১ জানুয়ারি ২০১৬ |
| মেয়াদ শেষ | ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ | ৩১ ডিসেম্বর ২০৩০ |

## জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা

জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা-১৫টি

### 1. FAO
- পূর্ণ রূপ → Food and Agriculture Organization of the United Nations
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৬ অক্টোবর ১৯৪৫
- সদর দপ্তর → রোম, ইতালি

### 2. ICAO
- পূর্ণ রূপ → International Civil Aviation Organization
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ৭ ডিসেম্বর ১৯৪৪
- সদর দপ্তর → মনট্রিল, কানাডা
- জাতিসংঘের যে সংস্থাটি বাংলাদেশকে Machine Readable Passport (MRP) করতে বাধ্য করে → ICAO

### 3. IFAD
- পূর্ণ রূপ → International Fund for Agricultural Development
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ৩০ নভেম্বর ১৯৭৭

### 4. ILO
- পূর্ণ রূপ → International Labour Organization
- জাতিসংঘের প্রথম বিশেষায়িত সংস্থা → ILO
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯ এপ্রিল ১৯১৯
- ILOপ্রতিষ্ঠিত হয় → ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

### 5. IMO
- পূর্ণ রূপ → International Maritime Organization
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৪৮ সালে
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
- IMO জাতিসংঘের বিশেষ মর্যাদা লাভ করে → ১৯৫৯

### 6. ITU
- পূর্ণ রূপ → International Telecommunication Union
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৭ মে ১৮৬৫
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

### 7. UNESCO
- পূর্ণ রূপ → United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ৪ নভেম্বর ১৯৪৬
- সদর দপ্তর → প্যারিস (ফ্রান্স)
- UNESCO-র প্রথম নারী মহাপরিচালক → ইরনা বোকোভা
- ইউনেস্কো বর্তমান মহাপরিচালক → অঁদ্রে আজুলে
- UNESCO কলিঙ্গ পুরস্কার প্রবর্তন করে → ১৯৫২ সালে
- বাংলাদেশের একমাত্র কলিঙ্গ পুরস্কার লাভকারী ব্যক্তি → আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন
- বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে → ২৭ অক্টোবর ১৯৭২
- সর্বশেষ সদস্য → ফিলিস্তিন
- বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান ঘোষণা করে → UNESCO
- ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে → ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ (ইউনেস্কোর ২৯তম অধিবেশনে)
- ইউনেস্কো মতে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় বাংলাদেশি স্থান–
  - ক. সোমপুর বিহার (পাহাড়পুর, নওগাঁ)
  - খ. ষাটগম্বুজ মসজিদ (বাগেরহাট)
  - গ. সুন্দরবন (১৯৯৭)

### 8. UNIDO
- পূর্ণ রূপ → UN Industrial Development Organization
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৬৬ সালে
- জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে → ১৯৮৬ সালে
- সদর দপ্তর → ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)

### 9. IMF
- IMF পূর্ণ রূপ → International Monetary Fund
- ১-২২ জুলাই ১৯৪৪, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসের মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে অনুষ্ঠিত ৪৫টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে গৃহীত চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রতিষ্ঠা হয়।
- এই চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয় → ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫
- কার্যক্রম শুরু হয় → ১ মার্চ ১৯৪৭
- জাতিসংঘের বিশেষ মর্যাদা লাভ করে → ১৯৪৭ সালে
- প্রথম নারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক → ক্রিস্টিনা লাগার্দ
- বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক → Kristalina Georgieva
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ দেয় → পশ্চিম ইউরোপের দেশ থেকে
- IMF → এর পরিচালনা পর্ষদের সংখ্যা → ২৪ জন
- SDR (Special Drawing Rights) সুবিধা প্রবর্তনের জন্য IMF-এর গঠনতন্ত্র (Articles) সংশোধন করা হয় → ১৯৬৯ সালে
- IMF দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি সহায়তা (PRGF) কর্মসূচি চালু করে → ১৯৯৯ সালে

## 10. বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী (World Bank Group)

- বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা → ১৯৪৪ সালে
- বিশ্বব্যাংকে ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের স্বপ্নদ্রষ্টা (Founding Fathers) → জন মেনার্ড কেইনস, যুক্তরাজ্য এবং হ্যারি ডেক্সটার হোয়াইট, যুক্তরাষ্ট্র
- বিশ্বব্যাংক প্রথমে ঋণ দেয় → ফ্রান্সকে (১৯৪৭ সালে, ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
- ১-২২ জুলাই ১৯৪৪ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসের মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে অনুষ্ঠিত ৪৫টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে গৃহীত চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
- চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয় → ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫
- ব্রেটন উড্স ইনস্টিটিউট বলা হয় → বিশ্বব্যাংক, IMF কে
- বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয় → যুক্তরাষ্ট্র থেকে
- বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল → ৫ বছর
- বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের নাম → ইন্টিগ্রিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট
- বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক প্রকাশনা → বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন (WDR) ও ডুয়িং বিজনেস
- বিশ্বব্যাংকের প্রথম প্রেসিডেন্ট → ইগুনেমেয়ার
- বর্তমান ও ১৪তম প্রেসিডেন্ট → Ajay Banga
- World Bank → IBRD + IDA
- World Bank Group → Five organizations (IBRD + IDA + IFC + MIGA + ICSID)

### বিশ্বব্যাংকের ৫টি অঙ্গ সংস্থা

***IBRD***

- পূর্ণ রূপ → International Bank for Reconstruction and Development
- প্রতিষ্ঠা → ১৯৪৪ সালে (কার্যক্রম ১৯৪৬ সালে)
- সদর দপ্তর → ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র
- এটি বিশ্বব্যাংকের ঋণ ও অর্থ প্রদানকারী প্রধান সংস্থা।
- বিশ্বব্যাংকের মূল কার্যক্রম পরিচালনা করে।

***IDA***

- পূর্ণ রূপ → International Development Association
- প্রতিষ্ঠা → ১৯৬০ সালে
- সদর দপ্তর → ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র
- বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় সহজ শর্তে বিনাসুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও মঞ্জুরি প্রদান করে। এজন্য এটি **Soft Loan Window** নামে পরিচিত।

***IFC***

- পূর্ণ রূপ → International Finance Corporation
- প্রতিষ্ঠা → ১৯৫৬ সালে
- সদর দপ্তর → ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র
- উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বেসরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও ক্ষুদ্রঋণ নিশ্চিত করে।

***ICSID***

- পূর্ণ রূপ → International Center for Settlement of Investment Disputes
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৬৬ সালে
- সদর দপ্তর → ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র
- রাষ্ট্র এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে পুঁজিসংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করে।

***MIGA***

- পূর্ণ রূপ → Multilateral Investment Guarantee Agency
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৮৮ সালে
- সদর দপ্তর → ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র
- উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগে সহায়তা করে।

## 11. UPU

- পূর্ণ রূপ → Universal Postal Union
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ৯ অক্টোবর ১৮৭৪
- জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে → ১৯৪৮ সালে
- সদর দপ্তর → বার্ন, সুইজারল্যান্ড

## 12. WHO

- পূর্ণ রূপ → World Health Organization
- WHO জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে → ১৯৪৮ সালে
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
- ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার (IARC) অবস্থিত → লিঁও, ফ্রান্স
- WHO-এর বর্তমান ও অষ্টম মহাপরিচালক → (Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus) টেডরস আধানম ঘেব্রেইয়েসুস
- মুক্ত টিকাদান কর্মসূচি চালু করে → ১৯৮৮ সালে
- ২০১৪ সালে বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে → WHO
- WHO-কে পোলিও নির্মূলে সহায়তা করে → ইউনিসেফ ও রোটারি ফাউন্ডেশন

## 13. WIPO

- পূর্ণ রূপ → World Intellectual Property Organization
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭০ সালে
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
- জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে → ১৯৭৪ সালে
- WIPO থেকে দেওয়া হয় → মেধাস্বত্ব (TRIPS)
- ২০১৩ সালে মেধাস্বত্ব পায় → বাংলাদেশের পাটের জিনতত্ত্ব

## 14. WMO

- পূর্ণ রূপ → World Meteorological Organization
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৫০ সালে
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
- WMO জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে → ১৯৫৯ সালে

## 15. UNWTO

- UNWTO আত্মপ্রকাশ করে → ১৯৫২ সালে
- পূর্ণ রূপ → World Tourism Organization
- UNWTOসংস্থার প্রধানকে বলা হয় → মহাসচিব
- UNWTO-এর সদর দপ্তর → মাদ্রিদ, স্পেন

### অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা

**IAEA**

- পূর্ণ রূপ → International Atomic Energy Agency
- ১৪ জুলাই ২০১৫ ভিয়েনায় স্বাক্ষরিত ইরান ও বিশ্বশক্তির মধ্যে ১০ বছর মেয়াদি পরমাণু চুক্তির নাম → Comprehensive Plan of Action
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ২৯ জুলাই ১৯৫৭
- IAEA-এর প্রধান → মহাপরিচালক
- IAEAবর্তমান মহাপরিচালক → Rafael Grossi
- ইউকিয়া আমানো ২০১৭ সালে ঢাবি থেকে বিশেষ সমাবর্তনে পান → 'ডক্টর অব লজ' উপাধি

**OPCW**

- পূর্ণ রূপ → Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৯৭ সালে
- সদর দপ্তর → হেগ, নেদারল্যান্ডস

**জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Development Program
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ২১ নভেম্বর ১৯৬৫
- সদর দপ্তর → নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
- স্বল্পোন্নত দেশের জন্য জাতিসংঘের কারিগরি বহুমুখী এবং প্রাকবিনিয়োগ সহযোগিতা বাস্তবায়নের সর্ববৃহৎ মাধ্যম।



**জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Childrens Fund
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬
- জাতিসংঘ শিশু সনদ অনুযায়ী শিশুর বয়স → ০-১৮
- জাতিসংঘ শিশু সনদ গৃহীত হয় → ১৯৮৯ সালে

**জাতিসংঘে স্বেচ্ছাসেবক দল (UNV)**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Volunteers
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭১ সালে
- সদর দপ্তর → বন, জার্মানি

**বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)**

- পূর্ণ রূপ → World Food Programme
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৬১ সালে
- সদর দপ্তর → রোম, ইতালি

**জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Population Fund
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৬৯ সালে
- সদর দপ্তর → নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
- বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট প্রকাশ করে জাতিসংঘের সংস্থা → UNFPA
- পূর্ব নাম → United Nations Fund for Population Activities; ১৯৮৭ সালে পরিবর্তন করে রাখা হয় UNFPA

**জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD)**

- পূর্ণ রূপ → UN Conference on Trade and Development
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৬৪ সালে
- UNCTAD-এর প্রধানের পদবি → মহাসচিব
- UNCTAD-এর সম্মেলন হয় → ৪ বছর পর পর
- UNCTAD-এর প্রথম সম্মেলন হয় → ১৯৬৪; জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
- UNCTAD → ১৯৬৪ সালে G-77এর ধারণা দেয়
- জাতিসংঘের বার্ষিক বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন প্রকাশ করে

**জাতিসংঘ মানববসতি কেন্দ্র (UN-HABITAT)**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Human Settlement
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭৮ সালে
- সদর দপ্তর → নাইরোবি, কেনিয়া

**মানবাধিকারবিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনারের কার্যালয় (OHCHR)**

- পূর্ণ রূপ → Office of the High Commissioner for Human Rights
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৩
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

**জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল**

- বর্তমান সদস্যসংখ্যা → ৪৭
- মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে → ১০ ডিসেম্বর ১৯৬৪
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

**মাদক নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ দপ্তর (UNODC)**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Office on Drugs and Crime
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৯৭ সালে
- সদর দপ্তর → ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

**আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র (ITC)**

- পূর্ণ রূপ → International Trade Centre
- প্রতিষ্ঠাকাল → ১৯৬৪
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

**জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)**

- পূর্ণ রূপ → United Nations High Commissioner for Refugees
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫০
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
- UNHCR-এর প্রধানকে বলা হয় → হাইকমিশনার
- শরণার্থী-সংক্রান্ত জেনেভা কনভেনশন হয় → ১৯৫১ সালে

**ইউএন ইউমেন (UN Women)**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- প্রতিষ্ঠা → ২০১০ সালে
- সদর দপ্তর → নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
- UN Women-এর প্রধানের পদবি → নির্বাহী পরিচালক

**UNIFEM**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Development Fund for Women
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭৬ সালে
- সদর দপ্তর → নিউইয়র্ক

**জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNIDIR)**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Institute for Disarmament Research
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৮০ সালে
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

**জাতিসংঘ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNITAR)**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Institute for Training and Research
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৬৫ সালে
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

**UNCRC**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Convention on the Rights of the Child
- স্বাক্ষরিত হয় → ২০ নভেম্বর ১৯৮৯

### UN Programmes and Funds

**জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)**

- জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক সংস্থা হচ্ছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা UNDP।
- পূর্ণ রূপ → United Nations Development Programme।
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ২১ নভেম্বর ১৯৬৫।
- বিভিন্ন দেশে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য UNDP একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করে থাকে।
- UNDP-এর সদর দপ্তর → যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে
- বর্তমান প্রধান প্রশাসক → Achim Steiner
- জাতিসংঘের সব সদস্যই এ সংস্থার সদস্য। এটি স্বল্পোন্নত দেশের জন্য জাতিসংঘের বহুমুখী কারিগরি এবং প্রাকবিনিয়োগ সহযোগিতা বাস্তবায়নের সর্ববৃহৎ মাধ্যম।

**জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Childrens Fund
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬
- বর্তমান প্রধান নির্বাহী → Henrietta Holsman Fore (যুক্তরাষ্ট্র)
- জাতিসংঘ শিশু সনদ অনুযায়ী শিশুর বয়স → ০-১৮
- সদর দপ্তর → যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত
- জাতিসংঘ শিশু সনদ গৃহীত হয় → ১৯৯০ সালের ২৬ জানুয়ারি

**বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)**

- পূর্ণ রূপ → World Food Programme
- এটি ক্ষুধা ও খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থা।
- সংস্থাটির সদর দপ্তর → রোমে অবস্থিত
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৬১ সালে
- ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রচেষ্টার জন্য ২০২০ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছে জাতিসংঘের এই সংস্থাটি।

**জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Population Fund
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৬৯ সালে
- সদর দপ্তর → নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
- পূর্বনাম → United Nations Fund for Population Activities

**জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Environment Program
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭২ সালে
- বর্তমান নির্বাহী পরিচালক → Inger Andersen
- এই সংস্থাটি → 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার দেয়
- নীতিনির্ধারণ, বিজ্ঞান, ব্যবসা ও সুশীল সমাজ → এই চার ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়
- পরিবেশ নিয়ে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৪ সাল থেকে প্রতিবছর চারটি ক্যাটাগরিতে 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার দিয়ে আসছে। পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

**UN AIDS**

- পূর্ণ রূপ → United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS)
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৯৬ সালে
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

## UN Peacekeeping and Peace-building Functions

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ৩টি পদ্ধতিতে হয় থাকে–

১. অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা (Arms Embargo)
২. অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা (Economic Sanction)
৩. শক্তি প্রয়োগ (Use of Force)

**সৈন্য প্রেরণে ৩টি শর্ত–**

১. যে দেশে প্রেরণ হবে তার অনুমতি;
২. নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি;
৩. যে দেশগুলো স্বেচ্ছায় সৈন্য প্রেরণ করবে তার সম্মতি।

**বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী :** 'বাংলাদেশ জাতিসংঘের এক মডেল সদস্য' বান কি মুন। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ ইরাক-ইরান সামরিক পর্যবেক্ষণ (UNIIMOG) মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ১৫ জন সামরিক পর্যবেক্ষক প্রেরণের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশনে পদযাত্রা শুরু।

- বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সর্বপ্রথম শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ করে → ১৯৮৯ সালে, নামিবিয়ার শান্তিমিশন UNITAG-G
- বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নেতৃত্ব দেন → এসপি মিলি বিশ্বাস
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্য বিমান দুর্ঘটনায় শহিদ হন → বেনিনে, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৩
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিহত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের স্মরণে নির্মিত স্তম্ভ → শান্তিস্তম্ভ, শেরেবাংলা নগরে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে।

## আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা

**লায়ন্স ক্লাব**

বিশ্বের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা, যার শেকড় বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তে বিস্তৃত। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের ৭ জুন, যুক্তরাষ্ট্রে। এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন মেলভিন জোন্স, যিনি ছিলেন শিকাগোর ব্যবসায়ী এবং মানবহিতৈষী এক বিমা কর্মকর্তা।

**অক্সফাম**

- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৪২ সালে
- সদর দপ্তর → লন্ডন, যুক্তরাজ্য
- উদ্দেশ্য এটি ব্রিটেনের স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

**আইসিআরএম**

- পূর্ণ রূপ → International Red Cross and Red Crescent Movement
- প্রতিষ্ঠাতা → হেনরি ডুনান্ট
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
- মুসলিমবিশ্বে রেড ক্রস পরিচিত রেড ক্রিসেন্ট নামে। মুসলিমবিশ্বে এর প্রতীক অর্ধাকৃতি চাঁদ। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায় ১৯১৭, ১৯৪৪ ও ১৯৬৩ সালে। বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১৯০।

**অরবিটিস**

- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৮২ সালে
- সদর দপ্তর → যুক্তরাষ্ট্র
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল।

**ওয়াটার এইড**

- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৮১ সালে (ব্রিটেন)
- উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা।

**Freedom House**

- আমেরিকার বুদ্ধিজীবীদের একটি সংগঠন। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪১ সালে। সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র। গণতন্ত্র, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে কাজ করে।

**আন্তর্জাতিক এইডস সোসাইটি**

- আন্তর্জাতিক এইডস সোসাইটি বা International AIDS Societyপ্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে।

**কেয়ার (CARE)**

- CARE-এর পূর্ণ রূপ → Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
- কেয়ার বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রিলিফ সংস্থা। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালে। সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্র।

**বিশ্ব স্কাউট আন্দোলন (WOSM)**

- পূর্ণ রূপ → World Organization of the Scout Movement
- প্রতিষ্ঠা লাভ করে → ১৯২০ সালে
- আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু → ১৯২২ সালে
- আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা → রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল
- সদস্যদেশ → ১৬১টি
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

**Rotary International**

- রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ব্যবসায়িক ও পেশাদার ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে ওঠা বিশ্বব্যাপী সেবামূলক সংগঠন। শিকাগোর মার্কিন অ্যাটর্নি পল পি হ্যারিস ১৯০৫ সালে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। রোটারি ক্লাবের মূলমন্ত্র হলো– 'নিজের থেকে সেবা বড়'

# আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা

## অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি ১৯৬১ সালের ২৮ মে ব্রিটিশ আইনজীবী পিটার বেনেনসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য এটি একটি সোচ্চার সংগঠনে পরিণত হয়। এর সদর দপ্তর লন্ডনে অবস্থিত। সংস্থাটিকে ১৯৭৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার এবং ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম নারী, প্রথম এশীয়, প্রথম বাংলাদেশি ও প্রথম মুসলিম মহাসচিব আইরিন খান। সম্প্রতি এই মানবাধিকার সংগঠনটি ভারতে কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে।



## হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেসরকারি ও অলাভজনক সংস্থা হিসেবে মানবাধিকার বিষয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। সংস্থাটির প্রধান কাজ হচ্ছে– মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, পরামর্শ ও সমর্থন প্রদান। এর প্রধান কার্যালয় বা সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত। ১৯৭৮ সালে একটি বেসরকারি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান হিসেবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুরুতে এর নাম ছিল হেলসিংকি ওয়াচ। এশিয়া ওয়াচ (১৯৮৫), আফ্রিকা ওয়াচ (১৯৮৮) এবং মিডিল ইস্ট ওয়াচ (১৯৮৯) একীভূত হয়ে 'দি ওয়াচ কমিটি' নামে পরিচিত। ১৯৮৮ সালে সব কমিটি একত্রিত হয়ে পরবর্তীকালে 'হিউম্যান রাইটস্ওয়াচ' নামে পরিচিতি পেয়েছে। প্রতিবছর এ সংগঠনের উদ্যোগে হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

## জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)

জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার তথা United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) হলো জাতিসংঘের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যার দায়িত্ব হচ্ছে জাতিসংঘ বা কোনো দেশের সরকারের অনুরোধে স্বদেশহীন, বাস্তুহারা, বিতাড়িত, মাতৃভূমিচ্যুত শরণার্থীদের রক্ষা করা; তাদের অবস্থাকে সমর্থন জোগানো এবং নিজ দেশে ফেরা বা যথোপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। এটি ১৯৫০ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ১৯৫৪ এবং ১৯৮১ সালে দুইবার নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে। বর্তমান হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডি ২০১৬ থেকে কর্মরত। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা। শরণার্থী সংক্রান্ত জেনেভা কনভেনশন হয় ১৯৫১ সালে।

## জাতিসংঘ মানববসতি কেন্দ্র (UN-HABITAT)

- পূর্ণ রূপ → United Nations Human Settlement
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭৮ সালে
- সদর দপ্তর → নাইরোবি, কেনিয়া

## OHCHR

- পূর্ণ রূপ → Office of the High Commissioner for Human Rights
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৩
- সদর দপ্তর → জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

## জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের জন্ম হয়েছিল ২০০৬ সালের ১৫ মার্চ। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে– সদস্য দেশগুলোতে মানুষের মৌলিক অধিকার এবং বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, নারী অধিকার ইত্যাদি নানা ধরনের মানবাধিকারকে হেফাজত করা। এর সদস্য সংখ্যা– ৪৭। সদর দপ্তর জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

## Women Empowerment

**জাতিসংঘের ভূমিকা :** নারীর প্রতি বৈষম্য এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘ তার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ প্রণয়ন করে আসছে। যেমন–

- ১৯৪৮ সালে → মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র
- ১৯৪৯ সালে → মানব পাচার দমন ও পতিতাবৃত্তি অবসানের জন্য জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন
- ১৯৫১ সালে → আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO) কর্তৃক এক ধরনের কাজের জন্য নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে শ্রমিকের একই বেতন
- ১৯৬০ সালে → নারীদের কর্মসংস্থান ও পেশাক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ সনদ
- ১৯৭৫ সালে → নারী দিবস ঘোষণা
- ১৯৭৬ সালে → ১৯৮৫ নারী দশক ঘোষণা
- ১৯৭৯ সালে → নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ, যা CEDAW নামে অভিহিত
- ১৯৯২ সালে → রিও ডি জেনিরোতে পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকার স্বীকৃতি
- ১৯৯৩ সালে → অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা সম্মেলনে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি
- ২০০০ সালে → বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলন, যা নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়

## বিশ্ব নারী সম্মেলন

| তম | সাল | স্থান | | অংশগ্রহণকারী দেশ |
|---|---|---|---|---|
| | | শহর | দেশ | |
| ১ম | ১৯৭৫ | মেক্সিকো সিটি | মেক্সিকো | ১৩৩ |
| ২য় | ১৯৮০ | কোপেনহেগেন | ডেনমার্ক | ১৪৫ |
| ৩য় | ১৯৮৫ | নাইরোবি | কেনিয়া | ১৫৭ |
| ৪র্থ | ১৯৯৫ | বেইজিং | চীন | ১৮৯ |

## CEDAW

CEDAW (সিডও)-এর পূর্ণ রূপ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)। সমাজের পশ্চাৎপদতা ও বৈষম্য দূর করতে জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা করার আগে ১৯৪৬ সালের ২১ জুন গঠিত হয়েছিল কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন। নারীর মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি এবং এজন্য কী করতে হবে, তা সুপারিশ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। **১৯৭৯ সালে সিডও সনদ গৃহীত হয়।** এতে স্বাক্ষর শুরু হয় ১৯৮০ সাল থেকে। এ পর্যন্ত ১৮৫টিরও বেশি দেশ সিডও সনদ গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে প্রায় ১৬০টি দেশ সিডও সনদের ধারাগুলো তাদের জাতীয় সংবিধান ও আইনে যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। সিডও কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৩। সিডও দিবস পালিত হয় ৩ সেপ্টেম্বর। তিনটি মৌলিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সিডও সনদ– সমতা নীতি, বৈষম্যহীনতার নীতি এবং শরিক রাষ্ট্রের দায়দায়িত্বের নীতি।

সিডও সনদে ৩০টি ধারা রয়েছে। এটি নারীর জীবনে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে সব প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে সহায়ক। এ ধারাগুলো তিন ভাগে বিভক্ত। ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত ধারাগুলোয় নারী-পুরুষের সমতা-সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ১৭ থেকে ২২ পর্যন্ত ধারাগুলো সিডওর কর্মপদ্ধতি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের দায়িত্ব বিষয়ে। ২৩ থেকে ৩০ পর্যন্ত ধারাগুলো সিডও প্রশাসন-সংক্রান্ত।

## হ্যাশট্যাগ মি টু (#ME TOO)

যৌন নির্যাতন ও হয়রানির বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুরু হওয়া আন্দোলন হ্যাশট্যাগ মি টু। মার্কিন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী অ্যালিসা মিলানো যৌন নিপীড়ন ও হয়রানির ঘটনা প্রকাশ করতে নারীদের এগিয়ে আসতে হ্যাশট্যাগ মি টু আন্দোলন জনপ্রিয় করেন। হ্যাশট্যাগ মি টু ভারতসহ বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালিত হয় ২৫ নভেম্বর।

## বিশ্ব দিবস

- বিশ্ব নারী দিবস → ৮ মার্চ
- আন্তর্জাতিক ভোক্তা অধিকার দিবস → ১৫ মার্চ
- বর্ণবৈষম্য বিলোপ দিবস → ২১ মার্চ
- বিশ্ব পানি দিবস → ২২ মার্চ
- বিশ্ব আবহাওয়া দিবস → ২৩ মার্চ
- অটিজম সচেতনতা দিবস → ২ এপ্রিল
- বিশ্ব মুক্ত সংবাদপত্র দিবস → ২ এপ্রিল
- বিশ্ব ধরিত্রী দিবস → ২২ এপ্রিল
- বিশ্ব মেধাস্বত্ব দিবস → ২৬ এপ্রিল
- বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস → ৩ মে
- আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস → ২২ মে
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস → ২৯ মে

➢ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস → ৩১ মে
➢ বিশ্ব পরিবেশ দিবস → ৫ জুন
➢ আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু দিবস → ২০ জুন
➢ বিশ্ব শরণার্থী দিবস পালিত হয় → ২০ জুন
➢ আন্তর্জাতিক মাদক এবং পাচারবিরোধী দিবস → ২৬ জুন
➢ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস → ১১ জুলাই
➢ বিশ্ব আদিবাসী দিবস → ৯ আগস্ট
➢ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস → ৮ সেপ্টেম্বর
➢ আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস → ১৫ সেপ্টেম্বর
➢ বিশ্ব পর্যটন দিবস → ২৭ সেপ্টেম্বর
➢ আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস → ২ অক্টোবর
➢ বিশ্ব শিক্ষক দিবস → ৫ অক্টোবর
➢ বিশ্ব খাদ্য দিবস → ১৬ অক্টোবর
➢ প্যালেস্টাইন সংহতি দিবস → ২৯ নভেম্বর
➢ বিশ্ব এইডস দিবস → ১ ডিসেম্বর
➢ দুর্নীতিবিরোধী দিবস → ৯ ডিসেম্বর
➢ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস → ১০ ডিসেম্বর
➢ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস → ২০ ডিসেম্বর

## অনুশীলন পর্ব : নন-ক্যাডারসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

➢ WIPO-এর সদর দপ্তর → জেনেভা
➢ MDG-এর অন্যতম লক্ষ্য → ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করা
➢ প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের 14 points-এর কত নম্বর point-এ জাতিপুঞ্জের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে → ১৪
➢ ১৭৮৩ সালে ভার্সাইতে কয়টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় → ২টি
➢ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) শীর্ষ পদটির নাম → প্রশাসক
➢ কোন সংকটকে কেন্দ্র করে ১৯৫০ সালে 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' জাতিসংঘের মাধ্যমে পেশ করা হয় → কোরিয়া সংকট
➢ World Development Report বার্ষিক প্রকাশনা → World Bank
➢ IMF-এর সদর দপ্তর → ওয়াশিংটন ডিসি
➢ বিশ্বব্যাংক সংশ্লিষ্ট কোন সংস্থাটি স্বল্পোন্নত উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি খাতে আর্থিক সহায়তা ও উপদেশ দিয়ে থাকে → IFC
➢ জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য → ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চীন
➢ SDR (Special Drawing Rights) সুবিধা প্রবর্তনের জন্য কত সালে IMF-এর গঠন (Articles) সংশোধন করা হয়েছিল → ১৯৬৯
➢ UNHCR-এর সদর দপ্তর কোথায় → জেনেভা
➢ জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য → ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চীন
➢ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৪৫ সালে
➢ জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত → নিউইয়র্কে
➢ আটলান্টিক সনদে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটিশদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন → ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট ও উইন্সটন চার্চিল
➢ জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষর সম্মেলনে উপস্থিত না থেকেও যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয় → পোল্যান্ড (৫১তম)
➢ জাতিসংঘ যাত্রা শুরু করেছিল → ৫১টি দেশ নিয়ে
➢ ইয়াল্টা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় → ১৯৪৫ সালে
➢ জাতিসংঘ দিবস পালিত হয় → ২৪ অক্টোবর
➢ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র নির্বাচিত হয় → ২ বছরের জন্য
➢ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতি সভাপতিত্ব করেন → ১ মাসের
➢ জাতিসংঘের পতাকায় যে দুটি রং আছে → নীল ও সাদা
➢ জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব → অ্যান্তোনিও গুতেরেস
➢ জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয় → ১৯৪৫ সালে
➢ জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় → সানফ্রান্সিসকোর
➢ জাতিসংঘের সবচেয়ে ক্ষুদ্র সদস্যরাষ্ট্র → মোনাকো
➢ জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক দেশ → প্যালেস্টাইন
➢ জাতিসংঘের ইউরোপিয়ান দপ্তর অবস্থিত → জেনেভায়
➢ জাতিসংঘ কর্তৃক যে তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেওয়া হয় → ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯
➢ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য → আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
➢ জাতিসংঘ 'ফিলিস্তিনি দিবস' পালন করে → ২৯ নভেম্বর
➢ জাতিসংঘের প্রথম ন্যায়পাল → প্যাট্রিসিয়া ডুরাই
➢ যে দেশটি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য নয় → জার্মানি
➢ জাতিসংঘের পতাকায় যে গাছের প্রতীক দেখা যায় → জলপাই
➢ জাতিসংঘের সদর দপ্তর যে শহরে অবস্থিত → নিউইয়র্ক
➢ জাতিসংঘের প্রস্তাবক ছিলেন → রুজভেল্ট
➢ বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে → ১৯৭৪ সালে
➢ জাতিসংঘের প্রশাসনিক কাজ করে যে শাখা → জাতিসংঘ সচিবালয়
➢ জাতিসংঘ মহাসচিবের মেয়াদকাল → ৫ বছর
➢ জাতিসংঘ মোট যতটি অঙ্গ সংগঠন নিয়ে গঠিত → ৬টি
➢ আন্তর্জাতিক আদালত বিচারক নিয়ে গঠিত হয় → ১৫ জনের
➢ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় বক্তৃতা করেন → ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

## সেল্ফ টেস্ট : ৯ ও ১০

১. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে জাতিসংঘের মহাসচিব কে ছিলেন?
(ক) কফি আনান (খ) উথান্ট
(গ) দ্যাগ হ্যামারশোল্ড (ঘ) বুট্রোস ঘালি

২. জাতিসংঘের নবম মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস কত তারিখ থেকে দায়িত্ব পালন করছেন?
(ক) ১ জানুয়ারি ২০১৭ (খ) ১০ জানুয়ারি ২০১৭
(গ) ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ (ঘ) ২৬ জানুয়ারি ২০১৭

৩. জাতিসংঘের পতাকায় কোন দুটি রং আছে?
(ক) নীল ও লাল (খ) নীল ও সাদা
(গ) লাল ও সাদা (ঘ) সবুজ ও সাদা

৪. জাতিসংঘের কোন মহাসচিব বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) ট্রিগভেলি (খ) কুর্ট ওয়াল্ডহেইম
(গ) দ্যাগ হ্যামারশেল্ড (ঘ) উথান্ট

৫. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
(ক) ১৯০টি (খ) ১৯১টি (গ) ১৯২টি (ঘ) ১৯৩টি

৬. জাতিসংঘের উদ্দেশ্য কী?
(ক) যুদ্ধ বন্ধ করা
(খ) সদস্য দেশগুলোর সমস্যার সমাধান করা
(গ) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
(ঘ) আন্তর্জাতিক অর্থনীতি জোরদার করা

৭. নিম্নের কোন দেশটি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য নয়?
(ক) জার্মানি (খ) রাশিয়া
(গ) চীন (ঘ) ফ্রান্স

৮. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?
(ক) ১৩৬তম (খ) ১৩৭তম
(গ) ১৩৮তম (ঘ) ১৩৯তম

৯. নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কোন বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত হয়?
(ক) দ্বিতীয় (খ) তৃতীয় (গ) পঞ্চম (ঘ) ষষ্ঠ

১০. ১৯৬৫ সালের আগে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত ছিল?
(ক) ১৫টি (খ) ৬টি (গ) ১১টি (ঘ) ১০টি

১১. জাতিসংঘের কার্যকরী ভাষা দুটি হলো–
(ক) ইংরেজি ও চীনা (খ) ইংরেজি ও রুশ
(গ) ইংরেজি ও স্প্যানিশ (ঘ) ইংরেজি ও ফরাসি



১২. জাতিসংঘের কততম সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন?
(ক) ২৯তম (খ) ৩০তম (গ) ৩৬তম (ঘ) ৩৯তম

১৩. জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়–
(ক) ২৪ অক্টোবর (খ) ২৪ আগস্ট
(গ) ২৪ ডিসেম্বর (ঘ) ২৪ নভেম্বর

১৪. জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা কোনটি?
(ক) বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (খ) আন্তর্জাতিক আদালত
(গ) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ঘ) আন্তর্জাতিক রেডক্রস

১৫. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
(ক) নিউইয়র্ক (খ) প্যারিস
(গ) লন্ডন (ঘ) ওয়াশিংটন

১৬. বাংলাদেশ কোন সাল থেকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কাজ করছে?
(ক) ১৯৮৮ (খ) ১৯৮৫
(গ) ১৯৮২ (ঘ) ১৯৭৯

১৭. কোন তথ্যটি সঠিক নয়?
(ক) SDG লক্ষ্য ১৭টি (খ) MDG লক্ষ্য ৮টি
(গ) SDG লক্ষ্য ১৫টি (ঘ) সিডও সনদে ৩০টি ধারা রয়েছে

১৮. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতি সভাপতিত্ব করেন কত মাসের–
(ক) ১ (খ) ২ (গ) ৬ (ঘ) ১২

১৯. কোন সংকটকে কেন্দ্র করে ১৯৫০ সালে 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' জাতিসংঘের মাধ্যমে পেশ করা হয়?
(ক) ভিয়েতনাম সংকট (খ) সাইপ্রাস সংকট
(গ) কোরিয়া সংকট (ঘ) প্যালেস্টাইন

২০. বাংলাদেশের কোন অনুষ্ঠানটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে?
(ক) একুশের প্রভাত ফেরী (খ) মঙ্গল শোভাযাত্রা
(গ) রথ যাত্রা (ঘ) একুশের বই মেলা

২১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন–
(ক) কফি আনান (খ) কুর্টওয়াল্ড হেইম
(গ) দ্যাগ হ্যামারশোল্ড (ঘ) উথান্ট

২২. আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কোন দেশে অবস্থিত?
(ক) ব্রিটেন (খ) নেদারল্যান্ডস
(গ) ইতালি (ঘ) পোল্যান্ড

২৩. জাতিসংঘে 'Genocide Convention' স্বাক্ষরিত হয়–
(ক) ১৯৮৪ সালে (খ) ১৯৪৮ সালে
(গ) ১৯৭৯ সালে (ঘ) ১৯৭২ সালে

২৪. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে (Security Council) অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র কত বছরের জন্য নির্বাচিত হন–
(ক) ৫ বছর (খ) ৩ বছর (গ) ২ বছর (ঘ) ১ বছর

২৫. কোন সংস্থা বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা ঘোষণা করে থাকে?
(ক) ডব্লিউএইচও (WHO) (খ) ইউএনডিপি (UNDP)
(গ) ইউনিসেফ (UNICEF) (ঘ) ইউনেস্কো (UNESCO)

২৬. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের সময়কাল কত?
(ক) ২০১০-২০২৫ (খ) ২০২০-২০৩০
(গ) ২০১৬-২০৩০ (ঘ) ২০১৬-২০৩৬

২৭. জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে কোন দিনটির স্বীকৃতি দেয়?
(ক) ১ জানুয়ারি (খ) ১১ জানুয়ারি (গ) ৮ মার্চ (ঘ) ৫ অক্টোবর

২৮. বিশ্ব খাদ্য দিবস কোনটি?
(ক) ১৬ অক্টোবর (খ) ১৬ নভেম্বর (গ) ১৭ অক্টোবর (ঘ) ১৭ নভেম্বর

২৯. বিশ্বব্যাংকের Soft Loan Window কোনটি?
(ক) MIGA (খ) IBRD (গ) IDA (ঘ) IFC

৩০. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সদর দপ্তর কোথায়?
(ক) New York (খ) Geneva
(গ) Vienna (ঘ) Washington DC

# লেকচার-১১

আলোচ্য বিষয় : ভূরাজনীতি (ধারণা, সমুদ্র আইন, সামরিক ঘাঁটি, বিরোধপূর্ণ এলাকা যেমন- বিরোধপূর্ণ দ্বীপ, বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ড, বিরোধপূর্ণ সাগর, বিরোধপূর্ণ নদী।)

## ৩৫-৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নোত্তর

➢ মংডু কোন দুটি দেশের সীমান্ত এলাকা → বাংলাদেশ-মিয়ানমার [৩৫তম বিসিএস]
➢ উইঘুর কী → চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠী [৩৫তম বিসিএস]
➢ প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের সদর দপ্তর হচ্ছে → ইসকোসুক [৩৫তম বিসিএস]
➢ ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইনসংক্রান্ত কনভেনশন অনুযায়ী একটি উপকূলীয় রাষ্ট্রের মহীসোপানের (Continental Shelf) সীমা হবে ভিত্তিরেখা থেকে → ৩৫০ নটিক্যাল মাইল [৩৫তম বিসিএস]
➢ সুয়েজ খাল কোন বছর চালু হয় → ১৮৬৯ সালে [৩৬তম বিসিএস]
➢ 'Law of the Sea Convention' অনুযায়ী উপকূল থেকে কত দূরত্ব পর্যন্ত 'Exclusive Economic Zone' হিসেবে গণ্য করা হয় → ২০০ নটিক্যাল মাইল [৩৭তম বিসিএস]
➢ চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসকারী প্রধান মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম কী → উইঘুর [৩৭তম বিসিএস]
➢ সলোমন-দ্বীপপুঞ্জ কোন মহাসাগরে অবস্থিত → প্রশান্ত মহাসাগর [৩৭তম বিসিএস]
➢ 'কালাপানি' কোন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অমীমাংসিত ভূখণ্ড → নেপাল-ভারত [৩৭তম বিসিএস]
➢ কোন দেশটি ইউরোপের বাল্টিক অঞ্চলে অবস্থিত নয়? → অস্ট্রিয়া [৪০তম বিসিএস]
➢ চীনের জিনজিয়াং (Xinjiang) প্রদেশের মুসলিম গোষ্ঠীর নাম → উইঘুর [৪৩তম বিসিএস]
➢ সিয়াচেন হিমবাহ (Siachen Glaciar) কোন দুটি দেশের মধ্যে অবস্থিত? → ভারত ও পাকিস্তান [৪৬তম বিসিএস]
➢ আলেপ্পো শহরটি কোন দেশে অবস্থিত? → সিরিয়া [৪৬তম বিসিএস]

## ভূরাজনীতি

ভূরাজনীতি বা (Geopolitics) শব্দটি জার্মান 'Geopolitik' শব্দের ইংরেজি রূপ। শব্দ দুটি এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে- 'Geo' অর্থ (earth) এবং 'Politikos' অর্থ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, যা এই দুটি বিষয়কে সম্পর্কযুক্ত করে। ভৌগোলিক বিষয়গুলো কীভাবে পররাষ্ট্রনীতি ও রাজনৈতিক প্রপঞ্চগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে, তা দেখাই ভূরাজনীতির কাজ। রাজনৈতিক ক্রিয়া, রাজনৈতিক শক্তি এবং ভৌগোলিক বিন্যাসের সম্পর্ক বিশ্লেষণই হচ্ছে ভূরাজনীতি।

# বিশ্বের আলোচিত অঞ্চল

## সেভেন সিস্টারস

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সাতটি রাজ্যকে সেভেন সিস্টারস বলা হয়। রাজ্যগুলো হলো আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড ও মণিপুর।

➢ বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্তরাজ্য ৫টি।
➢ বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের সীমান্তরাজ্যে ৩টি।
➢ বাংলাদেশের পূর্বে ভারতের সীমান্তরাজ্যে ৩টি ও মিয়ানমার।
➢ বাংলাদেশের দক্ষিণে মিয়ানমারের কিছু অংশ ও বঙ্গোপসাগর।

## চিকেনস নেক : শিলিগুড়ি করিডোর

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে দেশের অবশিষ্ট অংশের সংযোগ রক্ষাকারী একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত এই ভূখণ্ডের আকৃতি মুরগির ঘাড়ের মতো বলে একে চিকেনস নেক নামে অভিহিত করা হয়। এই ভূখণ্ডের প্রস্থ ২১ থেকে ৪০ কিলোমিটার। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় বৃহত্তর বাংলা প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হলে শিলিগুড়ি করিডোরের সৃষ্টি হয়।

## ডোকলাম সংকট

২০১৭ সালের জুন মাসে ভুটান বিতর্কিত ডোকলাম অঞ্চলে চীনের রাস্তা নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ভারত এক্ষেত্রে ভুটানের পক্ষাবলম্বনকারী তৃতীয় পক্ষ। ভারত মনে করে, এই রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে চীন অত্যন্ত কৌশলগত শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে প্রভাব প্রসারিত করার চেষ্টা করছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চীনের অংশ হিসেবে ডোকলাম চিত্রায়িত মানচিত্র প্রকাশ করে।

## ইন্দোচীন

ইন্দোচীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি অঞ্চল। এই অঞ্চল ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া নিয়ে গঠিত। ফরাসি উপনিবেশবাদীরা এই দেশগুলো দখল করে ইন্দোচীন নাম দেয়। এশিয়ায় ফরাসি শাসনের মূলভিত্তি ছিল এই অঞ্চল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান এই অঞ্চল দখল করে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই অঞ্চল থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজের যাত্রা শুরু করেন।

## বলকান রাষ্ট্র

তুর্কি শব্দ 'বলকান'-এর অর্থ পার্বত্যাঞ্চল। ভৌগোলিক পরিভাষায় বলকান হলো উপদ্বীপ। এ অঞ্চলের দেশগুলো হলো– ১. বুলগেরিয়া, ২. রুমানিয়া, ৩. আলবেনিয়া, ৪. গ্রিস, ৫. সার্বিয়া, ৬. তুরস্ক, ৭. মেসিডোনিয়া, ৮. স্লোভেনিয়া, ৯. ক্রোয়েশিয়া, ১০. বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ১১. মন্টেনিগ্রো, ১২. কসোভো।

## বাল্টিক রাষ্ট্র

বাল্টিক রাষ্ট্র বলতে উত্তর ইউরোপে বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোকে বোঝায়। এই অঞ্চলে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া এবং লিথুনিয়া– এই তিনটি দেশ রয়েছে। বাল্টিক অঞ্চলের দেশ ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া, সুইডেন।

## সাবেক যুগোস্লাভিয়া

১৯৯২ সালে ১ মার্চ সাবেক যুগোস্লাভিয়া ভেঙে ৭টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে– সার্বিয়া, মেসিডোনিয়া, স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, মন্টেনিগ্রো, কসোভো।

## GCC-ভুক্ত দেশগুলো

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী তেলসমৃদ্ধ ছয় আরব রাজতন্ত্রের জোটের নাম গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল বা জিসিসি। তাদের মূল লক্ষ্য রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখা।

**টেকনিক : ওমা সৌদি বেয়াইন আমারে কাতুকুতু দেয়**

- ওমা → ওমান
- সৌদি → সৌদি আরব
- বেয়াইন → বাহরাইন
- আমারে → সংযুক্ত আরব আমিরাত
- কাতু → কাতার
- কুতু → কুয়েত

পারস্য উপসাগরীয় দেশ– GCC + ইরাক, ইরান
আরব উপদ্বীপ–GCC + ইয়েমেন

## হর্ন অব আফ্রিকার দেশগুলো

হর্ন অব আফ্রিকা ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। চীন বহির্বিশ্বে প্রথম নৌঘাঁটি স্থাপন করে হর্ন অব আফ্রিকার জিবুতিতে।

**টেকনিক : সই প্রশ্নটা ইজি**

- স → সোমালিয়া
- ই → ইথিওপিয়া
- ই → ইরিত্রিয়া
- জি → জিবুতি

## স্ক্যান্ডিনেভিয়া

উত্তর ইউরোপের পাঁচটি দেশ ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পরস্পর একতাবদ্ধ। মানব উন্নয়ন, দুর্নীতিমুক্ত, কল্যাণকর রাষ্ট্রের তালিকায় তাদের অবস্থান সবসময় প্রথম দিকে থাকে। দেশগুলো হলো– ১. আইসল্যান্ড, ২. সুইডেন, ৩. নরওয়ে, ৪. ডেনমার্ক ও ৫. ফিনল্যান্ড।

## আরাকান

আরাকান মিয়ানমারের একটি অঙ্গরাজ্য। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত এবং অতিপ্রাচীনকাল থেকে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

## জিনজিয়াং

জিনজিয়াং চীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। বর্তমানে উইঘুররা মূলত চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলে বসবাস করে। উইঘুর মধ্য এশিয়ায় বসবাসরত তুর্কি বংশোদ্ভূত একটি জাতিগোষ্ঠী। উইঘুররা এই অঞ্চলের সরকারিভাবে স্বীকৃত ৫৬টি নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অন্যতম।

## ওরিয়েন্টাল অঞ্চল

'ওরিয়েন্ট' অর্থ পূর্ব। 'ওরিয়েন্টাল অঞ্চল' বলতে পৃথিবীর পূর্ব অংশের দেশগুলোকে বোঝায়। যেমন– জাপান, চীন, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, তাইওয়ান, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মিয়ানমার, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।

## চেচনিয়া

চেচনিয়া হচ্ছে রাশিয়ার অন্তর্গত একটি ককেশীয় মুসলিম প্রজাতন্ত্র। এর রাজধানীর নাম গ্রোজনি। ১৯৯১ সালে চেচনিয়া একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, যা রাশিয়া অবৈধ বলে গণ্য করে। বর্তমান রুশ-চেচনিয়া শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সেখানে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছে।

## ওকিনাওয়া

এটা প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর অবস্থিত একটি দ্বীপ। এটা জাপান থেকে প্রায় ৩০০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই দ্বীপটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। কিন্তু জাপান সরকার এ দ্বীপের মালিকানা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরের ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করে। অতঃপর ১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের কাছে এ দ্বীপটি হস্তান্তর করে।

## পশ্চিম সাহারা

আফ্রিকার মরুভূমির ওপর **ফসফেট-সমৃদ্ধ অঞ্চল**। এটার সাবেক নাম স্পেনীয় সাহারা। আয়তনে ১ লাখ ৩ হাজার বর্গমাইল হলেও এর লোকসংখ্যা মাত্র ৭৫ হাজার। ১৯৭৪ ও ১৯৭৬ সালের গোড়ার দিকে এ অঞ্চলের অধিকারকে কেন্দ্র করে **মরক্কো, মৌরিতানিয়া ও আলজেরিয়ার মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং সংঘর্ষ বাধে। অবশেষে দেশটিকে মৌরিতানিয়া ও মরক্কো ভাগাভাগি করে নেয়।** সম্প্রতি মৌরিতানিয়া সাহারার অংশ ছেড়ে দিলে মরক্কো তা দখল করে নেয়।



## দিয়াগো গার্সিয়া

চাগোজ দ্বীপপুঞ্জটি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। আর এই দ্বীপপুঞ্জের একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ হচ্ছে গিয়াগো গার্সিয়া। এই দ্বীপটি ভারতের কুমারিকা অন্তরীপ থেকে ১৪০০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এর আয়তন ৫২ বর্গমাইল। একসময় এই দ্বীপটি মরিশাসের অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীতে ব্রিটেন এই দ্বীপটি দখল করে। এর পর ব্রিটেন দ্বীপটি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে লিজ হিসেবে প্রদান করে। বর্তমানে এই স্থানে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী নৌঘাঁটি রয়েছে।** এই নৌঘাঁটিতে পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত রয়েছে। ঠান্ডা লড়াইয়ের সময় এই ঘাঁটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ যুক্তরাষ্ট্র এই ঘাঁটি থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া– এই তিনটি মহাদেশে প্রয়োজনমতো সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পেত।

## মিন্দানাও

মিন্দানাও হচ্ছে ফিলিপাইনের একটি দ্বীপ। এই দ্বীপটির অধিকাংশ জনসংখ্যাই মুসলমান। এই মুসলিম জনগণ দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। এই লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে Moro National Liberation Front (MNLF)।

## পশ্চিম তীর

এটি একটি পার্বত্য মরুভূমি অঞ্চল। ১৯৮৮ সালে এই পশ্চিমতীর ও গাজা ভূখণ্ড নিয়ে তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিসে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের ফলে পশ্চিমতীরের অনেকাংশ ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ফিলিস্তিন স্বায়ত্তশাসনের চুক্তিমতে এই পশ্চিমতীরের জেরিকো শহরকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## সিনাই

এটা আরব প্রজাতন্ত্রের উত্তর-পূর্বাংশে একটি উপদ্বীপ। লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্তে সুয়েজ উপসাগর ও আকাবার মাঝখানে এর অবস্থান। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় ইসরাইল এই এলাকাটি মিশরের কাছ থেকে দখল করে নেয়। এরপর ১৯৭৮ সালের ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির ফলে ইসরাইল এলাকাটি মিশরের কাছে হস্তান্তর করে এবং সেখান থেকে ইসরাইলি সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে এই এলাকা থেকে ইসরাইলি সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়।

## ওয়াটারলু

বেলজিয়ামে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এই স্থানেই ১৮১৫ সালে ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন ব্রিটেনের কাছে পরাজিত হয়। ওয়াটারলুর যুদ্ধই এ স্থানের নাম স্মরণ করিয়ে দেয়।

## সেন্ট হেলেনা

আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের নাম সেন্ট হেলেনা। এটা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে ১২০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এর রাজধানীর নাম জেমসটাইন। আয়তন ৪৭ বর্গমাইল। এর লোকসংখ্যা ৫ হাজার। এটা ব্রিটিশ কলোনি বলে অভিহিত। নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে এ স্থানে নির্বাসন দেওয়া হয় এবং এখানে তার মৃত্যু হয়।

## মধ্যপ্রাচ্য

এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী একটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত বলে একে মধ্যপ্রাচ্য বলা হয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে এই অঞ্চল নানা কারণে বিখ্যাত ছিল। ধর্মীয় কারণে এই অঞ্চল যুগে যুগে বিখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর বুকে যেমন ইহুদি, খ্রিষ্ট, ইসলাম ইত্যাদি ধর্মের আবির্ভাব, প্রচার ও প্রসার এই অঞ্চলে হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বা জনপদে পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ১৮টি দেশ রয়েছে।

## মাইক্রোনেশিয়া

মাইক্রোনেশিয়া শব্দের অর্থ 'ক্ষুদ্র দ্বীপ'। ওশেনিয়া মহাদেশে নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী দ্বীপগুলো মাইক্রোনেশিয়া অঞ্চল নামে পরিচিত। এ অঞ্চলের দ্বীপগুলো হলো– ১. ফেডারেল স্টেট অব মাইক্রোনেশিয়া, ২. মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, ৩. কিরিবাতি, ৪. নাউরু, ৫. পালাউ।

## মিলেনেশিয়া

মিলেনেশিয়া শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণদ্বীপ'। ব্রিটিশ নৌ-অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন কুক অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দ্বীপগুলো আবিষ্কার করেন। এ অঞ্চলগুলো হলো– ১. ফিজি, ২. ভানুয়াতু, ৩. পাপুয়া নিউগিনি ও ৪. সলোমন দ্বীপপুঞ্জ।

## পলিনেশিয়া

পলিনেশিয়া শব্দের অর্থ বহুদ্বীপ। এ অঞ্চলের অন্তর্গত দ্বীপগুলো হলো– ১. সামোয়া, ২. টুভ্যালু ও ৩. টোঙ্গা।

## ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র

যে দেশের অভ্যন্তরে এক বা একাধিক স্বাধীন দেশ অবস্থিত, তাকে ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র বলে। পৃথিবীতে ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র ২টি– ইতালি ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

## অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র

যে দেশের সীমানা একটি মাত্র দেশ দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তাকে অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র বলে। পৃথিবীতে অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রের সংখ্যা ৪। যেমন– সানম্যারিনো, ভ্যাটিকান সিটি, লেসেথো ও সোয়াজিল্যান্ড। সানম্যারিনোও ভ্যাটিকান ইতালির মাঝে অবস্থিত। লেসেথো ও সোয়াজিল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকার মাঝে অবস্থিত।

## ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া সংকট

- ক্রিমিয়া উপদ্বীপ অবস্থিত → কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে
- ক্রিমিয়া বর্তমানে → রাশিয়া ফেডারেশনের অংশ
- ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছে হস্তান্তর করেন → সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ (১৯৫৪)
- ঐতিহাসিক ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় → ১৮৫৩-১৮৫৬ সালে
- ক্রিমিয়ার রাজধানী → সিমফারপোল
- ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করায় যে সংস্থা থেকে রাশিয়ার সদস্যপদ বাতিল করা হয় → G-8 (বর্তমানে G-7)
- ক্রিমিয়ার ঐতিহাসিক শহর → ইয়াল্টা
- ক্রিমিয়ার আদিবাসীদের প্রধান ভাষা → রুশ
- রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বিতর্কিত নৌঘাঁটি → সেভাস্তোপোল
- ইউক্রেনের রাজধানী → কিয়েভ
- ইউক্রেনে অরেঞ্জ বিপ্লব হয় → ২০০৪ সালে

## বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিরোধপূর্ণ সীমান্ত

- কালাপানি, লিপুলেখ ও লিম্পিয়াধুরা → ভারত ও নেপালের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সীমান্ত। যেগুলো বর্তমান ভারতের দখলে
- আকসাই চীন → কাশ্মীরের লাদাখ ও চীনের জিনজিয়াং অংশে অবস্থিত ভারত ও চীনের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ সীমান্ত। বর্তমানে চীনের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের সময় চীন ভারতের কাছ থেকে দখল করে নেয়
- লাদাখ, অরুণাচল → ভারত ও চীনের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সীমান্ত। বর্তমানে ভারতের নিয়ন্ত্রণে
- নাগোর্নো-কারাবাখ → আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যে বিরোধপূর্ণ সীমান্ত
- মংডু ও ঘুনধুম → বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সীমান্ত
- খাইবার গিরিপথ → পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সীমান্ত
- কারগিল → ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অবস্থিত। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অস্ত্রসজ্জিত সীমান্ত

- সিয়েচেন-হিমবাহ → কাশ্মীরের অবস্থিত বিশ্বের উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্র। বর্তমানে এটি ভারতের দখলে
- প্রিয়া বিহার মন্দির → থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে বিরোধপূর্ণ সীমান্ত। বর্তমানে কম্বোডিয়ার দখলে
- গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল → মিয়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল
- গোল্ডেন ক্রিসেন্ট → আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান সীমান্তে অবস্থিত আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল
- গোল্ডেন ওয়েজ → বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল সীমান্ত, যা মাদক পাচার ও চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত
- গোল্ডেন ভিলেজ → বাংলাদেশে কুষ্টিয়া জেলার ২৬টি গ্রামকে গাঁজা উৎপাদনের জন্য 'গোল্ডেন ভিলেজ' বলা হয়

## সামরিক ঘাঁটি

| ঘাঁটির নাম | অবস্থান | মালিকানা | বিশেষ তথ্য |
|---|---|---|---|
| ইউকুসুকু | প্রশান্ত মহাসাগর | জাপান | মার্কিন সপ্তম নৌ বহরের কেন্দ্র (১৯৪৩ থেকে) |
| মিনা সলোমন | পারস্য উপসাগর | বাহরাইন | মার্কিন পঞ্চম নৌ বহরের কেন্দ্র |
| ওকিনাওয়া | প্রশান্ত মহাসাগর | জাপান | মার্কিন সামরিক ঘাঁটি; রাইউকিউ দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ ওকিনাওয়ায় |
| গুয়াম | প্রশান্ত মহাসাগর | যুক্তরাষ্ট্র | মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। মার্কিন টেরিটরির অংশ। রাজধানী হাগানা। |
| দিয়াগো গার্সিয়া | ভারত মহাসাগর | যুক্তরাজ্য | ১৯৬৮ সাল থেকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। মালিকানা ব্রিটেনের। |
| গুয়ান্তানামো | ক্যারিবিয়ান সাগরের উপকূলে | যুক্তরাষ্ট্র | ১৯০৩ থেকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। ক্যাম্প এক্সরে ও ক্যাম্প ডেল্টা নামে কারাগার স্থাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। |

## সমুদ্রবিষয়ক আইন

সমুদ্রের সীমা ও ব্যবহার সম্পর্কে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইন রয়েছে। এ আইন প্রয়োগ করার জন্য পৃথক আদালতও আছে, যা International Tribunal for the Law of the Sea নামে পরিচিত। ১৯৮২ সালে সমুদ্র আইন নিয়ে জাতিসংঘের তৃতীয় সম্মেলনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সালে কনভেনশনটি কার্যকর হয়। ১৯৯৫ সালে ভারত এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করে, মিয়ানমার স্বাক্ষর করে ১৯৯৬ সালে এবং বাংলাদেশ ২০০১ সালে। ১৯৫৮ সালের মহীসোপান কনভেনশন ও ১৯৮২ সালের UNCLOS III অনুযায়ী–

**তটদেশীয় অঞ্চল :** তীরভূমির যে ছানের মধ্যে জোয়ারভাটার সময় পানি ওঠানামা করে, তাকে তটদেশীয় অঞ্চল বলে।

**ঝিনুক অঞ্চল :** তটদেশীয় অঞ্চলের পর থেকে মহীসোপানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে ঝিনুক অঞ্চল বলা হয়।

**ভিত্তি রেখা (Base Line):** উপকূলীয় যে রেখা হতে সমুদ্রের দিকে একটি রাষ্ট্রের সমুদ্র অঞ্চল মাপা হয় তাই ভিত্তি রেখা। সাধারণত ভাটার সময় উপকূলের নিম্নতম জলরেখাকে ভিত্তি রেখা ধরা হয়। সন্নিকটে দ্বীপমালা থাকলে বা উপকূলীয় রেখা গভীর খাতযুক্ত থাকলে সমুদ্রসীমা পরিমাপে উপযুক্ত বিন্দুসমূহ সংযোগের মাধ্যমে একাধিক সরল রেখা অঙ্কন করে ভিত্তি রেখা নির্ধারণ করতে হয়। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে উপকূলীয় সমুদ্রের ১০ ফ্যাদম (৬০ ফুট) গভীরতা পর্যন্ত ভিত্তিরেখা হিসেবে গ্রহণ করে।

**রাজনৈতিক সীমা বা উপকূলীয় সীমা :** ভিত্তিরেখা (সর্বশেষ ভাটা) থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল।

**সংলগ্ন সীমা বা Contiguous Zone:** ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইনবিষয়ক কনভেনশনের ৩৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভিত্তিরেখা হতে ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একটি রাষ্ট্রের সংলগ্ন অঞ্চল।

**অর্থনৈতিক সীমা বা Exclusive Economic Zone:** ভিত্তিরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন ১৯৮২-এর ৫৬(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, বিশেষায়িত অর্থনৈতিক এলাকার সামুদ্রিক ভূপৃষ্ঠ এ অবস্থিত সকল প্রকার জীবন্ত ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সামুদ্রিক উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিকার আছে, বিশেষায়িত অর্থনৈতিক এলাকায় উপকূলবর্তী রাষ্ট্র বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করতে ছাপনা তৈরি করতে পারবে।

**মুক্ত সমুদ্র বা Open Sea:** ভিত্তিরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইলের পর তথা একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের পর থেকে সাগর সবার জন্য উন্মুক্ত। মৎস্য আহরণ, জাহাজ চলাচল, সামুদ্রিক গবেষণা ইত্যাদির জন্য এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের প্রতি সহনশীল থাকবে।

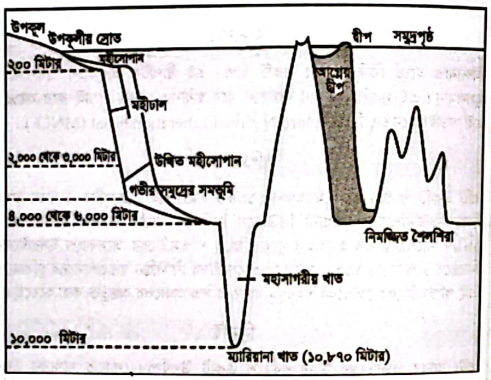


**মহীসোপান :** পৃথিবীর মহাদেশসমূহের চারদিকে স্থলভাগের কিছু অংশ অল্প ঢালু হয়ে সমুদ্রের পানির মধ্যে নেমে গেছে। এরূপে সমুদ্রের উপকূলরেখা থেকে তলদেশ ক্রম নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। মহীসোপানের সমুদ্রের পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ১৫০ মিটার। এটি ১° কোণে সমুদ্র তলদেশে নিমজ্জিত থাকে। গড় প্রশস্ততা ৭০ মি. কিলোমিটার। সবচেয়ে উপরের অংশকে উপকূলীয় ঢাল বলে। বিস্তৃতি সর্বত্র সমান নয়। উপকূলভাগের বন্ধুরতার ওপর এর বিস্তৃতি নির্ভর করে। উপকূল যদি বিস্তৃত সমভূমি সমৃদ্ধ হয়, তবে মহীসোপান অধিক প্রশস্ত হয়। মহাদেশের উপকূলে পর্বত বা মালভূমি থাকলে মহীসোপান সংকীর্ণ হয়। ইউরোপের উত্তরে বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকায় উত্তর মহাসাগরের মহীসোপান খুবই প্রশস্ত (প্রায় ১,২৮৭ কিলোমিটার)। আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ ছান মালভূমি বলে এর পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মহীসোপান খুবই সরু। স্থলভাগের উপকূলীয় অঞ্চল নিমজ্জিত হওয়ার ফলে অথবা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য হওয়ার কারণে মহীসোপানের সৃষ্টি হয়। এছাড়া সমুদ্রতটে সমুদ্রতরঙ্গও ক্ষয়ক্রিয়ার দ্বারা মহীসোপান গঠনে সহায়তা করে থাকে। United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)-এর ১৯৮২ সালের কনভেনশনের অধ্যায় ৬-এর ধারা নং-৭৬(৪) এ মহীসোপানের দূরত্ব ৩৫০ নটিক্যাল মাইল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার)।

**মহীঢাল (Continental Slope):** মহীসোপানের শেষ সীমা থেকে ভূভাগ হঠাৎ খাড়াভাবে নেমে সমুদ্রের গভীর তলদেশের সঙ্গে মিশে যায়। এ ঢালু অংশকে মহীঢাল বলে। সমুদ্রে এর গভীরতা ২০০ থেকে ৩,০০০ মিটার। সমুদ্র তলদেশের এ অংশ অধিক খাড়া হওয়ার জন্য প্রশস্ত কম হয়। এটি গড়ে প্রায় ১৬ থেকে ৩২ কিলোমিটার প্রশস্ত। মহীঢালের উপরিভাগ সমান নয়। অসংখ্য আন্তঃসাগরীয় গিরিখাত অবস্থান করায় তা খুবই বন্ধুর প্রকৃতির। এর ঢাল মৃদু হলে জীবজন্তুর দেহাবশেষ, পলি প্রভৃতির অবক্ষেপণ দেখা যায়।

**গভীর সমুদ্রের সমভূমি :** মহীঢাল শেষ হওয়ার পর থেকে সমুদ্র তলদেশে যে বিস্তৃত সমভূমি দেখা যায় তাকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলে। এর গড় গভীরতা ৫,০০০ মিটার। এ অঞ্চলটি সমভূমি নামে খ্যাত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বন্ধুর। কারণ গভীর সমুদ্রের সমভূমির ওপর জলমগ্ন বহু শৈলশিরা ও উচ্চভূমি অবস্থান করে। আবার কোথাও রয়েছে নানা ধরনের আগ্নেয়গিরি। এ সমস্ত উচ্চভূমির কোনো কোনোটি আবার জলরাশির ওপর দ্বীপরূপে অবস্থান করে। সমুদ্রের এ গভীর অংশে পলিমাটি, সিন্ধুমল, আগ্নেয়গিরি থেকে উত্থিত লাভা ও সূক্ষ্ম ভস্ম প্রভৃতি সঞ্চিত হয়। এ সকল সঞ্চিত পদার্থ স্তরে স্তরে জমা হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি করে। সমুদ্রের অভ্যন্তরে অনেক আগ্নেয়গিরি অবস্থান করছে। ঐসব আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বেরিয়ে এসে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হয়ে শৈলশিরার ন্যায় ভূমিরূপ গঠন করেছে। এগুলোই নিমজ্জিত শৈলশিরা নামে পরিচিত। যেমন– আটলান্টিক শৈলশিরা।

**গভীর সমুদ্র খাত (Submarine Canyon):** গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চলের মাঝে মাঝে গভীর খাত দেখা যায়। এ সকল খাতকে গভীর সমুদ্রখাত বলে। পাশাপাশি অবস্থিত মহাদেশীয় ও সামুদ্রিক প্লেট সংঘর্ষের ফলে সমুদ্র খাত প্লেট সীমানায় অবস্থিত। এ প্লেট সীমানায় ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি অধিক হয় বলেই এ সকল খাত সৃষ্টি হয়েছে। এ খাতগুলো অধিক প্রশস্ত না হলেও খাড়া ঢালবিশিষ্ট। এদের গভীরতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,৪০০ মিটারের অধিক। প্রশান্ত মহাসাগরেই গভীর সমুদ্রখাতের সংখ্যা অধিক। এর অধিকাংশই পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এ সকল গভীর সমুদ্র খাতের মধ্যে গুয়াম দ্বীপের ৩২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ম্যারিয়ানা খাত (Mariana trench) সর্বাপেক্ষা গভীর। এর গভীরতা প্রায় ১০,৮৭০ মিটার এবং এটাই পৃথিবীর গভীরতম খাত। এছাড়া আটলান্টিক মহাসাগরের পোর্টোরিকো খাত (৮,৫৩৮ মিটার), ভারত মহাসাগরের শুন্ডা খাত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

**ITLOS:** পূর্ণ রূপ International Tribunal for the Law of the Sea। সদর দপ্তর **হামবুর্গ, জার্মানি**। প্রতিষ্ঠা ১০ নভেম্বর ১৯৯৪। বাংলাদেশ যখন 'দি টেরিটোরিয়াল ওয়াটার অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট-১৯৭৪' নামক আইন বলে বেজলাইন থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন দাবি করে। তখন থেকে বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমার ও ভারতের সমুদ্র বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। সমুদ্রসীমা নির্ধারণ পদ্ধতি ছিল বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমার বিরোধের মূল দিক। বিরোধ নিরসনে বিভিন্ন সময় আলোচনা হলে ও সমস্যার সুরাহা সম্ভব হয়নি। ফলে বাংলাদেশ ২০০৯ সালে ৮ অক্টোবর বিষয়টি আন্তর্জাতিক সালিশে নিয়ে যায়। ITLOS ২০১২ সালের ১৪ মার্চ বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যকার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে এক যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করে। এই রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার উপকূল থেকে বঙ্গোপসাগরের ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। পাশাপাশি এর বাইরে বিশেষ করে মহীসোপান ছাড়িয়ে সামুদ্রিক সম্পদের ওপরও অধিকার লাভে সমর্থ হয়। ITLOS সমদূরত্ব অনুযায়ী এ রায় দেয়। ইটলসের রায়ে বাংলাদেশ পেয়েছে ১,১১,৬৩১ বর্গকিলোমিটার এবং মিয়ানমারের অংশে পড়েছে ১,৭১,৮৩২ বর্গকিলোমিটার। এছাড়া সমুদ্রে অবস্থিত ১৭টি ব্লকের মধ্যে ১৭টি ব্লকের মালিকানাই পায় বাংলাদেশ। সমুদ্রবক্ষের এই এলাকা প্রচুর তেল-গ্যাসসমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে পরিচিত। গভীর সমুদ্র জলরাশিতে মৎস্যসম্পদের পর্যাপ্ততা যেমন দেখা যায় ঠিক সমুদ্রের তলদেশেও রয়েছে প্রচুর খনিজ সম্পদ।

**PCA:** পূর্ণ রূপ Permanent Court of Arbitration। গঠিত হয় ১৮৯৯ সালে। **সদর দপ্তর দ্য হেগ, নেদারল্যান্ডস**। ২০১৪ সালের ১৪ জুলাই নেদারল্যান্ডসের ছায়ী সালিশি আদালতের রায়ে বঙ্গোপসাগরের বিরোধপূর্ণ ২৫ হাজার ৬০২ বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকা বাংলাদেশ পেয়েছে। বাকি ছয় হাজার ১৩৫ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র ভারত। ভারতের দাবীকৃত ১০টি গ্যাস ব্লকই বাংলাদেশ পেয়েছে। ৫০ বর্গকিলোমিটারের মতো একটি এলাকাকে 'গ্রে এরিয়া' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার মালিক বাংলাদেশ তবে মৎস্য আহরণে ভারতের অধিকার থাকবে। তবে পানির নিচে তলিয়ে যাওয়া দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ বঙ্গোপসাগরের যে জায়গাটিতে ছিল, তা ভারতের সীমানায় পড়েছে।

## বিখ্যাত খাল

**খাল :** দুটি জলাধারকে সংযোগ করার জন্য কৃত্রিমভাবে তৈরি জলপথ।

**গ্রান্ড খাল :** গ্রান্ড খাল (অপর নাম বেইজিং-হাংজু গ্রান্ড খাল) পৃথিবীর দীর্ঘতম কৃত্রিম খাল, যা চীনে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ১,৭৭০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৩৬ মিটার।

**সুয়েজ খাল :** মিশরে অবস্থিত এই খালটি ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে যুক্ত করেছে, যা ১৮৬৯ সালে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম কৃত্রিম এই খাল খনন করেন ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিনান্দ দ্য লিসেপস। জামাল আবদেল নাসেরের নেতৃত্বে মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে ১৯৫৬ সালে। এই খালটি নিয়ন্ত্রণ করে সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ। সুয়েজ খাল সংযুক্ত করেছে লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর।

**পানামা খাল :** জাহাজ চলাচলের জন্য পানামা প্রজাতন্ত্রের ইস্থমাসে নির্মিত একটি খাল, যা আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে। এর দৈর্ঘ্য ৮০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৯১ মিটার। খালটি ১৯১৪ সালের ১৫ আগস্ট উদ্বোধন করা হয়। ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র এই খালটি পানামার কাছে হস্তান্তর করে। বনভূমি কেটে তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের গভীরতম এই পানামা খাল।

## সেল্ফ টেস্ট-১১

১. 'নাগোর্নো-কারাবাখ' নিয়ে কোন দুটি দেশের মধ্যে বিবাদ?
ক আজারবাইজান-আর্মেনিয়া খ আর্মেনিয়া-লাটভিয়া
গ রাশিয়া-আর্মেনিয়া ঘ কাজাখস্তান-আজারবাইজান

২. রোহিঙ্গাদের আদি বাসভূমির নাম কোনটি?
ক থাইল্যান্ড খ আরাকান
গ আফগানিস্তান ঘ ত্রিপুরা

৩. **The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, Million Jobs** বইটির লেখক কে?
ক গানটার পাওলি খ নেলসন ম্যান্ডেলা
গ গুনার মিরডাল ঘ শিনজো অ্যাবে

৪. স্থলবেষ্টিত দেশ কোনটি?
ক কম্বোডিয়া খ ভিয়েতনাম
গ লাওস ঘ থাইল্যান্ড

৫. ভারত মহাসাগরে ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটি কোথায়?
ক মাদাগাস্কার দ্বীপ খ রিইউনিয়ন দ্বীপ
গ মরিশাস দ্বীপ ঘ মাইয়ট দ্বীপ

৬. পোর্ট সৈয়দ কোন দেশের সমুদ্রবন্দর?
ক ভারত খ মিশর গ থাইল্যান্ড ঘ মিয়ানমার

৭. পৃথিবীর বৃহত্তম লবণাক্ত হ্রদের নাম কী?
ক কাস্পিয়ান খ বৈকাল গ পীত সাগর ঘ মান্নার উপসাগর

৮. 'সাহায্য ফাইভ'-এর প্রধান উদ্দেশ্য কী?
ক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ খ সড়ক নির্মাণ
গ প্রযুক্তির হস্তান্তর ঘ সীমান্ত বিরোধ নিরসন

৯. 'সান্ধ্যাওয়ার' কার বিখ্যাত চিত্রকর্ম?
ক পাবলো পিকাসো খ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি
গ মাইকেলেঞ্জেলো ঘ ভিনসেন্ট ভ্যানগগ

১০. ভারতের কোন অঞ্চলের সাতটি প্রদেশকে একত্রে 'সেভেন সিস্টার্স' বলা হয়?
ক উত্তরাঞ্চল খ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল
গ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ঘ দক্ষিণাঞ্চল

১১. স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশ নয়–
ক ইতালি খ নরওয়ে গ সুইডেন ঘ ডেনমার্ক

১২. ক্রিমিয়া যে সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল?
ক বাল্টিক সাগর খ ভূমধ্যসাগর গ কৃষ্ণ সাগর ঘ মর্মর সাগর

১৩. ডানজিগ কোন দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর?
ক যুক্তরাজ্য খ জার্মানি গ আয়ারল্যান্ড ঘ পোল্যান্ড

১৪. কারগিল কোন দুটি দেশের বিরোধপূর্ণ সীমান্ত?
ক চীন-ভারত খ বাংলাদেশ-ভারত
গ আফগানিস্তান-পাকিস্তান ঘ ভারত-পাকিস্তান

১৫. মহীসোপানে সমুদ্রের পানির সর্বোচ্চ গভীরতা কত?
ক ১০০ মিটার খ ১৫০ মিটার
গ ১৭০ মিটার ঘ ২০০ মিটার

# লেকচার-১২

**আলোচ্য বিষয় : আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা** (প্রচলিত অস্ত্র, গণবিধ্বংসী অস্ত্র, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের উদ্যোগসমূহ, বেসরকারি উদ্যোগসমূহ, আমেরিকা-সোভিয়েত/রাশিয়া নিরস্ত্রীকরণ/অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিসমূহ।)

## ৩৫-৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নোত্তর

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বেলফোর ঘোষণা ১৯১৭-এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল → ইহুদিদের জন্য একটি জাতি গঠন [৩৫তম বিসিএস]
- যুক্তরাষ্ট্র কবে এককভাবে ABM (Anti-Ballistic Missile) চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করে → জুন ২০০২ [৩৬তম বিসিএস]
- ১৭৮৩ সালে ভার্সাইতে কয়টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় → ২টি [৩৬তম বিসিএস]
- দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয় → বাফার রাষ্ট্র [৩৮তম বিসিএস]
- শ্রীলঙ্কার কোন সমুদ্রবন্দর চীনের নিকট ৯৯ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে → হাম্বানটোটা [৪০তম বিসিএস]
- চীন কোন আফ্রিকান দেশটিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের মাধ্যমে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন করেছে → জিবুতি [৪০তম বিসিএস]
- যুক্তরাষ্ট্রের Guantanamo Bay Detention Camp কোথায় অবস্থিত → কিউবা [৪০তম বিসিএস]
- কোন মুসলিম দেশ সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য? → তুরস্ক [৪১তম বিসিএস]
- নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়? → ১৯৪৯ সালে [৪১তম বিসিএস]
- সামরিক ভাষায় 'WMD' অর্থ কী? → Weapons of Mass Destruction [৪১তম বিসিএস]
- উত্তর আটলান্টিক চুক্তির কত নম্বর ধারায় যৌথ নিরাপত্তার ধারণাটি ব্যক্ত হয়েছে? → আর্টিকেল ৫ [৪৬তম বিসিএস]

## Soft Power

শক্তি বলতে আমরা সাধারণত সামর্থ্যকে বুঝি, যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র অন্যের ওপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারে বা অন্যের মতামতকে প্রভাবিত করতে পারে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলত শক্তির রাজনীতি। রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

1. Hard Power (military power)
2. Soft Power (non-military power)
3. Smart Power (soft power & hard power)

১৯৯০ সালে Soft power কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন জোসেফ নাই। তিনি বলেন, 'Soft power দমন-পীড়ন বা শক্তি প্রয়োগ না করে আকর্ষণ করার দক্ষতা অথবা প্ররোচনার মাধ্যমে সফলতা অর্জন করা।'

অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী, 'Soft power হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি প্ররোচনামূলক উদ্যোগ যেখানে মূলত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকে।' সুতরাং আমরা বলতে পারি Hard power বা সামরিক শক্তি ব্যবহার না করে অন্য দেশকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাই Soft power।

বর্তমানে Hard Power (সামরিক শক্তি) এর সঙ্গে সঙ্গে Soft Power (অর্থনীতি, টেকনোলোজি, সংস্কৃতি) এর গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। যেমন– চায়না আফ্রিকাকে নিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অর্থ ঋণ দিচ্ছে এবং তাদের কাছে মর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। Hard Power ও Soft Power-এর সম্মিলিত রূপই হলো Smart Power।

## অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ

**অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ :** স্নায়ুযুদ্ধকালে বিশ্বরাজনীতিতে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ পরিভাষাটি দ্বারা পরাশক্তিধর দ্বিমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্থিতিশীল রাখার অন্যতম কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বর্তমান বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায়ও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায়– অস্ত্রশস্ত্র থাকতে পারে, তবে এগুলো নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। অর্থাৎ অস্ত্র থাকলেও এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার প্রতি লক্ষ রাখা এর মূল লক্ষ্য। পারস্পরিক সমঝোতা অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা বন্ধ করে নিজের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে কূটনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**নিরস্ত্রীকরণ :** নিরস্ত্রীকরণ বলতে বোঝায় মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য কোনো বিশেষ ধরনের বা সব ধরনের অস্ত্র হ্রাস করা; উৎপাদিত অস্ত্র ধ্বংস করা বা উৎপাদন বন্ধ করা। যেমন– সৈন্যসংখ্যা কমানো, নতুন অস্ত্র উৎপাদন না করা। উৎপাদিত অস্ত্রের পরিমাণ ও গুণগত মান হ্রাস কিংবা ধ্বংস করা। সমাজ ও সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে। নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে মানুষের অস্তিত্ব জড়িত এবং বিশ্বসংঘাত এড়ানো সম্ভব।

## শক্তিসাম্য

শক্তিসাম্যের ক্ষেত্রে দুটি ধারণা বিদ্যমান– একটি হলো শক্তিতত্ত্ব, যেখানে শক্তিই হলো ক্ষমতার মূল নিয়ামক। আরেকটি হলো সাম্যতত্ত্ব, যেখানে অপেক্ষাকৃত হুমকিমুক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তোলাকে বোঝায়। শক্তিসাম্যনীতি মূলত অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৬৪৮ সালে 'ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি' স্বাক্ষরের পর আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শক্তিসাম্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়।

শক্তিসাম্যনীতি সম্পর্কে অধ্যাপক সিডনি বলেছেন, 'শক্তিসাম্য হলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতার মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা। এর ফলে তাদের মধ্যে কোনো একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ওপর নিজের কর্তৃত্ব আরোপ করতে পারে না।'

## ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র

যে অস্ত্রের দ্বারা বিপুল জনগোষ্ঠী নিহত হয়; তাই গণবিধ্বংসী অস্ত্র বা Weapons of Mass Destruction (WMD) নামে পরিচিত। সবচেয়ে মারাত্মক WMD হলো পারমাণবিক ও হাইড্রোজেনসহ অন্যান্য বোমা এবং রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র, যা দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি সম্ভব।

## নিরাপত্তা

নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কারণসমূহ হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে নির্বিঘ্নে কাজকর্ম ও চলাফেরা করাকে নিরাপত্তা বলে। আঘাত, আক্রমণ বা অন্য যে-কোনো বিপদের ঝুঁকি কিংবা হুমকি থেকে নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তাকে নিরাপত্তা বলে।

প্রফেসর ফিরোজা বেগমের মতে, নিরাপত্তা বলতে সাধারণত যে-কোনো জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার মতো ন্যূনতম মৌলিক মূল্যবোধগুলোর প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণ করাকে বোঝানো হয়। নিরাপত্তা ২ ধরনের হয়ে থাকে।

১. **প্রচলিত নিরাপত্তা :** ভূরাজনৈতিক ধারণা যা জাতিরাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সামরিক কৌশল ও শক্তি সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কিত। প্রচলিত নিরাপত্তার মূল লক্ষ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা।

২. **অপ্রচলিত নিরাপত্তা :** অপ্রচলিত নিরাপত্তা মূল লক্ষ্য ব্যক্তির নিরাপত্তা। অপ্রচলিত নিরাপত্তা বলতে একটি রাষ্ট্রের সামরিক সক্ষমতার বাইরের সক্ষমতাকে বোঝায়। যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভিবাসন, খাদ্যসংকট, মানব পাচার, মাদক পাচার ও অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট।

## মানব নিরাপত্তা

অপ্রচলিত নিরাপত্তাই মূলত মানব নিরাপত্তা। ২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'মানব নিরাপত্তা'র সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। ২০১২ সালের ২৫ অক্টোবর এ সংজ্ঞাকে জাতিসংঘের শীর্ষ সম্মেলন অনুমোদন করে। নিরাপত্তার ধারণাকে জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত করেছে জাতিসংঘ। এসব ক্ষেত্র হচ্ছে– অর্থনীতি, রাজনীতি, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং ব্যক্তিগণ নিরাপত্তা। ব্যক্তিগণ নিরাপত্তার অর্থ রাষ্ট্রের নাগরিকের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা। জাতিসংঘ কর্তৃক ব্যক্তি বা মানব নিরাপত্তা ঘোষণায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'People have the right to live, freedom and dignity. Free from poverty, and despair... with an equal opportunity to enjoy all their rights and fully develop their human potential'.



## সন্ত্রাসবাদ

সন্ত্রাসবাদ বা Terrorism শব্দটির উদ্ভব হয় ফ্রান্সে ১৭৮৯-৯৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময়। আভিধানিক অর্থ সহিংসতা বা হুমকির মাধ্যমে ভীতি সঞ্চার করা।

**বৈশিষ্ট্য :**

১. মানবতাবিরোধী অপরাধ।
২. সন্ত্রাসীদের কাজের প্রকৃতি গতিশীল, তাই প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসী কার্যক্রমেও গতিশীলতা এসেছে।
৩. এই কার্যক্রমে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সম্পৃক্ত থাকে, যাদের জনসমর্থন নেই।
৪. এ কার্যক্রমে হিংসাত্মক মনোভাব পোষণ করা হয় এবং এক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম দ্বারা লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
৫. সংঘটিত কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় আইন তথা আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।
৬. এরূপ কার্যক্রম বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যেখানে সীমিত জ্ঞান ও নেতিবাচক মূল্যবোধ দ্বারা ঘনিষ্ঠভাবে প্ররোচিত হয়।
৭. এ কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচালিত হয়ে থাকে, যেখানে মানবতাবোধ অনুপস্থিত থাকে।
৮. অত্যন্ত সংঘটিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র গোষ্ঠী দ্বারা এরূপ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।
৯. সম্পাদিত কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট, তবে আক্রমণস্থল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত।
১০. অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে এরূপ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

## সন্ত্রাসী হামলার শিকার শীর্ষ ১০ দেশ

যেসব দেশে সন্ত্রাসী হামলা বেশি, তারা অধিকাংশ Failling State, Fragile State, Failed State-এর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ হামলা হয়ে থাকে যেসব দেশে– ১. বরকিনা ফাসো, ২. ইসরাইল, ৩. মালি, ৪. পাকিস্তান, ৫. সিরিয়া, ৬. আফগানিস্তান, ৭. সোমালিয়া, ৮. নাইজেরিয়া, ৯. মিয়ানমার ও ১০. নাইজার। উৎস : Global Terrorism index-2024

## সীমান্ত বাহিনী

- লুনথিন, বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) ও নাসাকা → মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী
- বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) → ভারত
- রেঞ্জারস → পাকিস্তান
- এবিপি → আফগানিস্তান
- পিপলস আর্মড পুলিশ → চীন
- নেপাল সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম → আর্মড পুলিশ ফোর্স
- Peace, Security & Commitment → নেপালের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর স্লোগান
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের সীমান্ত বাহিনীর নাম → ফনটেক্স

## অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রচেষ্টা

**1. Bagot Treaty or Rush-Bagot Disarmament**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২৮-২৯ এপ্রিল ১৮১৭
- চুক্তির উদ্দেশ্য → উত্তর আমেরিকার Great Lakes ও Lake Champlain-এ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য উভয় দেশই নৌ-অস্ত্রীকরণ সীমিত করবে

**2. Baruch Plan**
- যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৬ সালে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এ প্রস্তাব দেয়; কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আলোচনা ব্যর্থ হয়।

**3. Atoms for Peace**
- যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পারমাণবিক অস্ত্রের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের আহ্বান জানায়, যা ১৯৫৭ সালে প্রণীত International Atomic Energy Agency (IAEA)ও ১৯৬৮ সালে Non-proliferation Treaty (NPT) প্রণয়নে মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

**4. অ্যান্টার্কটিকা চুক্তি**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৯৫৯
- চুক্তির উদ্দেশ্য → অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চলে সব ধরনের অস্ত্র পরীক্ষা ও সামরিক মহড়া নিষিদ্ধ করা

**5. Partial Test Ban Treaty (PTBT)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১০ অক্টোবর ১৯৬৩
- চুক্তির উদ্দেশ্য → এ চুক্তির ফলে জলে ও বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করা হয়। যুক্তরাজ্য ও সাবেক সোভিয়েত স্বাক্ষর করলেও চীন ও ফ্রান্স এ চুক্তি স্বাক্ষর করেনি।

**6. Outer Space Treaty (মহাশূন্য চুক্তি)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৭
- চুক্তির উদ্দেশ্য → চুক্তিতে চাঁদসহ পৃথিবীর কক্ষপথে ও মহাশূন্যের অন্যান্য স্থান পারমাণবিক অস্ত্রসহ অন্যান্য ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র স্থাপন বা বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করা হয়

**7. NPT**
- পূর্ণ রূপ → Nuclear Non-proliferation Treaty
- স্বাক্ষর → ১ জুলাই ১৯৬৮; কার্যকর ৫ মার্চ ১৯৭০

**এ চুক্তির মূল ভিত্তি তিনটি**
১. পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ করা;
২. পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোয় নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা;
৩. সব দেশকে পারমাণবিক প্রযুক্তি শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা;
- এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন শক্তিধর রাষ্ট্রের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল, যা ১৯৫৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার 'Atoms for Peace' কর্মসূচির মাধ্যমে শুরু করেন।
- চুক্তিটি প্রথমে ২৫ বছরের জন্য এবং ২৫ বছর পর ১৯৯৫ সালে নিউইয়র্ক সম্মেলনে অনির্দিষ্টকালের জন্য নবায়ন করা হয়।
- এ চুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৯৬ সালের ১১ এপ্রিল আফ্রিকার ৩৩টি দেশ 'পেলিনদাবা চুক্তির' মাধ্যমে আফ্রিকাকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- সমালোচকদের মতে, এটি অসম ও বৈষম্যমূলক চুক্তি।
- উত্তর কোরিয়া ১৯৮৫ সালে চুক্তিটি স্বাক্ষর করলেও ২০০৩ সালে স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে নেয়।
- ভারত, পাকিস্তান, কিউবা এ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেনি।

**8. Seabed Arms Control Treaty**
- চুক্তি স্বাক্ষর হয় → ১১ জানুয়ারি ১৯৭১
- চুক্তির উদ্দেশ্য → প্রতিটি দেশের সমুদ্র উপকূল থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল সমুদ্রসীমার বাইরে পারমাণবিক স্থাপনা ও প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক অস্ত্র মজুত নিষিদ্ধ করা হয়।

**9. Biological Weapons Convention**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১০ এপ্রিল ১৯৭২
- চুক্তির উদ্দেশ্য → ব্যাকটেরিয়া ও বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহারজনিত অস্ত্রের উৎপাদন, ব্যবহার, মজুত, বিক্রি ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা

**10. Anti Ballistic Missile (ABM) Treaty**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২৬ মে ১৯৭২
- চুক্তির উদ্দেশ্য → চুক্তিতে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় দেশেরই দুটি করে ABM সিস্টেম থাকবে এবং আগামী পাঁচ বছরের জন্য দুটি দেশই আক্রমণাত্মক অস্ত্র তৈরি করা থেকে বিরত থাকবে। এই চুক্তি ৩০ বছর কার্যকর ছিল। ১৩ জুন ২০০২ যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়

### 11. Strategic Arms Limitation Talks (SALT)

➲ **SALT-1**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২৭ মে ১৯৭২
- চুক্তির উদ্দেশ্য → এই চুক্তিতে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই অ্যান্টিব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেম সীমিত করবে। এতে বলা হলো– উভয় দেশেই ১০০টি আক্রমণাত্মক অস্ত্র, ১০০টি প্রতিরক্ষা অস্ত্র থাকবে

➲ **SALT-2**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৮ জুন ১৯৭৯
- চুক্তির উদ্দেশ্য → যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই ICBM (Intercontinental Ballistic Missile)-এর সংখ্যা ২২৫০ এবং SLBM (Submarine Launched Ballistic Missile)-এর সংখ্যা ২৪০০-এর মধ্যে রাখতে সম্মত হয়

### 12. SDI বা তারকাযুদ্ধ
- পূর্ণ রূপ → Strategic Defense Initiative বা কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২৩ মার্চ ১৯৮৩
- চুক্তির উদ্দেশ্য → এই কর্মসূচি হলো কতকগুলো অস্ত্র ও সমরসরঞ্জামের সমাহার, যা মহাকাশ, আবহাওয়ামণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে মহাকাশ কিংবা ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত হবে। এ ব্যবস্থা মহাশূন্যভিত্তিক হওয়ায় একে তারকাযুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মতে, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিপক্ষের আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্রদের ভূমিতে আঘাত হানার আগেই তা প্রতিহত করা সম্ভব।

### 13. Intermediate Range Nuclear Forces Treaty (INFT)
- চুক্তি স্বাক্ষর → ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৭, সংশ্লিষ্ট আইনি শর্তাদি পূরণ করার পর ১ জুন ১৯৮৮ থেকে এটি কার্যকর হয়েছিল। এই চুক্তির আওতায়।
- যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য ৫০০-৫৫০০ কিলোমিটার পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের উৎপাদন ও মোতায়েন বন্ধ করবে।
- ইতোমধ্যে এই পাল্লার উৎপাদিত ও মোতায়নকৃত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো বিনষ্ট করবে।
- এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো উন্নয়ন ও উৎপাদনবিষয়ক গবেষণা পরিত্যক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
- **INFT চুক্তি বাতিল :** মাঝারি পাল্লার পারমাণবিক শক্তি চুক্তি (Intermediate Range Nuclear Forces Treaty-INFT) বা আইএনএফ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত ও বলবৎকৃত পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণবিষয়ক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ২ আগস্ট ২০১৯ থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে পরস্পর পরস্পরকে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ করে আসছিল। ২০ অক্টোবর ২০১৮ ডোনাল্ড ট্রাম্প চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তিনি ৬ মাসের সময় বেঁধে দেন। সেই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২ আগস্ট ২০১৯ চুক্তি থেকে বেরিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। চুক্তিটির ফলে প্রথমবারের মতো পরাশক্তিগুলো তাদের পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা কমিয়ে আনতে সম্মত হয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আর্মস কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশনকে অস্ত্রের ঘাঁটিগুলো পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ওই চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৯১ সালের জুন মাসের মধ্যে সবমিলিয়ে ২,৬৯২টি স্বল্পমাত্রার, মধ্যম মাত্রার এবং আন্তঃমহাদেশীয় মিসাইল ধ্বংস করেছিল।

### 14. ইউরোপে ৩৪ জাতি অস্ত্র হ্রাস চুক্তি
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৯ নভেম্বর ১৯৯০
- ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ ইউরোপের ৩৪টি দেশের নেতারা ইউরোপে প্রচলিত অস্ত্র হ্রাস করে অস্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন

### 15. Strategic Arms Reduction Treaty (START)

➲ **START-1**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ৩১ জুলাই ১৯৯১
- চুক্তির উদ্দেশ্য → চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দু-দেশের মধ্যে কৌশলগত অস্ত্র ৩০ শতাংশ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং উভয় দেশ ICBM ১৬০০০-এর মধ্যে রাখা ও Warhead-এর সংখ্যা ৬০০০ রাখার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়

➲ **START-2**
- ১৯৯২ সালের ৩ জানুয়ারি চুক্তিতে আগামী ১০ বছর উভয় দেশ ICBM দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করার এবং পারমাণবিক ওয়্যারহেডের সংখ্যা ৩৫০০-এর মধ্যে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

➲ **START-3**
- ১৯৯৭ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলতসিনের মধ্যে হেলসিঙ্কিতে আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির আলোচনার কাঠামো শুরু হয়। তবে আলোচনা ভেঙ্গে যায় এবং চুক্তিটি কখনই স্বাক্ষরিত হয়নি।

**New START (Strategic Arms Reduction Treaty)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ৮ এপ্রিল ২০১০
- কার্যকর → ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১
- মেয়াদ শেষ → ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
- চুক্তির উদ্দেশ্য → কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস করা

### 16. Chemical Weapons Convention (CWC)
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৩ জানুয়ারি ১৯৯৩
- চুক্তির উদ্দেশ্য → এ চুক্তির মাধ্যমে সব ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রের উপাদান, উন্নয়ন, ব্যবহার, মজুত, বিক্রি ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়

### 17. CTBT
- পূর্ণ রূপ → Comprehensive Test Ban Treaty
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।
- জাতিসংঘের ৫১তম অধিবেশনে CTBT পাস হয়।
- জাতিসংঘের CTBT উত্থাপন করে অস্ট্রেলিয়া।
- CTBT চুক্তিটি PTBTচুক্তির চূড়ান্ত ফলাফল।
- চুক্তিটির ১৪(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বের পারমাণবিক গবেষণা চুল্লির অধিকারী ৪৪টি দেশের প্রতিটির স্বাক্ষর ও অনুমোদন না দিলে এটা কার্যকর হবে না। এগুলোর মধ্যে মাত্র ৩৬টি দেশ স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে।
- পারমাণবিক শক্তিধর ৮টি দেশের মধ্যে মাত্র ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য চুক্তিটি অনুমোদন করছে।
- চুক্তিটির মাধ্যমে পারমাণবিক পরীক্ষার কার্যক্রম রোধ করা হলেও পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংসের কোনো বিধান রাখা হয়নি।
- ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা চুক্তি অনুমোদনের কথা বললেও এখন পর্যন্ত করেননি।
- বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালের ২৪ অক্টোবর ১২৯তম দেশ হিসেবে CTBT স্বাক্ষর করে এবং ২০০০ সালের ৮ মার্চ ২৮তম দেশ হিসেবে CTBT অনুমোদন করে।
- স্বাক্ষর না করা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া, সোমালিয়া, কিউবা, ভুটান ইত্যাদি।

### 18. Ottawa Treaty
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১ মার্চ ১৯৯৭
- চুক্তির উদ্দেশ্য → ছলমাইন উৎপাদন, ব্যবহার, মজুত, হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়

### 19. Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT)
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২৪ মে ২০০২; কার্যকর ১ জুন ২০০৩
- চুক্তির উদ্দেশ্য → পারমাণবিক ওয়্যারহেডের সংখ্যা ১৭০০-২২০০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা



### 20. TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ (নিউইয়র্ক)
- স্বাক্ষরকারী দেশ → ৮৪টি

## আন্তর্জাতিক সামরিকবিষয়ক সংস্থা

### আনজুস (ANZUS)

ANZUS-এর পূর্ণ রূপ Australia, New Zealand, United States Security Treaty। বস্তুত এটি একটি জোটের নাম। ১৯৫১ সালের ১ সেপ্টেম্বর সানফ্রান্সিসকোয় ঐ তিনটি দেশের মধ্যে এক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে সাব্যস্ত হয় যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার এই তিন দেশের যে-কেউ আক্রান্ত হলে তা তিন দেশের ওপরই আক্রমণ বলে গণ্য হবে। তিন দেশ সমবেতভাবেই তা প্রতিরোধ করবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্যদেশগুলোর সামরিক-প্রতিরোধ শক্তিও জোরদার করা হবে।

### ন্যাটো (NATO)

স্নায়ুযুদ্ধের সূচনাকালে পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলো ও যুক্তরাষ্ট্র সামরিক জোট হিসেবে ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ন্যাটো গড়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল এর নেতৃত্বে। বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা ন্যাটোর কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান সদস্য ৩২টি দেশ।
- ১৯৪৯ সালে জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন → বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইতালি, লাক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১২টি)
- ১৯৫২ সালে → গ্রিস এবং তুরস্ক (২টি)
- ১৯৫৫ সালে → জার্মানি (১টি)
- ১৯৮২ সালে → স্পেন (১টি)
- ১৯৯৯ সালে → চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড (৩টি)
- ২০০৪ সালে → বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, রুমানিয়া, স্লোভাকিয়া এবং স্লোভেনিয়া (৭টি)
- ২০০৯ সালে → আলবেনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া (২টি)
- ২০১৭ সালে → মন্টিনিগ্রো (১টি)
- ২০২০ সালে → উত্তর মেসোডোনিয়া (১টি)
- ২০২৩ সালে → ফিনল্যান্ড (১টি)
- ২০২৪ সালে → সুইডেন (১ টি)

**কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা–**
- ধারা-৪ : যখন কোনো একটি সদস্যরাষ্ট্রের মতে, যে-কোনো সদস্যরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন সবাই নিজেদের কর্তব্য ঠিক করার জন্য আলোচনায় বসতে বাধ্য।
- ধারা-৫ : যদি সদস্যরাষ্ট্র কেউ বহিঃশক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে তা সব সদস্যরাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ বলে বিবেচিত হবে। এ ধরনের আক্রমণ মোকাবিলার জন্য সদস্যরাষ্ট্রগুলো একক বা যৌথভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অন্যকথায় এই চুক্তি অনুযায়ী সাব্যস্ত হয় যে, সংস্থাভুক্ত কোনো রাষ্ট্রের ওপর হামলাকে সংস্থার সব সদস্যের ওপর হামলা বলে গণ্য করা হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ধারা-৬ : ন্যাটোর কার্যকারিতার ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করে, যা উত্তর আমেরিকা থেকে উত্তর আটলান্টিক হয়ে পশ্চিম ইউরোপসহ গ্রিস ও তুরস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত।

**ন্যাটো গঠনের কারণ :** ন্যাটো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গঠিত সামরিক জোট। এই জোট গঠনের কারণগুলো নিম্নরূপ–
- **সোভিয়েত ভীতি :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের আক্রমণ এবং কমিউনিজমের প্রসারকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ন্যাটো (NATO) জোট গঠন করে।
- **স্নায়ুযুদ্ধ :** ন্যাটো গঠনের অন্যতম কারণ হলো স্নায়ুযুদ্ধ। দ্বি বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিক থেকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, আদর্শগত মতপার্থক্য, প্রযুক্তি উন্নয়ন, মনস্তাত্ত্বিক সন্দেহ প্রভৃতি কারণে স্নায়ুযুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধ করে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে রোখার লক্ষে ন্যাটো জোট গঠনে প্রয়াসী হয়।
- **পশ্চিম ইউরোপের প্রভাব অক্ষত রাখা :** পশ্চিম ইউরোপে নিজস্ব প্রভ বিস্তার ও বজায় রাখাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো জোট গঠনে অন্যতম কারণ।
- **কমিউনিজমের অগ্রগতি রোধ :** সাবেক সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি নীতি ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজত প্রতিষ্ঠা করা। এ সময় সোভিয়েত মদতে পৃথিবীর বিভিন্ন রা কমিউনিস্টদের প্রাধান্য বিস্তার প্রায় নিশ্চিত হচ্ছিল। ফলে পৃথিবী বিভিন্ন অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রোখার জন্য ন্যাটো গঠন কর হয়।

### ওয়ারশ চুক্তি

স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন কেন্দ্রীয় ও পূর্ব ইউরোপের আটটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত সম্মিলিত প্রতিরক্ষা চুক্তি। এই ওয়ারশ চুক্তি ন্যাটোর গঠনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ রূপে এবং ন্যাটোর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গঠন করা হয়। ওয়ারশ চুক্তি ৩৬ বছর ধরে চলে। যে সময়ে এ সংস্থা এবং ন্যাটো মধ্যে একটি সরাসরি দ্বন্দ্ব ছিল না। তবে কোরিয়া ও ভিয়েতনামের মতো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বেশিরভাগ প্রক্সি যুদ্ধ ছিল। ১৯৯১ সালের ৩১ মার্চ ওয়ারশ চুক্তিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

### সিয়াটো (SEATO)

SEATO-এর পূর্ণ রূপ South East Asia Treaty Organization। চুক্তি স্বাক্ষর ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪। প্রধান কার্যালয় ছিলব্যাংককে। স্বাক্ষরকারী স্নায়ুযুদ্ধকালে পাশ্চাত্যের অন্যতম মিত্র জোট যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড এই আটটি দেশ। চুক্তির উদ্দেশ্য, যে-কোনো সদস্যদেশ কোনো বহিঃশক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে নানা সমালোচনার মুখে এটি ৩০ জুন ১৯৭৭ এর একাংশ সদস্যদেশ সদস্য প্রত্যাহার করলে এই সংস্থার বিলুপ্তি ঘটে।

### সেন্টো (CENTO)

CENTO-এর পূর্ণ রূপ Central Treaty Organization। সেন্টো (CENTO) প্রথম পর্যায়ে পরিচিত ছিল Middle East Treaty Organization বাবাগদাদ চুক্তি নামে। সদর দপ্তর ছিলবাগদাদ, ইরাক ১৯৫৫-১৯৫৮ পর্যন্ত এবং আঙ্কারা, তুরস্ক ১৯৫৮-১৯৭৯ পর্যন্ত। বিলুপ্ত করা হয় ১৯৭৯ সালে।

### সিএসটিও (CSTO)

CSTO-এর পূর্ণ রূপ Collective Security Treaty Organization। স্বাক্ষরিত হয় ২০০২ সালের ৭ অক্টোবর। কার্যকর হয় ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে। সদর দপ্তর মস্কো, রাশিয়া।

### ISAF

পূর্ণ রূপ International Security Assistance Force। ২০০১ সালে ২০ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ ISAF প্রতিষ্ঠা করে।

### FPDA

পূর্ণ রূপ Five Power Defence Arrangements। চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৭১ সালে। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রযুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর। চুক্তির উদ্দেশ্যনিজেদের ওপর কোনো হুমকি আসন্ন মনে হলে পৃথক নাকি যৌথভাবে মোকাবিলা করা হবে, সে ব্যাপারে আলোচনা করা।

## MBRT

Mutual and Balanced Force Reduction Talks বা পারস্পরিক ও সুষম শক্তি হ্রাস সংলাপ। এটিও স্টার্ট (START) বা সল্ট (SALT)-এরই মতো একটি ধারাবাহিক সংলাপ। উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক সামরিক ধ্বংসশক্তি হ্রাস। এই আলোচনারও মূল শরিক হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।

## আফ্রিকম (AFRICOM)

আফ্রিকম হলো যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর ১১টি সমন্বিত যুদ্ধসেনা কমান্ডের একটি। মিশর ছাড়া আফ্রিকার ৫৩ দেশে মার্কিন সেনা অভিযান ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্ব এই কমান্ডের। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত আফ্রিকমের সদর দপ্তর জার্মানির স্টুটগার্টে।

## IMSC

বৈশ্বিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোট হলো International Maritime Security Construct (IMSC)। এই জোটের কার্যক্রম শুরু ৭ নভেম্বর ২০১৯ সাল থেকে। সদর দপ্তর বাহরাইন। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে তেল ও পণ্যবাহী জাহাজের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই জোটের উদ্দেশ্য। সদস্য দেশ ৬টি। যথা– বাহরাইন, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাষ্ট্র।

## ওএসসিই (OSCE)

পূর্ণ রূপ Organization for Security and Cooperation in Europe। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৩ সাল। সদর দপ্তর ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।

## আন্তর্জাতিক পুলিশ

POLICE শব্দটির পূর্ণ রূপ– P-Polite, O-Obedient, L-Loyal, I-Intelligent, C-Courageous, E-Efficient। ভারতীয় উপমহাদেশে পুলিশ সার্ভিস চালু হয় ১৮৬১ সাল থেকে। উপমহাদেশে পুলিশ সার্ভিস প্রথম চালু হয় ভাইসরয় লর্ড ক্যানিংয়ের আমলে। পাকিস্তান-ভারত উপমহাদেশে সারদা পুলিশ একাডেমি চালু হয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়।

## ইউরোপোল (Europol)

ইউরোপোল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর পুলিশি সংস্থা। পূর্ণ রূপ European Police Office। ইউরোপিয়ান পুলিশ অফিস প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০১ সালে। সদর দপ্তর– দ্য হেগ, নেদারল্যান্ডস।

## ইন্টারপোল (Interpol)

পূর্ণ রূপ International Criminal Police Organization। কোনো দুর্বৃত্ত যখন জঘন্য অপরাধ করে, সেই অপরাধের জন্য আইনের শাস্তির ভয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পালিয়ে যায়, তখন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশ মিলে পুলিশ বিভাগকে আধুনিকীকরণ এবং অপরাধীদের দ্রুত চিহ্নিত ও ধরার লক্ষ্যে ১৯২৩ সালে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারপোল। সদর দপ্তর লিওঁ, ফ্রান্স। প্রতিষ্ঠাকালীন সদর দপ্তর ছিল ভিয়েনায় (অস্ট্রিয়া)। পরে ফ্রান্সের প্যারিসে স্থানান্তর করা হয় ১৯৪৬ সালে। সর্বশেষ ফ্রান্সের লিওঁতে স্থানান্তর করা হয় ১৯৮৯ সালে। ইন্টারপোলের বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১৯৪। ইন্টারপোলের অফিসিয়াল ভাষা চারটি। যথা– ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ও আরবি। ইন্টারপোলে কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার নাম International Criminal Police Review। বাংলাদেশ ইন্টারপোলের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৬ সালে। ইন্টারপোলের সদস্যভুক্তির পর বাংলাদেশ পুলিশের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময় সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের ভূমিকা ও প্রচেষ্টার বিষয়ে ইন্টারপোলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাংলাদেশ ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে এ সংস্থার নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয় এবং মূল্যবান পরামর্শ ও নতুন পরিকল্পনা দিয়ে সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

## হাম্বানটোটা

হাম্বানটোটা সমুদ্রবন্দর অবস্থিত শ্রীলঙ্কার দক্ষিণাঞ্চলে ভারত মহাসাগরীয় উপকূলে। চীনের কাছে শ্রীলঙ্কার ঋণের পরিমাণ ৮ বিলিয়ন বা ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার। এ ঋণ শোধ করার জন্য হাম্বানটোটা বন্দরটি চীনকে ৯৯ বছরের ইজারা দেয় শ্রীলঙ্কা। এই বন্দর চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড'-এর উদ্যোগে বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে।

## গুয়ানতানামো বে

কিউবার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি প্রদেশ গুয়ানতানামো উপদ্বীপ। আয়তন ৪০ বর্গকিলোমিটার। এটি **কিউবার বৃহত্তম পোতাশ্রয়**। যুক্তরাষ্ট্র কিউবার কাছ থেকে লিজ নেয় ১৯০৩ সালের Cuban-American Treaty of Relations-এর মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক ইজারা চুক্তির মেয়াদ ১০০ বছর থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র কিউবাকে গুয়ানতানামো ফেরত দিচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় এ পর্যন্ত ৩টি কারাগার স্থাপন করেছে। এর মধ্যে ক্যাম্প এক্সরে ও ক্যাম্প ডেল্টা উল্লেখযোগ্য।

## কোয়াড

কোয়াড শব্দের এক সংস্কৃতিঘেঁষা বাংলা হবে চতুষ্টয় বা চারটা; মানে চার মহাজন। তবে এখানে সুনির্দিষ্ট করে এর অর্থ চার রাষ্ট্রজোট– **ভারত, আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া**। চারটি দেশের স্বার্থে একটিই সাধারণ সূত্র– চীন বিরোধিতা। যদিও বলা হচ্ছে– এটি নাকি ডেমোক্র্যাসি বা গণতন্ত্রওয়ালাদের জোট, আসলে তারা হলো চীনবিরোধী।

## মিনস্ক গ্রুপ

পূর্ব ইউরোপে দক্ষিণ ককেশাসের বিরোধপূর্ণ এলাকা নাগোর্নো-কারাবাখকে কেন্দ্র করে **আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের** মধ্যে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বিরোধ রয়েছে। এ বিরোধ মেটাতে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE), যা মিনস্ক গ্রুপ নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে যার নামকরণ করা হয় Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)। এ দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা বিষয়ক সংস্থা ওএসসিই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর আর্মেনিয়ার সেনাবাহিনী নাগোর্নো-কারাবাখ দখল করে নিয়েছিল। **আন্তর্জাতিকভাবে এ এলাকাটি আজারবাইজানের বলে স্বীকৃত; কিন্তু এটি পরিচালনা করে জাতিগত আর্মেনিয়ারা।** এছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের ৪টি এবং জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের ২টি প্রস্তাবনাসহ আন্তর্জাতিক অনেক সংস্থা দখলকৃত ভূমি থেকে আর্মেনিয়ার প্রত্যাবর্তন দাবি করলেও তা আমলে নেয়নি আর্মেনীয় সরকার।

মিনস্ক গ্রুপের কো-চেয়ারম্যানশিপ দেশ তিনটি– ১. আমেরিকা, ২. রাশিয়া ও ৩. ফ্রান্স।

**মিনস্ক গ্রুপের সদস্য আটটি দেশ :** আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বেলারুশ, জার্মানি, ফিনল্যান্ড, ইতালি, সুইডেন ও তুরস্ক।

## গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/মতবাদ

**বাস্তববাদ :** বাস্তববাদের উদ্ভাবক হলেন ম্যাকিয়াভেলি। বাস্তববাদ অনুযায়ী, মানুষ স্বভাবতই বিশৃঙ্খল। মানুষ যেহেতু বিশৃঙ্খল; তাই মানুষের দ্বারা সৃষ্ট রাষ্ট্রসমূহও বিশৃঙ্খল। বাস্তববাদীদের মতে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কার্যত নৈরাজ্যবাদমূলক; কারণ রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ অস্তিত্ব ও স্বার্থ রক্ষার খাতিরে সবসময়ই কোনো না কোনোভাবে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে। বাস্তববাদের ক্ষেত্রে শক্তির ওপর নির্ভর করেই রাষ্ট্রের যাবতীয় নীতিসমূহ গৃহীত হবে এবং অন্য রাষ্ট্রের সাথে সমস্যা সমাধানের উপায় হবে। রাষ্ট্র শুধু যুক্তি ও স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হবে, নৈতিকতার কোনো স্থান এখানে থাকবে না।

**উদারতাবাদ :** ১৬৮৮ সালের যুক্তরাজ্যের গৌরবময় বিপ্লবের পর উদারতাবাদের উদ্ভব হয়। উদারতাবাদের মূল মন্ত্র হলো– গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও মুক্তবাণিজ্য।



**নব্য উদারতাবাদ :** বিংশ শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকে রবার্ট কোহেন এবং জোসেফ নাঈ এর উদ্ভাবক। নব্য উদারতাবাদের মূল মন্ত্র হলো– বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সংগঠন তথা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বিশ্ব শান্তির জন্য রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

**ক্রীড়াতত্ত্ব :** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার একটা পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি হলো Gamc Theory। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে অনেক সময় একটা Game বা খেলার সঙ্গে তুলনা করা হয়। গেম থিওরিকে একটি গাণিতিক মডেলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। এ মতবাদের প্রবক্তা হলেন– অস্কার মরগেনস্টান (Oscar Morgenstern), নিউম্যান (Neumann), কার্ল ডয়েটস (Karl Deutsch) প্রমুখ লেখকগণ। এই তত্ত্বে বলা হয়– সংঘর্ষ এবং প্রতিযোগিতার পরিস্থিতিতে একটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী রাষ্ট্রের লাভ হবে সবচেয়ে বেশি এবং লোকসান হবে সবচেয়ে কম। যে গাণিতিক মডেল প্রয়োগ করা হয়, তা হলো– 'Two persons zero-sum game.' এখানে দুজন খেলুড়ে থাকে এবং একজন যা জিতে অন্যজন তা হারে। আরও একটা মডেল আছে একে বলা হয়– Non-zero sum game। এখানে কোনো সংঘাত দূর করা জন্য কোনো পক্ষই লোকসান করে না আবার সমস্ত পক্ষই কিছু কিছু লাভ করে। Game Theory প্রয়োগের দুটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো– Chicken model এবং Prisoners dilemma।

**ভারসাম্যের তত্ত্ব :** অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন ভারসাম্যের নীতি প্রয়োগ করা হয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রেও সেরূপ ভারসাম্যের তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়। এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা হলেন জর্জ লিস্কা। ভারসাম্য রক্ষার তত্ত্বে বলা হচ্ছে– আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল এবং এগুলো এমনভাবে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত যে-কোনো অবস্থার পরিবর্তন হলে বা প্রতিক্রিয়া হলে উপাদানগুলো আপনা আপনি একটা ভারসাম্যের দিকে এগিয়ে যাবে। যেমন– অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পরিবর্তন হয়ে আবার ভারসাম্য আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে। এখানে কতগুলো শর্তের কথা বলা হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য প্রভৃতি ফিরে আসে, আবার যার ফলে আন্তর্জাতিক শক্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। এই সমস্ত শর্তের প্রয়োগ এমনভাবে করা হয়, যাতে কোনো দেশই শক্তিশালী হয়ে ভারসাম্য নষ্ট করতে না পারে। লিস্কা প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্যের কথা বলেছেন। লিস্কা মনে করেন, যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য নির্ভর করে এর সদস্যদের দায়-দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধের ওপর। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য নির্ভর করে রাষ্ট্রগুলোর মনোভাব, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর। আবার বিশ্বশান্তি, প্রগতি এসব কিছুই ভারসাম্যের উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে।

**মনরো ডকট্রিন :** সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো ১৮২৩ সালের ২ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের যে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেন, সেটাই মনরো ডকট্রিন নামে পরিচিত। এ নীতি অনুযায়ী– যুক্তরাষ্ট্র আটলান্টিকের ওপারে তথা ইউরোপের কোনো প্রকার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না এবং যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকায় অন্য কোনো দেশের কর্তৃত্ব আমেরিকা মেনে নেবে না। এ নীতির অপর নাম বিচ্ছিন্নতাবাদ নীতি।

**ট্রুম্যান ডকট্রিন :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ কংগ্রেসের এক যৌথসভায় বক্তব্য রাখার সময় তার বিখ্যাত মতবাদটি ঘোষণা করেন। ট্রুম্যান ঘোষণা করেন– 'পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। অতএব সেখানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।' এই মতবাদের মূল বার্তা ছিল শুধু অর্থনৈতিক সাহায্যই নয়, প্রয়োজনে সামরিক বিস্তার প্রসারে সোভিয়েত আগ্রাসনকে প্রতিহত করা। ট্রুম্যান নীতি (ধারকনীতি) ক্রমেই বিশ্বের সর্বত্রই যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুরাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে একটি বলয় রচনা করে সোভিয়েত প্রভাবকে সীমিত রাখে। এটা ১৮২৩ সালে প্রণীত যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরোর Monroe doctrine-এর বিপরীত নীতি।

**ব্রেজনেভ ডকট্রিন :** সাবেক সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভের নামানুসারে এ মতবাদের জন্ম। এ মতবাদের মূলকথা ছিল সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব যদি সমাজতান্ত্রিক বিরোধী কোনো শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এই মতবাদের প্রতিফলন ঘটেছিল ১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরিতে, ১৯৬৮ সালে চেকোস্লাভাকিয়ায়, আর ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে। হাঙ্গেরি ও চেকোস্লাভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবের বাইরে গিয়ে স্বাধীন নিরপেক্ষ একটি নীতি গ্রহণ করলে, সেখানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে। আফগানিস্তানে ১৯৭৮ সালের ২৭ এপ্রিলের বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লবীরা তৎপর হয়ে উঠলে ও সেখানে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সরকারকে সহযোগিতা করতে ওই 'ব্রেজনেভ ডকট্রিনের' প্রয়োগ করেছিলেন সোভিয়েত নেতারা এবং ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত সৈনারা দেশটি দখল করে নিয়েছিল। তবে সোভিয়েত এই নীতিতে পরিবর্তনের ধারা সূচনা করেছিলেন গর্বাচেভ।

**ডমিনো তত্ত্বটি :** ডমিনো তত্ত্বের প্রবর্তক সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ডালেস। ডমিনো তত্ত্বটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জন্য প্রযোজ্য ছিল। পঞ্চাশের দশকে ইন্দোচীনে যখন সমাজতন্ত্রীরা একের পর এক রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন হচ্ছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র এই 'ডমিনো তত্ত্ব'র কথা ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রচার করে। এর উদ্দেশ্য ছিল একটাই– সমাজতন্ত্রীদের ঠেকাতে সামরিক হস্তক্ষেপ। ডমিনো তত্ত্বে বলা হয়েছে– কোনো একটি রাষ্ট্রে যদি সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতাসীনহয়, তাহলে পাশের রাষ্ট্রটিও সমাজতন্ত্রীদের দখলে চলে যাবে। উদাহরণস্বরূপ অনেকগুলো তাস যদি দাঁড় করিয়ে রাখা যায়, একটিকে টোকা দিয়ে ফেলে দিলে একেক করে পাশের তাসগুলোও পড়ে যাবে– এটাই হচ্ছে ডমিনো তত্ত্বের মূল কথা।

**অভিন্ন ইউরোপ :** এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাবেক প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ বলতে অর্থাৎ ইউরোপকে ভাগ করতে চাননি। তার মতে, ইউরোপ সত্যিই এমন এক বাসভূমি, যেখানে ভূগোল আর ইতিহাস পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে মিলে গড়ে তুলেছে বেশ কিছু দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎকে। তিনি ইউরোপে স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় রাখার স্বার্থেই এক ইউরোপ চেয়েছিলেন।

**ডক্টিন অব প্রিয়েমশান :** ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আলকায়দা নামে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যানহাটান এলাকায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার দুটি ভবনে হামলা চালায়। এর প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর এক ভাষণে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, যার অন্য নাম ডক্টিন অব প্রিয়েমশান তথা আক্রান্ত হওয়ার আগে হামলা করা বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

২০০১ সালে আফগানিস্তান আক্রমণ ছিল 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর প্রথম ক্ষেত্র। যুক্তি ছিল– তৎকালীন আফগান তালেবান নেতা মোল্লা ওমর আলকায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তানে আশ্রয় দিয়েছেন। ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ ছিল 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর দ্বিতীয় ক্ষেত্র। অভিযোগ ছিল– সাদ্দাম হোসেন অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র সংগ্রহ করেছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তৃতীয় 'ক্ষেত্র' ছিল লিবিয়া ২০১১ সালে। যুক্তরাষ্ট্র সেখানে R2P (Responsibility to protect) তত্ত্ব ব্যবহার করেছিল অর্থাৎ মানবিকতা রক্ষায় হস্তক্ষেপ। যুক্তি ছিল– লিবিয়ার শাসক গাদ্দাফি সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্র ন্যাটোর সেনাবাহিনী বোমাবর্ষণ করে (১৩ মার্চ ২০১১) সেখানে গাদ্দাফিকে উৎখাত করে।

**গুজরাল ডকট্রিন :** বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে বিভিন্ন সময় পলিসি ও পন্থা গ্রহণ করেন। যেমন– ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে প্রতিবেশী নীতি ঘোষণা করেছিলেন। তার আগে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে 'গুজরাল ডকট্রিন' গ্রহণ করেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রতিবেশী পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন।

**নিক্সন ডকট্রিন :** এই মতবাদের মাধ্যমে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট নিক্সন মিত্রদের সাথে অংশীদারত্বের মাধ্যমে শান্তি অর্জনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিল। স্নায়ুযুদ্ধের সময় চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'নিক্সন ডকট্রিন' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে সম্মত হয়।

## বিশ্বের আলোচিত অভিযান/অপারেশন

| অপারেশনের নাম | যাদের দ্বারা পরিচালিত | উদ্দেশ্য/ যেখানে পরিচালিত হয় | সময় |
|---|---|---|---|
| অপারেশন সি লায়ন | জার্মানি | ব্রিটেনে পরিচালিত সামরিক অভিযান | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ |
| অপারেশন বারবারোস | জার্মানি | রাশিয়ার পরিচালিত সামরিক অভিযান | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ |
| অপারেশন হাস্কি | যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন | ইতালিতে পরিচালিত সামরিক অভিযান | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ |
| অপারেশন ওভারলর্ড | মিত্র শক্তি | পশ্চিম ইউরোপে নাৎসিদের নিয়ন্ত্রণের অবসান | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ |
| অপারেশন সার্চলাইট | পাকিস্তানি বাহিনী | বাংলাদেশে পরিচালিত হত্যা অভিযান | ২৫ মার্চ ১৯৭১ |
| অপারেশন ক্রোজডোর | বাংলাদেশ সরকার | মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান | ১৯৭১ |
| অপারেশন জ্যাকপট | বাংলাদেশ নৌবাহিনী | মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান | আগস্ট ১৯৭১ |
| অপারেশন ব্লু স্টার | ইন্দিরা গান্ধী সরকার | শিখদের উপাসনালয় স্বর্ণমন্দিরে পরিচালিত অভিযান | ১৯৮৪ |
| অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম | বহুজাতিক বাহিনী | উপসাগরীয় যুদ্ধে পরিচালিত অভিযান | ১৯ জানুয়ারি ১৯৯১ |
| অপারেশন সি অ্যাঞ্জেল | মার্কিন টাস্কফোর্স | বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ে (১৯৯১) সাহায্য অভিযান | ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ |
| অপারেশন ডেজার্ট শিল্ড | মার্কিন বাহিনী | ইরাকের আল-আনবার প্রদেশে পরিচালিত সামরিক অভিযান | জানুয়ারি ২০০৬-মে ২০০৬ |
| অপারেশন অ্যানাকোন্ডা | মার্কিন বাহিনী | আফগানিস্তানে তালেবান-আল কায়দাবিরোধী অভিযান | মার্চ ২০০২ |
| অপারেশন স্ট্রাইকিং ফোর্স | বাংলাদেশ সরকার | দেশে নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগ নির্মূল অভিযান | ২০০২ |
| অপারেশন ডেজার্ট ফক্স | ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী | ইরাকে পরিচালিত সামরিক অভিযান | ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮ |
| অপারেশন সিওর ভিক্টর | শ্রীলঙ্কা সরকার | শ্রীলঙ্কার LTTE দমন অভিযান | ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮ |
| অপারেশন রেইনবো | ইসরাইলি সেনাবাহিনী | ফিলিস্তিনি নির্মূলে পরিচালিত অভিযান | মে ২০০৪ |
| অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডারস্টর্ম | পাকিস্তান ও মার্কিন বাহিনী | তালেবান দমনে | ২০০৯ |
| কিং ড্রাগন অপারেশন | মিয়ানমারের সামরিক জান্তা | রোহিঙ্গা দমনে | ১৯৭৮ |
| অপারেশন ক্লিয়ারেন্স | মিয়ানমারের সামরিক জান্তা | রোহিঙ্গা দমনে | ২০১৭ |
| অপারেশন ডিসাইসিভ স্টর্ম | সৌদি জোট | ইয়ামেনে হুথিদের দমনে | ২০১৫ |
| অপারেশন পিস | তুরস্কের | কুর্দি ওয়াইপিজি মিলিশিয়া এবং | ২০১৯ |
| স্প্রিং | সেনাবাহিনী | জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসের হুমকি দূর করে তুরস্কে আশ্রয় নেওয়া সিরীয় শরণার্থীদের দেশে ফেরাতে একটি 'নিরাপদ অঞ্চল' গঠন | |
| অপারেশন শহিদ সোলাইমানি | ইরান | জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার প্রতিশোধে ইরাকে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা | ২০১৯ |

### যুদ্ধবিমান

| দেশ | যুদ্ধবিমান | |
|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র | এফ-১৬, এফ-৩৫ | জঙ্গি বিমান |
| | স্টেলথ | রাডারের নজর এড়াতে সক্ষম জঙ্গি বিমান |
| | সি-১৩০ | সামরিক পরিবহণ বিমান |
| | বি-৫২ | বোমারু বিমান |
| | এয়ারফোর্স ওয়ান | মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমান |
| রাশিয়া | মিগ-২৯, মিগ-২১, Sukhoi su-47 | |
| চীন | জে-৫, জে-৬ | |
| ফ্রান্স | রাফালে, মিরেজ, ইটেন্ডার্ড | |
| যুক্তরাজ্য | টর্নেডো, জেভলিন, গ্রেব, টাইফুন, হান্টার, হারিকেন, হর্ন, গ্ল্যাডিয়েটর, ক্যামেরন | |

### পারমাণবিক দুর্ঘটনা

| | |
|---|---|
| থ্রিমাইল আইল্যান্ড বিপর্যয় | ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার থ্রিমাইল দ্বীপপুঞ্জে এ দুর্ঘটনা ঘটে |
| চেরনোবিল বিপর্যয় | ১৯৮৬ সালে ২৬ এপ্রিল ইউক্রেনের চেরনোবিলে মানবসভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে |
| কুরস্ক সাবমেরিন দুর্ঘটনা | ২০০০ সালের ১২ আগস্ট ব্যারেন্ট সাগরে রাশিয়ার পারমাণবিক সাবমেরিন কুরস্ক নিমজ্জিত হয় |
| ফুকুশিমা পারমাণবিক বিপর্যয় | ১১ মার্চ জাপানে স্মরণকালের ভয়াবহতম ভূমিকম্প এবং সুনামি সংঘটিত হয় এবং ১২ মার্চ ২০১১ জাপানের ফুকুশিমা পারমাণবিক প্রকল্পের দাইচি-১ কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটে |

### ক্ষেপণাস্ত্র

| দেশ | মিসাইলের নাম | |
|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র | ট্রাইডেন্ট | ক্রুজ মিসাইল |
| | টমাহক | সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপণযোগ্য ব্যালাস্টিক মিসাইল |
| | পেট্রিয়ট | আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার জন্য |
| ভারত | পৃথ্বী, অগ্নি, সাগরিকা, সূর্য, ধনুশ, আকাশ, ত্রিশূল, নাগ, ব্রহ্ম | |
| পাকিস্তান | হাতাফ, ঘোরি, বাবর, শাহিন, গজনভি | |
| উত্তর কোরিয়া | তাইপেডং, কে এন-০৬ | |
| ইরান | কাহাব, সাজ্জিল, জিলজাল, ফাতেহ, টোভার, তুফান, ফজর, কাওসার, নসর | |
| ইসরাইল | জেরিকো, বরাক | |



**THAAD:** Terminal High Altitude Area Defense। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র।

**ABM:** Anti Ballastic Missile.

**ICBM:** Inter Continental Ballastic Missile.

**HSTDV:** Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle.

**এস-৪০০ :** এস-৪০০ রাশিয়ার বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি, ইহা একধরনের অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এস-৪০০ এর পাশাপাশি এস-৫০০ তৈরি করবে রাশিয়া। সম্প্রতি রাশিয়ার কাছ থেকে এস ৪০০ মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম কেনার জন্য তুরস্কের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে অ্যামেরিকা। অ্যামেরিকার দাবি, এ কাজ ন্যাটোর নীতিবিরোধী এবং মার্কিন সেনার কাছে বিপদের কারণ। ট্রাম্প ফলে শাসনের একেবারে শেষ পর্বে তুরস্কের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। এই নিষেধাজ্ঞা তুরস্কের সামরিক সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সি ও তার সঙ্গে যুক্ত অফিসারদের উপর বর্তাবে।

### আইএস

- IS → Islamic State
- ISIS → Islamic State of Iraq and Szria
- প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠা → ২০১০ সালে
- আইএসের রাজধানী → আল রাক্কা (সিরিয়া)
- প্রধান নেতা → আবু বকর আল বাগদাদি (মৃত্যু ২৬ অক্টোবর, ২০১৯)
- অনলাইন ম্যাগাজিন দাবিক → উত্তর সিরিয়ার একটি শহরের নাম
- আইএস → সালাফিপন্থি সুন্নি
- উদ্দেশ্য → সুন্নি ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠা (বর্তমানে আইএসের কার্যক্রম তেমন দেখা যায় না)

### Islamic Military Alliance (IMA)

- সংস্থাটি অফিসিয়াল নাম → Islamic Military Counter Terrorism Coalition
- সুন্নি মুসলিম দেশের সন্ত্রাসবিরোধী সামরিক জোট → IMA
- প্রতিষ্ঠা → ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫
- উদ্যোক্তা → সৌদি আরব
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য → বাংলাদেশসহ ৩৪টি সুন্নিপন্থি মুসলিম দেশ
- বর্তমান সদস্য → ৪২টি
- সদস্য হতে পারবে → দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার মুসলিম দেশ
- সদস্য হতে পারবে না → ইরান, সিরিয়া ও শিয়াপ্রধান দেশ
- প্রথম সমর্থন জানায় → চীন
- যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি দেশ সদস্য হয়নি → ইন্দোনেশিয়া
- সর্বাধিনায়ক → পাকিস্তানের ১৫তম সেনাপ্রধান রাহিল শরিফ

### পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ

| দেশ | প্রথম পরীক্ষার সময়কাল | সিটিবিটি অবস্থা | পারমাণবিক পরীক্ষার স্থান |
|---|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র | ১৯৪৫ | স্বাক্ষরকারী | নেভেদা, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা, নিউ মেক্সিকো, কলোরাডো, মিসিসিপি |
| রাশিয়া | ১৯৪৯ | অনুসমর্থনকারী | সেমিপ্যালাটিনস্ক, নাভাইয়া জেমলিয়া |
| যুক্তরাজ্য | ১৯৫২ | অনুসমর্থনকারী | মারালিঙ্গ ও এমু ফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া), ক্রিসমাস দ্বীপপুঞ্জ (প্রশান্ত মহাসাগর) |
| ফ্রান্স | ১৯৬০ | অনুসমর্থনকারী | মরুবোয়া |
| চীন | ১৯৬৪ | স্বাক্ষরকারী | লুপ নার |
| ভারত | ১৯৭৪ | স্বাক্ষর করেনি | পোখরান |
| পাকিস্তান | ১৯৯৮ | স্বাক্ষর করেনি | রাসকহ পাহাড় (চাগাই), খারান মরুভূমি |
| উত্তর কোরিয়া | ২০০৬ | স্বাক্ষর করেনি | হাওয়াদিরি, পাঙ্গাইরি |

- চীনের নিজস্ব তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরীর নাম → টাইপ 001A (যাত্রা ২৬ এপ্রিল ২০১৭)
- ফাদার অব অল বোম্বস (FOAB) যে দেশের তৈরি → রাশিয়া
- মাদার অব অল বোম্বস (MOAB) যে দেশের তৈরি → যুক্তরাষ্ট্র
- বিশ্বে সামরিক খাতে ব্যয়ে শীর্ষ দেশ → যুক্তরাষ্ট্র (চীন দ্বিতীয়, রাশিয়া তৃতীয়)
- জিয়া জিয়া → চীনের তৈরি প্রথম মানবাকৃতির রোবট
- মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমান → এয়ারফোর্স ওয়ান
- সম্প্রতি রাশিয়া পঞ্চম প্রজন্মের যে সুপারসনিক জেট তৈরির ঘোষণা দিয়েছে → এসইউ-৫৭
- 'হামফ্রেইস' সামরিক ঘাঁটি → দক্ষিণ কোরিয়ার (যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে)
- মার্কিন সামরিক ঘাঁটি 'বাগরাম' → আফগানিস্তান
- দক্ষিণ কোরিয়া 'ব্ল্যাকআউট বোমা' ফেলার হুমকি দিয়েছে → উত্তর কোরিয়ায়
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ যুদ্ধজাহাজ → USS GERALD FORD (যুক্তরাষ্ট্র)
- সম্প্রতি 'সাযযাদ থ্রি' নামের ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করছে → ইরান

### সভ্যতার সংকট (The Clash of Civilizations)

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক একটি ধারণা বিশ্বব্যাপী বড় ধরনের একটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। হার্ভার্ডের শিক্ষক প্রফেসর হানটিংটন ১৯৯৩ সালে প্রবন্ধটি লেখেন, যাতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন– আদর্শিক দ্বন্দ্ব বা অর্থনীতি আগামী দিনে সংকট না হয়ে; বরং সংস্কৃতির দ্বন্দ্বই প্রাধান্য পাবে। তিনি বিভিন্ন সভ্যতার দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরেছেন। হানটিংটন তার বিখ্যাত প্রবন্ধে ৮টি সভ্যতার কথা বলেছিলেন, যাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বই একুশ শতকের বিশ্বরাজনীতি নির্ধারিত হবে। যেসব সভ্যতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো–

১. **পশ্চিমা সভ্যতা :** পশ্চিম ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড।
২. **চৈনিক বা কনফুসিয়াস সভ্যতা :** তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া বাদে চীন অর্থাৎ কনফুসীয় সভ্যতা।
৩. **জাপানিজ বা বৌদ্ধ সভ্যতা :** তিব্বত, মিয়ানমার, জাপান ও মঙ্গোলিয়া।
৪. **ইসলামি সভ্যতা :** সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঁচটি রিপাবলিক (কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান), পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকার আরব দেশগুলো, ও পূর্ব আফ্রিকার সোমালিয়া।
৫. **হিন্দু সভ্যতা :** ভারত (কাশ্মীর বাদে)।
৬. **স্লাভিত-অর্থোডক্স সভ্যতা :** অর্থোডক্স খ্রিষ্টান, গ্রিস, রোম ও রাশিয়া।
৭. **লাতিন আমেরিকার সভ্যতা :** সেন্টাল আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা।
৮. **অফ্রিকান সভ্যতা :** উত্তরের আরব অংশ বাদ দিয়ে বাকি আফ্রিকা অর্থাৎ কৃষ্ণ আফ্রিকা।

### সেল্ফ টেস্ট-১২

১. **'The Clash of Civilization' ধারণার প্রবক্তা কে?**
ক জর্জ বুশ খ স্যামুয়েল হান্টিংটন
গ কন্ডোলিৎসা রাইস ঘ ডোনাল্ড রামসফেল্ড

২. **জাতিসংঘের রাসায়নিক অস্ত্র বিরোধী সনদটি কবে স্বাক্ষরিত হয়?**
ক ১৯৮৭ খ ১৯৮৮
গ ১৯৯৩ ঘ ১৯৯৪

৩. আন্তর্জাতিক আণ্বাসনবিরোধী চুক্তি–
ক পিস অব প্যারিস খ প্যারিস প্যাক্ট, ১৯২৮
গ প্যারিস শান্তি চুক্তি, ১৯৭৯ ঘ প্রথম প্যারিস চুক্তি, ১৯৮৯

৪. ANZUS-এর সদস্য নয়–
ক অস্ট্রেলিয়া খ নেদারল্যান্ডস
গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ নিউজিল্যান্ড

৫. জাতিসংঘের অস্ত্রবিরোধী সংস্থা–
ক IAEA খ UNODA
গ UNADO ঘ OPCW

৬. কোন রাষ্ট্রটি ন্যাটো সদস্য; কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নয়?
ক জার্মানি খ ইতালি
গ যুক্তরাজ্য ঘ যুক্তরাষ্ট্র

৭. SLA কোন গোষ্ঠীর সামরিক জোট?
ক ইহুদি খ সুন্নি
গ শিয়া ঘ কুর্দি

৮. পৃথিবীর বৃহত্তম সামরিক জোট–
ক IMA খ NATO
গ ANZUS ঘ OSCE

৯. OSCE কোন অঞ্চলের নিরাপত্তার সাথে জড়িত?
ক আফ্রিকা খ ইউরোপ
গ আমেরিকা ঘ মধ্যপ্রাচ্য

১০. 'The Headquarter of International Atomic Energy Agency (IAEA) is located at-
ক Paris, France খ Rome, Italy
গ Bern, Switzerland ঘ Vienna, Austria

১১. কোনটি বিলুপ্ত হয়েছে?
ক ওয়ারশ প্যাক্ট খ ন্যাটো
গ নাফটা ঘ অ্যাপেক

১২. শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন কোন বিজ্ঞানের শাখা–
ক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের খ ইতিহাসের
গ সামাজিক বিজ্ঞানের ঘ অর্থনীতির

১৩. 'Spy in the Sky' কী?
ক একটি ভূউপগ্রহ কেন্দ্র
খ একটি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র
গ একটি চালকবিহীন গোয়েন্দা বিমান
ঘ প্রতিরক্ষাবিষয়ক একটি উপগ্রহ

১৪. 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধে হ্যানটিংটন কয়টি সভ্যতার কথা বলেছে?
ক ৫টি খ ৬টি
গ ৮টি ঘ ৯টি

১৫. অপারেশন ক্লিয়ারেন্স কাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে?
ক তালেবান খ আইএস
গ রোহিঙ্গা ঘ কুর্দি

# লেকচার-১৩

**আলোচ্য বিষয় : আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক-১** (রাষ্ট্রের ধারণা, পররাষ্ট্রনীতির ধারণা, কূটনীতির ধারণা, গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পরিভাষা, চুক্তির বিভিন্ন ধরন; আরব ইসরায়েল সম্পর্ক তথা বিভিন্ন চুক্তি।)

## ৩৫-৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নোত্তর

- পিংপং অর্থ কী → টেবিল টেনিস [৩৮তম বিসিএস]
- দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয় → বাফার রাষ্ট্র [৩৮তম বিসিএস]
- নৈরাজ্য তত্ত্বের মূল উপাদান হচ্ছে → নব্য মার্কসবাদ [৩৮তম বিসিএস]
- Sunshine Policy-এর সাথে কোন দুটি দেশ জড়িত → উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া [৪০তম বিসিএস]
- 'নেকড়েযোদ্ধা কূটনীতি' কোন দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট? → চীন [৪৪তম বিসিএস]
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোন তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী ভূমিকার বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা প্রদান করে? → উদারবাদ [৪৬তম বিসিএস]

## রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের মূলভিত্তি পরিবার। পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে মানুষ যখন একতাবদ্ধ বসবাস করতে শুরু করে, তখন রাষ্ট্রের ধারণা ভিত্তি পেতে থাকে। রাষ্ট্র হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ একক ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যার জনসমষ্টি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সংগঠিত সরকার গঠন করে স্বাধীনভাবে বসবাস করে। রাষ্ট্রের উপাদান চারটি : ১. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, ২. জনসমষ্টি, ৩. সরকার ও ৪. সার্বভৌমত্ব।

## রাষ্ট্রের শ্রেণিবিভাগ

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, অবস্থান ও ভূমিকার দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

**ক. বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের প্রেক্ষিতে**

**সামন্তরাষ্ট্র :** সামন্ততন্ত্র ল্যাটিন শব্দ Feudam থেকে এসেছে। এখানে Feudam অর্থ Fief বা ক্ষুদ্র জমি। আর Feud থেকে Feudal (সামন্ত) এবং Feudal শব্দ থেকেই সামন্ততন্ত্র বা Feudalism শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। সামন্তবাদ ব্যবস্থায় অনেক ছোট ছোট অংশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা থাকে। মধ্যযুগে ইউরোপের দেশ ফ্রান্স থেকে সামন্তবাদ ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। সামন্তবাদ ব্যবস্থার অপর নাম জমিদারি সমাজ ব্যবস্থা।

**আশ্রিত রাষ্ট্র :** যদি কোনো দুর্বল রাষ্ট্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাকে আশ্রিত রাষ্ট্র বলে।

**আজ্ঞাধীন রাষ্ট্র :** একটি রাষ্ট্র যখন অন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধীনে থাকে, তাহলে একে আজ্ঞাধীন রাষ্ট্র বলে। সাধারণত যুদ্ধে পরাজিত রাষ্ট্রগুলোর এমন পরিণতি হয়।

**অছি রাষ্ট্র :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরাধীন রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার জন্য উৎসাহ দেওয়া ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এসব রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব UN-এর অছি পরিষদ পালন করত। উল্লেখ্য, সর্বশেষ পালাউয়ের স্বাধীনতার পর UN-এর এই পরিষদের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটেছে।

**কনডোমিনিয়াম রাষ্ট্র :** যদি কোনো রাষ্ট্রের ওপর একের অধিক বহিঃশক্তি যৌথভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তখন তাকে যৌথ সার্বভৌম শাসিত রাষ্ট্র বা কনডোমিনিয়াম রাষ্ট্র বলে। যেমন– ব্রিটেন ও ফ্রান্স যৌথভাবে নিউ হেব্রাডাইস দ্বীপের ওপর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

**ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র/অঞ্চল :** যে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বিদেশি শক্তির দখলে থাকে তাকে উপনিবেশক রাষ্ট্র/অঞ্চল বলে। যেমন– ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশ কলোনিভুক্ত ছিল।

**সমন্বিত যুক্তরাষ্ট্র**

- **ফেডারেশন :** আঞ্চলিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যখন ক্ষমতা ভাগাভাগি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তখন তাকে ফেডারেশন রাষ্ট্র বলে। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি।
- **কনফেডারেশন :** যখন একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র নিজ নিজ স্বার্থে তাদের ক্ষমতা বিশেষ ক্ষেত্রে শিথিল করে কেন্দ্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তাকে কনফেডারেশন রাষ্ট্র বলে। যেমন– লাতিন আমেরিকা।

**খ. ক্ষমতার প্রেক্ষিতে**

১. **পরাশক্তি :** যখন কোনো রাষ্ট্র অন্যকোনো রাষ্ট্রকে পরোয়া করে না তথা আন্তর্জাতিক আইনের পরোয়া করে না, তখন তাকে পরাশক্তি বলে। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২. **বৃহৎ শক্তি :** বৃহৎ শক্তি বলতে বিশ্বের গুটিকয়েক রাষ্ট্রকে বোঝানো হয়, যাকে বিশেষ ক্ষেত্রে পরাশক্তিও বলা হয়ে থাকে। যেমন– চীন বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র।

৩. **মাঝারি রাষ্ট্র :** মাঝারি রাষ্ট্র বলতে প্রধানত আঞ্চলিক শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন– ভারত, পাকিস্তান, ইরান।

৪. **ক্ষুদ্র রাষ্ট্র :** যেসব রাষ্ট্র কেবল নিজস্ব সামরিক শক্তির ওপর ভিত্তি করে নিজেদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে না, বরং অন্যকোনো রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান অথবা ভারসাম্য রক্ষা বলপ্রয়োগকারী অন্যকোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার ওপর নির্ভর করে, তাকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলে। যেমন– ভুটান, নেপাল।

**গ. অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে**

1. Failing State,
2. Fragile State,
3. Failed State.

**দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র :** আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রতি হুমকিস্বরূপ একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলোকে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র বলে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ৪টি রাষ্ট্রকে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র মনে করে– ইরান, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া ও সুদান।

## ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিমালিকানা বজায় থাকে। উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগসহ সমাজের সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা ও অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ভোগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে অবাধ বা মুক্ত অর্থনীতিও বলে।

## সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে সে ধরনের রাষ্ট্রকে বোঝায়, যা ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে না। এতে উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিপরীত। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না। এ ধরনের রাষ্ট্রে একটি মাত্র দল থাকে। গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে বিরোধী মত প্রচারের সুযোগ থাকে না। যেমন– ভেনিজুয়েলা, চীন।

## কল্যাণমূলক রাষ্ট্র

যে রাষ্ট্র দেশের জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে অর্থাৎ দেশবাসীর সার্বিক কল্যাণ সাধন করে থাকে, তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

## গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যেখানে শাসনকাজে জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সবাই মিলে সরকার গঠন করে। এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এতে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়।

## একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা

একনায়কতন্ত্র একধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাকে বলা হয় একনায়ক বা ডিকটেটর।

## রাজতন্ত্র

**সাংবিধানিক রাজতন্ত্র :** যেসব দেশে রাজা বা রানি ও সংসদ চালু আছে, সেসব দেশই সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। যেমন– ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, জাপান, কম্বোডিয়া, ভুটান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ব্রুনাই।

**নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র :** যেসব দেশে রাজা বা রানি থাকে তবে সংসদ থাকে না, সেসব দেশকে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বলে। যেমন– সৌদি আরব।

## সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদ তথা Imperialism শব্দের উৎপত্তি Imperialist শব্দ থেকে। ফ্রান্সে নেপোলিয়ানের অনুসারীদের শনাক্ত করতে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। একটি দেশ নিজের স্বার্থে অন্যদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিনাশ বা সংকুচিত করে তার ওপর নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব যখন স্থাপন করার চেষ্টা করে, তখন তাকে সাম্রাজ্যবাদ বলে। Imperialism is the Highest Stage of Capitalism. 1917 সালে প্রকাশিত হওয়া লেনিন কর্তৃক লিখিত পুঁজিবাদের স্বরূপ উন্মোচনকারী একটি বিখ্যাত বই।

## উপনিবেশবাদ

লাতিন শব্দ Colonia থেকে Colonialismo তথা উপনিবেশবাদ শব্দটি এসেছে। এর সুনির্দিষ্ট ও একক সংজ্ঞা নেই। প্রকৃত বাস্তবতার আলোকে উপনিবেশবাদ বলতে বোঝায় এমন একটি ভূখণ্ড, যার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন ভিনদেশি সংখ্যালঘু দ্বারা নির্ধারিত হয়। সংখ্যালঘুরা সংস্কৃতি, ইতিহাস, বিন্যাস, বর্ণগত দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের চেয়ে পৃথক। উপনিবেশবাদের শুরু হয়েছিল ১৪৫০ সালের দিকে এবং সমাপ্তি ঘটে ১৯৭০ সালের দিকে।

## নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই উপনিবেশাধীন রাষ্ট্রগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হতে থাকে। এতে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেক রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করে। কারণ স্বাধীন রাষ্ট্রে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ স্থাপন করা যায় না। সম্পদশালী ও প্রভাবশালী এসব রাষ্ট্র সাহায্যকারী ঋণদাতা, পরামর্শদাতা প্রভৃতি ছদ্মনামে তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণের যে কৌশল অবলম্বন করে, তা নব্য উপনিবেশবাদ নামে পরিচিত।

## ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

যে রাষ্ট্রের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব নাগরিক রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে ধর্মীয় প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে আলাদা রাখা হয়– এরূপ রাষ্ট্রকে বলা হয় Secular state। যেমন– বাংলাদেশ, ভারত।

## স্যাটেলাইট স্টেট

প্রতিবেশী বৃহৎ এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রভাবাধীন অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রকে স্যাটেলাইট স্টেট বলে। যেমন– অনেকে ভুটানকে ভারতের স্যাটেলাইট স্টেট বলে থাকে।

## এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সব শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ফলে কেন্দ্র থেকে দেশ পরিচালনা করা হয়। শাসনকাজের সুবিধার জন্য দেশকে বিভিন্ন প্রদেশে বা অঞ্চলে ভাগ করে কিছু ক্ষমতা তাদের হাতে অর্পণ করা হয়। তবে প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকার সে ক্ষমতা ফিরিয়ে নিতে পারে। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারগুলো কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থেকে কেন্দ্রের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। যুক্তরাজ্য এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদাহরণ।

## যুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা

যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র ও প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে, তাকে যুক্ত রাষ্ট্র বলে। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকাজের সুবিধার জন্য সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশ বা অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। যুক্ত রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে পাশাপাশি অবস্থিত কতকগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে একটি বড় রাষ্ট্র গঠন করে বলে রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হয়। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র যুক্ত রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির উদাহরণ।

## বহুজাতিক রাষ্ট্র

সাধারণত জাতি বলতে বোঝায় ভাষা, সংস্কৃতি, জীবন যাত্রা, ধর্ম, ঐতিহ্যগত মিল রয়েছে, এমন জনগোষ্ঠীকে। যদি একটি দেশ বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং পরস্পর নিরাপত্তার জন্য একটি রাষ্ট্র গঠনে আগ্রহী হয়, তাকে বহুজাতিক দেশ বলে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও বহু জাতি সম্মিলিত একটি রাষ্ট্রই বহুজাতিক রাষ্ট্র। আধুনিক পৃথিবীতে বহুজাতিক রাষ্ট্র আছে, বহুরাষ্ট্রিক জাতিও আছে। ভারত একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত।

## সংঘর্ষনিবারক রাষ্ট্র

দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যদি শক্তিসাম্য বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তবে তাকেসংঘর্ষনিবারক রাষ্ট্র বলে। একটি রাষ্ট্রের অবস্থান যদি এমন হয়, রাষ্ট্রটি দুটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের মাঝে অবস্থিত তখন রাষ্ট্রটি ইচ্ছা করলেও অনেক সময় যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে পারে না। যেমন- ফ্রান্স ও জার্মানির মাঝে বেলজিয়াম, চীন ও ভারতের মাঝে নেপাল।

## বাফার জোন

দুটো বৈরী দেশের বা গ্রুপের মধ্যে অবস্থিত এলাকা যেখানে অবশ্য কোনো পক্ষই সামরিক সমাবেশ ঘটায়নি। অর্থাৎ দুপক্ষের মধ্যে এক ধরনের বিভেদকারী জোন রয়েছে যা প্রাথমিকভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে ভুলক্রমে কোনো সংঘর্ষের সম্ভাবনা হ্রাস করে বা পরিণামে স্থিতিশীলতা আনয়নে সহায়তা করে। এরকম পরিস্থিতিতে পরস্পরের মধ্যে শান্তি নিশ্চিত করার জন্য শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের আহ্বান জানানো হয়। গোলান মালভূমি ও সিরিয়ার বাকি অংশের মধ্যে, সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র এবং তুর্কি সাইপ্রাস (উত্তর সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র) এর মধ্যকার জোনসমূহে এ ধরনের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন আছে।

জাতিসংঘের বাহিরেও কখনো কখনো বহুজাতিক বাহিনীর আওতায় একই ধরনের ভূমিকা কেউ কেউ পালন করতে পারে। যেমন- ১৯৮১ সাল থেকে মিশর ও ইসরাইলের মাঝে সিনাই এলাকার পূর্ব এলাকা পাহারা দেওয়ার জন্য নিয়োজিত বহুজাতিক বাহিনী ও পর্যবেক্ষকরা। এই বহুজাতিক বাহিনী ও পর্যবেক্ষকের বর্তমান কমান্ডার Major General Evan Williams.

## উন্নত দেশ

জাতিসংঘ তার সদস্য দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত- এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে। উন্নত দেশ বলতে সেসব দেশকে বোঝায়, যারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করছে।

## উন্নয়নশীল দেশ

বিশ্বের উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যপর্যায়ে আরেক ধরনের দেশ আছে- যেগুলোকে বলা হয় উন্নয়নশীল দেশ। দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নিম্ন, দেশের অবকাঠামো উন্নত দেশের তুলনায় কিছু খারাপ; কিন্তু দেশগুলো ধীরে ধীরে উন্নত করছে, এমন দেশগুলোকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। তবে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সঙ্গে এ দেশগুলোর পার্থক্য এই যে, এসব দেশ পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যাকে ব্যবহার করে মোট জাতীয় উৎপাদন তথা মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

## স্বল্পোন্নত দেশ (LDC)

স্বল্পোন্নত দেশের ধারণাটি ১৯৬০-এর দশকে প্রথম প্রবর্তিত হলেও জাতিসংঘ প্রথম স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে পৃথকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে ১৯৭১ সালে। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ঝুঁকিশীলতার বিভিন্ন সূচকে জাতিসংঘ নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকা দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে সাধারণ জীবনযাত্রার মান কম, শিল্প বাণিজ্যে এসব দেশ অনগ্রসর এবং মানব উন্নয়ন সূচকে অপরাপর দেশের তুলনায় এই দেশগুলো পিছিয়ে। বিশ্বের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলো আর্থসামাজিক বিভিন্ন মানদণ্ডে ক্রমে পিছিয়ে থাকার প্রেক্ষাপটে এসব দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের ধারণাটি প্রবর্তন করে।

জাতিসংঘের তথ্যমতে, বর্তমানে বিশ্বের সর্বমোট ৪৬ দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় রয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান আঙ্কটাডের নেতৃত্বে ১৯৮১, ১৯৯০, ২০০১ ও ২০১১ সালে চারটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ৯-১৩ মে ২০১১ সালে তুরস্কের ইস্তানবুল শহরে অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর চতুর্থ জাতিসংঘ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইস্তানবুল ঘোষণা ও ইস্তানবুল কর্মপরিকল্পনা (Istanbul Programmer of Action-IPoA) গৃহীত হয়। এ কর্মপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো- ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক দেশকে স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণ (Graduation) ঘটানো। এখন পর্যন্ত মোট ৬টি দেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণে সক্ষম হয়েছে। দেশগুলো হলো- বোতসোয়ানা (১৯৯৪); কেপ ভার্দে (২০০৭); মালদ্বীপ (২০১১), সামোয়া (২০১৪), ইকুয়েটরিয়াল গিনি (২০১৭) ও ভানুয়াতু (২০২০)। সর্বশেষ এলডিসিভুক্ত হয় দক্ষিণ সুদান।

### THREE CRITERIA FOR ELIGIBILITY

| | Gross National Income | Human Assets Index | Economic Vulnerability Index |
|---|---|---|---|
| Required | $1,230 or above | 66 or above | 32 or below |
| Bangladesh score | $1,272 | 72.8 | 25 |

**স্বল্পোন্নত থেকে উত্তরণের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি ও বাংলাদেশ :** স্বল্পোন্নত থেকে উত্তরণের জন্য আয়, মানবসম্পদ সূচক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকিসূচক- এই তিন শর্ত পূরণ করতে হয়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের আওতায় অগ্রাধিকারমূলক বিভিন্ন সুবিধা অর্জন করে, যা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। এদেশের জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা সর্বোপরি বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের ফলে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয়, জিডিপির প্রবৃদ্ধিসহ উন্নয়ন সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পথে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং সে অনুযায়ী নির্ধারিত সূচকে নির্দিষ্ট মানদণ্ড অর্জন করতে হয়। জাতিসংঘ ২০১৮-এর ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় স্বল্পোন্নত দেশ



থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু জাতীয় আয় মার্কিন ডলার ১,২৩০ বা এর উর্ধ্বে (অথবা শুধু মাথাপিছু জাতীয় আয় মার্কিন ডলার ২,৪৬০ বা এর উর্ধ্বে); মানবসম্পদ সূচক ৬৬ বা এর উর্ধ্বে এবং অর্থনৈতিক সূচক ৩২ বা এর কম নির্ধারণ করেছে। উত্তরণের নিমিত্ত তিনটি সূচকের যে কোনো দুটি অর্জন করলেই চলে। কিন্তু আনন্দের সংবাদ এই যে, বাংলাদেশ তিনটি সূচকেই নির্ধারিত মানদণ্ড অতিক্রম করেছে এবং মানসমূহ যথাক্রমে- মাথাপিছু জাতীয় আয় মার্কিন ডলার ১,২৭৪; মানবসম্পদ সূচক ৭২.৮ এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক ২৫।

জাতিসংঘের এ কমিটি প্রতি তিন বছর পরপর বৈঠকে বসে। একটি বিশেষজ্ঞ টেকনিক্যাল কমিটির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পাওয়ার পর যে-কোনো দেশের মূল্যায়ন হয়। ২০২১ সালে এ বিষয়ে প্রথম রিভিউ হবে, বাংলাদেশ সব ক্ষেত্রে তা অর্জনকে কতটা সুদৃঢ় করেছে, এরপর ২০২৬ সালে আরেকটি মূল্যায়ন হবে। প্রস্তুতিকালে বাংলাদেশ এলডিসি হিসেবে যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছিল, সেগুলো অব্যাহত থাকবে। এছাড়া বর্তমান নিয়মে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে বাংলাদেশ ২০২৬ সালের পর আরও তিন বছর অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'এভরিথিং বাট আর্মস' উদ্যোগের আওতায় শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা ভোগ করতে পারবে। পরিবেশ ও সুশাসন বিষয়ে ইইউর শর্তপূরণ করলে জিএসপি প্লাস নামে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা পাবে।

**এলডিসি গ্রুপ :** বর্তমানে ৪৬টি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে ৩৪টি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর সদস্য। আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় এই ৩৪টি দেশের দল বা গ্রুপকেই 'এলডিসি গ্রুপ' বলে।

## বিশ্বব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস

প্রতিবছর আন্তর্জাতিক মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিয়ে কোন দেশকে কী পরিমাণ ঋণ দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করতে বিশ্বব্যাংক মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে সদস্য দেশগুলোকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করে। শ্রেণিগুলো হলো- নিম্ন আয়ের দেশ, নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ, উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং উচ্চ আয়ের দেশ। প্রতিবছর ১ জুলাই বিশ্বব্যাংক পূর্ববর্তী বছরের মোট জাতীয় আয়ের (GNI) তুলনামূলক পর্যালোচনা করে এ শ্রেণিবিন্যাস হালনাগাদ করে থাকে। বিশ্বব্যাংক ১ জুলাই ২০১৫ বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে।

**পরিমাণ পদ্ধতি :** বিশ্বব্যাংক 'এটলাস মেথড' নামে বিশেষ এক পদ্ধতিতে মাথাপিছু জাতীয় আয় পরিমাপ করে থাকে। এক্ষেত্রে একটি দেশের স্থানীয় মুদ্রায় মোট জাতীয় আয়কে (GNI) মার্কিন ডলারে রূপান্তর করা হয়। এক্ষেত্রে তিন বছরের গড় বিনিময় হারকে সমন্বয় করা হয়, যাতে আন্তর্জাতিক মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় হারের ওঠা-নামা সমন্বিত হয়।

## আন্তর্জাতিকতাবাদ

জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতার দৃষ্টিতে সবকিছু দেখার ওপর জোর দেওয়া, কোনো বিশেষ দেশ বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত না থাকাকে আন্তর্জাতিকতাবাদ বলা হয়। আন্তর্জাতিকতাবাদ মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন, যা বৈষম্য দূর করে বিশ্বের সকল মানুষকে সমান ভাবতে সাহায্য করে। আন্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করে, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে, গণতন্ত্রের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির বিকাশ ও সংস্কৃতির বিনিময়ের মাধ্যমে উন্নত করতে সাহায্য করে।

## জাতিরাষ্ট্র (Nation State)

যখন একটি জাতি অন্য একটি জাতির ওপর নির্ভরশীল বা অধীনস্থ না হয়ে নিজস্ব জাতীয়তাবাদ, মৌলিক মানবাধিকার অর্থাৎ নিজস্ব সংবিধান অনুযায়ী তাদের শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ নিজেরাই করে থাকে, সেই রাষ্ট্রকে জাতিরাষ্ট্র বলে। আধুনিক রাষ্ট্রই জাতিরাষ্ট্র। জাতিরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো তার জাতীয়তাবাদী চেতনা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের ফসলই হলো জাতিরাষ্ট্র। ১৬১৮-১৬৪৮ সময়কালে ৩০ বছরব্যাপী প্রথম সর্ব ইউরোপীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের এ ভয়াবহতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য জার্মানির উত্তর-পশ্চিমের ওয়েস্টফ্যালিয়া নামক স্থানে ১৬৪৮ সালে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বে প্রথমবারের মতো প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যেখানে রাষ্ট্রের অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক অভ্যন্তরীণ, বহিঃরাষ্ট্রীয় এবং সার্বভৌমত্বের বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করার বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

## গণতান্ত্রিক শান্তিতত্ত্ব

ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) ১৭৯৫ সালে তার লিখিত গ্রন্থ 'Perpetual Peace'-এ সর্বপ্রথম এই ধারণার প্রবর্তন করেন। তার ধারণাটা ছিল, বেশিরভাগ রাষ্ট্রই যুদ্ধে জড়াবে না যদি সেগুলো গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র হয় কারণ উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চর্চার মাধ্যমে কোনো আগ্রাসী রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকবে না এবং প্রতিটি রাষ্ট্রেরই জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, যার ফলে বিশ্বজুড়ে একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করবে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ সাধারণত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়ায় না- এটাই গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্বর মূল কথা।

গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্বকে ঘিরে বা কেন্দ্র করে মূলত ৩টি তত্ত্ব (Theory) রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, মোনাডিক (Monadic) তত্ত্ব, এই তত্ত্ব অনুসারে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ অধিক শান্তিপূর্ণ এবং খুব সহজে যে-কোনো ধরনের রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ বা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ডায়াডিক (Dzadic) তত্ত্ব যা প্রায় সর্বজন স্বীকৃত, এই তত্ত্ব অনুসারে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে যুদ্ধে না জড়ালেও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। তৃতীয় অর্থাৎ সর্বশেষ তত্ত্বটি হচ্ছে, সিস্টেমিক (Systemic) তত্ত্ব। সিস্টেমিক তত্ত্ব অনুযায়ী, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা যত বেশি বৃদ্ধি পাবে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তত বেশি শান্তিপূর্ণ হতে থাকবে।

## North-South Gap (উত্তর-দক্ষিণ ব্যবধান)

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান কমে আসবে এই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু দেখা গেল, ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান দিন দিন বাড়ছেই। এই কারণে উত্তর-দক্ষিণ সংলাপের ব্যাপারটি দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বরাজনীতিতে আলোচিত বিষয়। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়- উত্তরের ধনী দেশগুলো থেকে দক্ষিণের গরিব দেশগুলোয় সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দক্ষিণের দেশগুলোকে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং যার মধ্যে অর্থনীতির পাশাপাশি প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ মানুষের জীবনযাত্রার মান অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

দক্ষিণ বলতে সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বোঝানো হয়। এসব দেশ প্রধানত আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকায় অবস্থিত। অর্থাৎ ভৌগোলিকভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে (আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা) এবং উত্তর গোলার্ধের দক্ষিণে (এশিয়া) অবস্থিত। অপরদিকে উত্তরের দেশগুলো মূলত শিল্পোন্নত পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলো নিয়ে গঠিত। পরবর্তীকালে এশিয়ার জাপান তার প্রভূত শিল্পোন্নতির মাধ্যমে উত্তরের কাতারে শামিল হয়েছে। ১৯৭৪ সালে সাংবাদিক ও সমাজবিজ্ঞানী ক্লার স্টারলিং বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বিশ্লেষণ করে দক্ষিণের দেশগুলোর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন।

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনভাবে প্রয়াস চালানো হয়েছে- ১. বিশ্বব্যাপী দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার প্রচেষ্টা; ২. আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে ও ৩. দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার মাধ্যমে প্রচেষ্টা। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার স্বীকৃতি ও সমর্থন প্রদান করছে জাতিসংঘ, ৭৭ জাতিগোষ্ঠী এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভেতর সহযোগিতার লক্ষ্যে বাস্তব ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এ পর্যন্ত ৩টি বিশ্বব্যাপী কর্মসূচিও গৃহীত হয়েছে- মেক্সিকো সিটি প্রোগ্রাম (১৯৭৬), ওয়ারসপ্যান (১৯৭৯) এবং কারাকাস প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন (১৯৮১)।

## আঞ্চলিক ও আঞ্চলিকীকরণ

রাষ্ট্র তার প্রয়োজনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা পরিবেশগত প্রভৃতি জোটে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে বললে অঞ্চলকেন্দ্রিক জোট হলে তা আঞ্চলিকতাবাদ আর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের আলোকে হলে তা আঞ্চলিকীকরণ। যেমন- সার্ক অঞ্চলকেন্দ্রিক জোট বলে তা আঞ্চলিকতাবাদের ফসল আর ব্রিকস একটি অর্থনৈতিক জোট, যা ৫টি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে গঠিত বলে তা আঞ্চলিকীকরণের ফসল।

## অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এমন কিছু সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠী আছে, যাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রভাব রাখে, তাদের অ-রাষ্ট্রীয় কারক (Non-State Actor) বলে।

## বিশ্বায়ন

বিশ্বায়নের প্রবক্তা মার্শাল ম্যাকলুহান। তারই বিশ্বগ্রাম বা Global Village পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে বিশ্বায়নে পরিণত হয়। এর ধারণা মূলত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যকেন্দ্রিক। বিশ্বায়ন হলো একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সীমানামুক্ত আন্তর্জাতিকীকরণ ত্বরান্বিত করা। বহুমুখী এ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, কারিগরি, সামাজিক ও কৃষ্টি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র।

## মুক্তবাজার অর্থনীতি

কোনোরূপ বিধিনিষেধ ব্যতিরেকে ক্রেতা ও বিক্রেতার অর্থনৈতিক কার্যক্রম, স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থা, অবাধ বিনিময় সম্পর্ক দ্বারা পরিচালিত হয়, তাকে মুক্তবাজার অর্থনীতি বলে। ১৭৭৬ সালে 'The wealth of Nations' গ্রন্থে Adam Smith মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণা দেন। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্যের অবাধ বিচরণ করা এবং একই সঙ্গে অর্থের আদান-প্রদান করা। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সমাজের বণ্টন ও উৎপাদন বণ্টন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় দামের ভিত্তিতে, যা মূলত নির্ধারিত হয় ভোক্তা, শ্রমিক এবং উৎপাদনের উপকরণগুলোর স্বত্বাধিকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত মিলনের ফলে। বর্তমান বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনীতিকে সম্প্রসারণ করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যব্যবস্থা গড়ে তুলছে।

## সংরক্ষণবাদ

এটি মূলত মুক্তবাণিজ্যবিরোধী মতবাদ। ১৯৬০ সালে এই তত্ত্বের প্রসার ঘটে। উন্নত বিশ্ব তাদের দেশে উন্নয়নশীল বিশ্বের পণ্যের প্রবেশ ঠেকানোর নীতিকেই সংরক্ষণবাদ বলে। অর্থাৎ দেশীয় শিল্প রক্ষার্থে বৈদেশিক আমদানির ওপর কর আরোপের তত্ত্বকে Protectism (সংরক্ষণবাদ) বলে। সংরক্ষণবাদের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যের প্রসার ঘটে ও বিদেশি পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত হয়।

## Foreign Aid

কোনো দেশ স্বাভাবিক প্রয়োজন অথবা জরুরি প্রয়োজনে যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ শর্তহীন বা শর্তযুক্তভাবে বিদেশ থেকে গ্রহণ করে, তাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে।

**বৈদেশিক সাহায্য তিন ধরনের**

১. **ঋণ :** কোনো দেশ অন্যদেশ বা সংস্থার কাছ থেকে উন্নয়নব্যয় মেটানোর জন্য যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ সংগ্রহ করে, তাকে ঋণ বলে।

২. **মঞ্জুরি :** শর্তহীনভাবে আর্থিক বা অনার্থিক সাহায্য নিলে তাকে মঞ্জুরি বলে। এই অর্থ ফেরত দিতে হয় না।

৩. **বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগ :** আবার বিভিন্ন দেশের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য দেশের কোনো প্রকল্পের জন্য ব্যয় করলে তাকে বেসরকারি বৈদেশিক বিনিয়োগ বলে।

## FDI (বৈদেশিক বিনিয়োগ)

যে-কোনো দেশের উন্নয়নে অর্থনৈতিক খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার একটি বড় উপায় হলো বৈদেশিক বিনিয়োগ। বিদেশ থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে, বহুজাতিক কোম্পানিরূপে ও সরাসরি বিদেশি সরকার ও তাদের এজেন্ট কর্তৃক কোনো দেশে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হলে তাকে বৈদেশিক বিনিয়োগ বলে।

## ডাম্পিং ও অ্যান্টিডাম্পিং

**ডাম্পিং :** নিজ দেশ থেকে কম দামে পণ্য বিক্রয় করে বিদেশি বাজার দখলের কৌশলকে ডাম্পিং বলে। যেমন– চায়না যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে স্ট্রিল ও অ্যালুমিনিয়াম পণ্য সামগ্রী কম দামে (ড্রাম্পিং প্রক্রিয়া অবলম্বন করে) বিক্রি করেছে।

**অ্যান্টিডাম্পিং :** দেশে কোনো একটি পণ্যযে দামে বিক্রি হয়, অন্য আরেকটি দেশ যদি তার চেয়ে কম দামে বিক্রি করে তাহলে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্যযে পদ্ধতি আরোপ করা হয়, তার নাম অ্যান্টি-ডাম্পিং।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশ তাদের নিজেদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ডাম্পিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ডাম্পিংয়ের বিরুদ্ধে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ না নিলেও অ্যান্টিডাম্পিং বিষয়ে নীতিমালা গ্রহণ করেছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চুক্তিতে উল্লেখ আছে, কোনো দেশের সরকার যদি মনে করে তার নিজের দেশের শিল্প-কারখানা হুমকির সম্মুখীন, তাহলে ওই দেশ ডাম্পিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে। কিন্তু শর্ত থাকে, ওই দেশের সরকারকে দেখাতে হবে যে অভ্যন্তরীণ বাজারের চেয়ে কত কম মূল্যে পণ্য রপ্তানি হচ্ছে এবং তা কীভাবে অভ্যন্তরীণ শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে অ্যান্টিডাম্পিং সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

## Fee ও Tax-এর মধ্যে পার্থক্য

সরকার কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ সুবিধাদানের বিনিময়ে তার কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করে, তাকে ফি (Fee) বলে। যেমন– রেজিস্ট্রেশন ফি, লাইসেন্স ফি ইত্যাদি। সরকার কর্তৃক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর আবশ্যকীয়ভাবে ধার্যকৃত অর্থ, যার বিনিময়ে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো বিশেষ সুবিধা আশা করতে পারে না, তা-ই কর বা Tax। Tax বাধ্যতামূলক কিন্তু ফি বাধ্যতামূলক নয়। করের বিনিময়ে কোনো বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায় না; কিন্তু Fee দাতা এর বিনিময়ে বিশেষ সুবিধা লাভ করে।

## বহুজাতিক সংস্থা

বহুজাতিক কোম্পানি বলতে একাধিক দেশে উৎপাদন, বিপণন কার্যক্রম চালনাকারী কোম্পানিকে বোঝানো হয়। সনি, ইউনিলিভার, ফিলিপস ইত্যাদি বহুজাতিক কোম্পানি।

## Trade Mark

বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব একটি 'ব্যবসা চিহ্ন' থাকে, যা সরকার অনুমোদন দিয়ে থাকে। এর নামই ট্রেডমার্ক। এই ব্যবসা চিহ্ন সময়মতো মাশুল দিয়ে সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। একবার সরকারের অনুমোদন পেলে অন্যকোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অনুরূপ ট্রেডমার্কে আর কোনো দ্রব্য বাজারে চালু করতে পারে না। একটি মাত্র ট্রেডমার্ক শুধু একজন উৎপাদনকারকই ব্যবহার করতে পারে।

## Tariff

আমদানিযোগ্য পণ্যের ওপর আরোপিত কর। এটি মূল্যানুপাতিক বা সুনির্দিষ্ট হারে আরোপিত হয়। এটি সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করলেও মুক্ত বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করে। Tariffless পণ্য প্রবেশের সুবিধাই GSP সুবিধা।

## Letter of Credit/LC

ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে এবং রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে যে পত্রের মাধ্যমে, তাকে বলা হয় প্রত্যয়পত্র। প্রত্যয়পত্রের মূল পক্ষ ৩টি। যথা– ১. আমদানিকারক, ২. আদিষ্ট ও ৩. রপ্তানিকারক।

## Quota

বিদেশি পণ্য প্রবেশে নিরুৎসাহিতকরণে কোটা আরোপ করা হয়। বিদেশে পণ্য প্রবেশের জন্য সময়, পণ্যসংখ্যা বা পণ্যের মোট মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়াটাই Quota। যেমন– ভারতীয় MRF টায়ার বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যদি শর্ত দেয় যে, ভারতের MRF টায়ার পরবর্তী ১ বছর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে, নির্দিষ্ট সংখ্যক দেশে প্রবেশ করতে পারবে, তখন তাকে কোটা বলা হবে।



## কার্টেল

একই ধরনের পণ্য একই ধরনের ব্যবসায় একে অপরের সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা না করার চুক্তির নাম হচ্ছে কার্টেল। এ ধরনের চুক্তি সাধারণত গোপন বা মৌখিক হয়ে থাকে। চুক্তিতে আবদ্ধকারীরা যে বিষয়গুলোয় একমত হয়– ১. দাম, ২. উৎপাদনসীমা, ৩. মূল্য ছাড়ের পরিমাণ, ৪. বাকি প্রদানের সীমা, ৫. ক্রেতা নির্ধারণ ও ৬. বাজার এলাকা নির্ধারণ ইত্যাদি।

## GSP

সাধারণ নিয়ম হলো WTO-এর সদস্যদেশগুলোর প্রতিটি তাদের অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে সমভাবে বিবেচনা করবে এবং আলাদাভাবে কোনো দেশকে বাণিজ্য সুবিধা বা শুল্ক সুবিধা দিতে পারবে না। তবে বিশেষ বিবেচনায় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের কিছু দেশকে বাণিজ্য সুবিধা দিয়ে থাকে। সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ এর জন্য ধারাটি শিথিল করা বা ছাড় দেওয়ার আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিকে GSP বলে। মূলত ৭০-এর দশক থেকে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোয় পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর রপ্তানি বাড়ানোর জন্য এই সুবিধা দিয়ে আসছে। যেন রপ্তানিকারক দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে। সর্বপ্রথম GSP চালু করে EU, ১৯৭১ সালে। প্রথমেই তার শিল্পজাত পণ্য এবং কৃষিজাত পণ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ২০০১ সালের পর GSP সুবিধা অস্ত্র, গোলাবারুদ ছাড়া (Everything but arms) অন্য সব পণ্যের জন্য প্রযোজ্য হয়। অঞ্চল হিসেবে EU বাংলাদেশের বৃহৎ কাঁচাবাজার এবং বাংলাদেশের পোশাক খাতের ৬১% আয় আসে এ অঞ্চল থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৪ সাল থেকে GSP ব্যবস্থা চালু করলেও বাস্তবায়ন হয় ১৯৭৬ সাল থেকে। কারখানার কর্মপরিবেশের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের পণ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) ২০১৩ সালের ২৭ জুন স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

# কূটনীতি

এডমন্ড বার্ক ১৭৯৬ সালে 'ডিপ্লোম্যাসি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। কূটনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Diplomacy', যা গ্রিক প্রতিশব্দ 'Diploma' থেকে উদ্ভূত এবং যার বাংলা প্রতিশব্দ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত উপাধিপত্র বা সনদ; আভিধানিক অর্থ চাতুর্যপূর্ণ আচরণ। পারিভাষিক অর্থে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সরকারিভাবে আন্তঃক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণকেই কূটনীতি বলে।

## কিছু কূটনীতিক পরিভাষা

**Track-I:** Track-I কূটনীতি হলো এক ধরনের অফিসিয়াল কূটনীতি। এখানে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কারা কূটনীতি পরিচালনা করবে এবং কে প্রতিনিধিত্ব করবে, তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখানে দুটি বা অনেকগুলো দেশের মধ্যে সরকারের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কূটনীতি পরিচালিত হয়।

**Track-II:** Track-II বা সেকেন্ড ট্র্যাক কূটনীতি বলতে বোঝায় কোনো এক দেশের বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ অন্য দেশের নীতিনির্ধারণে যে প্রভাব ফেলে, তাকে সেকেন্ড ট্র্যাক কূটনীতি বোঝায়। এটা মূলত চার্চ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মহিলা সংগঠন, শিক্ষা সংগঠন, সুশীল সমাজ ইত্যাদি সংস্থার পক্ষ থেকে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বা সরকারের ব্যর্থতার কারণে নেওয়া হয়।

**Track-III:** Track-III এখানে Track-II এর মতো বেসরকারি সংস্থা, আন-অফিসিয়াল এজেন্ট বা নেতারা প্রাধান্য পান না। মূলত ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো এ ধরনের কূটনীতি পরিচালনা করে থাকে। প্রধানত বিভিন্ন মিটিং, প্রেস কনফারেন্স ইত্যাদি মাধ্যমে এ ধরনের কূটনীতি পরিচালিত হয়।

**Dual Track:** পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের কৌশলকে বলা হয় কূটনীতি। কূটনীতি সফল করতে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে থাকে। একই সাথে Track-I কূটনীতি ও Track-II কূটনীতি প্রয়োগ করাকে দ্বৈত কূটনীতি বলে।

**Multi Track Diplomacy:** বিভিন্নমুখী কূটনৈতিক উদ্যোগকে যখন বিভিন্ন ট্র্যাকে একই সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া হয়, তাকে মাল্টি ট্র্যাক কূটনীতি বলে। যেমন– ভারতের সাথে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন করার জন্য একদিকে সরকারি পর্যায়ে Track-I চালানো, অন্যদিকে উভয় দেশের সুশীল সমাজকে নিয়ে Track-II চালানো এবং উভয় দেশের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে Track-III চালানো।

**Open Door Policy:** বিশ্বের যেসব দেশে যে-কেউ যে-কোনো খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারবে এবং শিল্প, কলকারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যলব্ধ অর্থাৎ সেই খাত থেকে মুনাফা ইচ্ছামতো আবার বিনিয়োগ করতে পারবে বা অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারবে। অর্থনীতির এই নীতিকে খোলা দরজানীতি বলে। হংকং, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশে এই নীতির প্রচলন রয়েছে।

**টিকা কূটনীতি :** ২০১৯ সালের শেষ এবং ২০২০-এর শুরুতে কোভিড-১৯ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে রোগের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে আসেন যে, এ রোগের বিরুদ্ধে 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জনের জন্য ব্যাপক হারে টিকা প্রদানই একমাত্র উপায়। তখন থেকেই টিকার অন্বেষণ শুরু হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কিছু টিকা উদ্ভাবিত হয়। সারা বিশ্বে এখন টিকা প্রদান চলছে। তবে দরিদ্র দেশগুলো টিকা জোগাতে তেমন সফল হয়নি। উদ্ভাবিত টিকার বিশ্বব্যাপী জোগান মেটাতে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র বিভিন্ন যে কৌশল গ্রহণ করে থাকে তাই টিকা কূটনীতি।

**ছায়া মহামারি :** প্রতিবছর ২৫ নভেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস থেকে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পর্যন্ত নারী নির্যাতন বন্ধে প্রচার চালানো হয়। এ বছর করোনা মহামারিতে সহিংসতা শতাংশের মাত্রায় পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ শব্দটি সংযোজন করেছে। জাতিসংঘ বলছে, প্রতি তিনজনে দুইজন সহিংসতার শিকার হচ্ছে এই মহামারিতে। একে 'ছায়া মহামারি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের ওম্যানহউকে রিপোর্ট থেকে সাম্প্রতিক এক জরিপে জানা গেছে, ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সি নারীদের ৯৭ শতাংশ জানিয়েছেন, তারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। মহামারিতে পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশের অবনতি ঘটেছে। সারা বিশ্ব থেকে যে ডেটা বা পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতাও একই হারে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউএন ওম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি সিলিং রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের মার্চ থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী নারীদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক নারী তাদের পরিবারে সহিংসতার মুখে পড়েছেন; কিন্তু তারা কোনো ধরনের সমর্থন বা সাহায্য পেতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিশ্বব্যাপী বাসাবাড়ি এবং রাস্তাঘাটে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বৃদ্ধিকে অন্য ধরনের একটি ছায়া মহামারি হিসেবে উল্লেখ করে এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন বলে জাতিসংঘের রিপোর্টটি শেষ করা হয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারি পরিস্থিতির সঙ্গে আমার দেশও রয়েছে দ্বিগুণের কোঠায়। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যমতে– ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাসে মোট ১ হাজার ৩৪৯টি ধর্ষণ, ৪৮৩ জন পারিবারিক সহিংসতা শিকার ও ২০৫ জনকে হত্যা করেছে স্বামী, ১৮০ জন শিকার হয়েছেন যৌন সহিংসতার, যার মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন ১৪ জন। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সহিংসতার সংখ্যা এ পরিসংখ্যানের থেকে অনেক বেশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে আগের তুলনায় দ্বিগুণ।

**Public Diplomacy (জন কূটনীতি) :** শব্দটি দ্বারা আক্ষরিক অর্থে মুক্ত বা সংসদীয় কূটনীতি বোঝায় না। উহা বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের একটি পরিভাষা যা দ্বারা কূটনীতিবিদদের দ্বারা পরিচালিত প্রচারণাকেই (Propaganda) বোঝানো হয়েছে। বিশ্বের জনগণকে অবগত করা, নিযুক্ত করা এবং প্রভাবিত করে জাতীয় স্বার্থ উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে পাবলিক কূটনীতি বলা হয়।

**ডেমোক্র্যাটিক ডিপ্লোম্যাসি :** ডেমোক্র্যাটিক ডিপ্লোম্যাসির প্রবক্তা হলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন। ১৯১৮ সালে তার বিখ্যাত 'Fourteen Points'-এর প্রথম দফাই হলো No secret covenant. ডেমোক্র্যাটিক ডিপ্লোম্যাসির অপর নাম মুক্ত কূটনীতি।

**নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি :** চীনের আগ্রাসী কূটনীতিকে নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি বলা হয়।

**Ping Pong Diplomacy:** ১৯৭১ সালে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা চীনে অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন ক্রীড়াবিদরা এতে যোগ দেন এবং ১০-১৭ এপ্রিল চীনে অবস্থান করেন। তারা প্রদর্শনী খেলায় অংশ নেন এবং চীনের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল চীনের প্রেসিডেন্ট চৌ এন লাই ওই দলকে আপ্যায়ন করেন এবং বলেন, You opened a new phase of relation between PRC and US. পরে মার্কিন দল ঘোষণা করে যে, শীঘ্রই চীনা দলকে যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এর মাধ্যমে ১৯৪৯ সালের পর ফের চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

**Bipartisan Foreign Policy:** Bipartisan Foreign Policy তথা প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেক সময় মূলত দুই দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে এবং ক্ষমতাসীন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি উভয়দল কর্তৃকই সমর্থিত হয় কারণ তারা দলের স্বার্থ নয় রাষ্ট্রের স্বার্থ প্রাধান্য দেয়। বাইপার্টিজানইজমই একুশ শতকে উপযোগী পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে বিবেচিত। পরিভাষাটি দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল– রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে সমঝোতা বোঝায়।

**সানশাইন পলিসি :** 'সানশাইন পলিসি' হলো দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃক উত্তর কোরিয়ার সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ঠান্ডা যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে ১৯৪৫ সালে কোরিয়া ভেঙে যাওয়ার পর তাদের আর এক হওয়া সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্কের টানাপড়েন আর উত্তেজনাকে নিরসনে দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন করে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সম্প্রীতিমূলক আচরণ বজায় রাখার লক্ষ্যে যে পলিসি গ্রহণ করা হয়, তা-ই সানশাইন পলিসি। ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জংয়ের উদ্যোগে এ নীতি গ্রহণ করা হয়। কিম দায়ে জং এই নীতির জন্য ২০০০ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

**Cricket Diplomacy:** ক্রিকেটের মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়ন। যেমন– ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে 'ক্রিকেট কূটনীতি'র মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়ন।

**Dollar Diplomacy:** এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিরই অপর নাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন ব্যবসাবাণিজ্য তথা সমগ্র মার্কিন অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বার্থে এবং প্রভাববলয় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মৈত্রী, অনুন্নত বিশ্বের অর্থনীতির পুনর্গঠন, কমিউনিজমের আক্রমণ থেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা ইত্যাদির নামে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে শত শত কোটি ডলার ঋণ ও সাহায্য প্রদান করে।

**টিউসডে গ্রুপ :** বাংলাদেশে নিযুক্ত ১৪ দাতা দেশের রাষ্ট্রদূত বা হাইকমিশনারদের সংগঠন। প্রতি মঙ্গলবার এ গ্রুপটি বৈঠক করে বলে এটি 'টিউসডে গ্রুপ' নামে পরিচিত।

**Bilateral Diplomacy (দ্বিপক্ষীয় কূটনীতি) :** দুটো দেশের মধ্যে বিরাজমান কূটনৈতিক সম্পর্ক, যা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত উভয় দেশের মিশনের মাধ্যমে চালিত হয়ে থাকে– যদিও কোনো একটি বা উভয় দেশের মিশনের মাধ্যমে অথবা একটি বা উভয় দেশের মিশনই প্রতিবেশী কোনো দেশেও অবস্থিত হতে পারে।

**Multilateral Diplomacy (বহুপক্ষীয় কূটনীতি) :** তিন বা ততোধিক দেশের অংশগ্রহণে সম্মেলনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপে যে কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো হয়, তা উপাঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়েও হতে পারে।

**প্রতিরোধ কূটনীতি (Preventive Diplomacy):** কোনো বিবদমান অবস্থা সংঘর্ষের দিকে না যেতে পারে, সে বিষয়ে কাজ করা হলো প্রতিরক্ষামূলক। এই কূটনীতি বিবদমান অবস্থাকে একটি সীমার মধ্যে রাখে। অস্ত্র সংঘর্ষে যাওয়ার আগেই এই কূটনীতির মাধ্যমে সংকট সমাধান করা হয়। জাতিসংঘ সনদে ৬-এর আর্টিকেল ৩৩-এ শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কথা বলা হয়েছে এবং বিবাদ মীমাংসার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা ও নিয়মকানুন দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ ব্যবহার ইতিহাসে এ প্রতিরোধ কূটনীতির বহু সফল দিকের প্রতিফলন ঘটেছে।

**Shuttle Diplomacy:** সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জারের ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরবর্তী জোরালো উদ্যোগের সাথে শব্দটির উৎপত্তি জড়িত। ইসরাইল কর্তৃক অধিকৃত মিশর ও সিরিয়ার এলাকা থেকে ইসরাইলি প্রত্যাহারের মতো সীমিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি একে অপরের রাজধানীতে এতো বেশি বিমানে যাতায়াত করেন, তা বৃহৎ কোনো শক্তির কোনো কর্মকর্তা কখনো করেছেন বলে মনে হয় না। নিউইয়র্ক টাইমসের জানুয়ারি ১৯৭৪ সংখ্যায় এক্ষেত্রে শাটল শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যা ছিল যথার্থ এবং ইতিহাস সেভাবেই গ্রহণ করেছে। এটার মূলকথা হলো একাধিক বিবদমান রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য মধ্যস্থাতাকারীর বারবার চেষ্টা করা।

**PL-480:** পিএল-৪৮০ এর অর্থ হচ্ছে Public Law-480। এই আইনটি পাস হয় ১৯৫৪ সালে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি আইন, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন শর্তাধীনে বিদেশি রাষ্ট্রকে খাদ্যসাহায্য দেয়। বাংলাদেশও এই আইনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে। সমালোচকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র এই আইনকে প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ব্যবহার করে থাকে। যেমন– ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিউবার সাথে পাট চুক্তি প্রায় সম্পন্ন করলে যুক্তরাষ্ট্র খাদ্যসাহায্য বন্ধ করে দেয়; পরে পাট চুক্তি বাতিল করতে হয়।

**পারসোনা নন গ্রাটা (Persona non grata):** শব্দের আক্ষরিক অর্থ অবাঞ্ছিত বা অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। কূটনীতিতে পারসোনা নন গ্রাটা বলতে এমন বহির্দেশীয় ব্যক্তিকে বোঝায়, যার নির্দিষ্ট কোনো একটি রাষ্ট্রে অবস্থান ও প্রবেশ ঐ রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সংক্ষেপে পারসোনা নন গ্রাটা বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি গ্রাহক রাষ্ট্র কর্তৃক অগ্রহণযোগ্য ও অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছেন। এ ধরনের ব্যক্তি অবাঞ্ছিত বলে ঘোষিত হলেই ঐ দেশ থেকে 'প্রত্যাহারযোগ্য' বলে বিবেচিত হবে।

**Agreemo:** গ্রহীতা রাষ্ট্র প্রেরক রাষ্ট্রের প্রেরিত কোনো রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রহণে অসম্মতি জানাতে পারে এবং এক্ষেত্রে গ্রাহক রাষ্ট্র গ্রহণ না করার কারণ ব্যাখ্যা করতেও বাধ্য নয়। তাই এই বিষয়ে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের পূর্বেই গ্রহীতা রাষ্ট্রের সম্মতি নিতে হয়। এ সম্মতিকে Agreemo বলে।

**Protocol (প্রটোকল) :** চুক্তি আইন ও ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে একটি প্রটোকলের একটি চুক্তির সমান বৈশিষ্ট্য থাকে। অবশ্য প্রটোকল দ্বারা চুক্তি বা কনভেনশনের চেয়ে কম আনুষ্ঠানিক চুক্তি বোঝায়। পারিভাষিক অর্থে প্রটোকল হলো পদস্থ কোনো সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও যথারীতি সত্যায়িত লেনদেন বা চুক্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত মূল মন্তব্য বা কার্যবিবরণী। এই বিবরণী পরবর্তী যে-কোনো দলিলকে বৈধতা প্রদান করে।

**ডি-জিউর (De-jure):** আইনসম্মতভাবে কোনো নতুন রাষ্ট্র এবং সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিদানের প্রক্রিয়াকে ডি-জিউর বলা হয়।

**ডি-ফ্যাক্টো (De-facto):** আইনি দৃষ্টিতে যা-ই হোক, কার্যত যা বিদ্যমান বা অস্তিত্বশীল, তাকেই বলে ডি-ফ্যাক্টো। যেমন কোনো দেশের বিদ্রোহী গোষ্ঠী সরকারের সমান্তরাল ক্ষমতা করায়ত্ত করলে তাকে ডি-ফ্যাক্টো বলে।

**দূতাবাস (Embassy):** যেখানে রাষ্ট্রদূত ও তার কর্মচারীরা থাকেন, সে স্থানকে দূতাবাস বলা হয়।

**এনভয় (Envoy):** বিদেশে প্রেরিত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের মাঝে রাষ্ট্রদূত এবং চার্জ দি অ্যাফেয়ার্সের মাঝামাঝি পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এনভয় বলে।

**Dean of diplomatic corps:** স্বাগতিক দেশে কূটনৈতিক কোরের প্রধানকে Dean of diplomatic corps বলে। কূটনৈতিক কোরের প্রধান হবেন তিনি, যিনি সবচেয়ে আগে কূটনৈতিক প্রধান হিসেবে গ্রাহক রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয়েছেন।

**হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূত :** হাইকমিশনার হচ্ছেন এক কমনওয়েলথ রাষ্ট্র থেকে অপর কমনওয়েলথ রাষ্ট্রে প্রেরিত সর্বোচ্চ শ্রেণির কূটনৈতিক প্রতিনিধি। যেসব রাষ্ট্র কমনওয়েলথভুক্ত নয়, সেসব রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে রাষ্ট্রদূত বলা হয়।

**অন্তর্ভুক্তিকরণ :** কোনো রাষ্ট্রেরই মালিকানাধীন নয়, এমন এলাকা জবরদখল করে নিজ এলাকাভুক্ত করে অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করার নামই অন্তর্ভুক্তি। এরূপ অন্তর্ভুক্তির সময় মূল মালিক রাষ্ট্রের কোনো অনুমতি গ্রহণ করা হয় না।

**Armistice (সাময়িক যুদ্ধবিরতি) :** যুদ্ধ বা বৈরিতা অবসানে সম্পাদিত চুক্তি দ্বারা যুদ্ধাবস্থার সাময়িক নিবৃত্তি বা অবসান বোঝালেও ১৯১৮ সাল থেকে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে) শব্দটি দ্বারা বিবাদ বা যুদ্ধ স্থায়ীভাবে শেষ করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে সাময়িক যুদ্ধবিরতির পরে যুদ্ধবিরতির আনুষ্ঠানিক ঐকমত্যের মাধ্যমে তা



পূর্ণতা লাভ করে। বর্তমানে সাময়িক যুদ্ধবিরতিকে Truce বা Ceasefire নামেই বেশি অভিহিত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিসূচক সন্ধি স্থাপনের উৎসব-দিবস হিসেবে প্রতিবছর ১১ নভেম্বরকে যুদ্ধবিরতি দিবস (Armistice Day) হিসেবে উদযাপন করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অন্যতম যুদ্ধবিরতি চুক্তি বলা যায় ১৯৫৩ সালে কোরিয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি।

**পোড়ামাটি নীতি :** পোড়ামাটি নীতি এমন একটি সামরিক কৌশল, যা দ্বারা সেনারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সময় প্রতিপক্ষের সামরিক-বেসামরিক নির্বিশেষে সবাইকে হত্যার পাশাপাশি সবকিছু পুড়িয়ে দেয়। শত্রুর পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব– এমন স্থাপনা ও অবকাঠামো পুড়িয়ে দেয়। ২০১৭ সালে মিয়ানমারে সেনাবাহিনী 'জাতিগত নির্মূল' অপারেশনে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীও পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছিল।

**Arms Race (অস্ত্র প্রতিযোগিতা) :** আক্ষরিক অর্থে বোঝায় দ্বন্দ্বে লিপ্ত অন্তত দুটি শক্তি কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলকভাবে অস্ত্রসজ্জা। প্রক্রিয়াটি এক ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (action-reaction) প্যাটার্নের প্রতিফলন। অস্ত্র প্রতিযোগিতা যুদ্ধের দিকেই বিবদমান পক্ষগুলোকে ঠেলে দেয় এবং তাদের মধ্যে অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা সৃষ্টি করে। ব্রিটেন এবং জার্মানির মধ্যে নৌশক্তির প্রতিযোগিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করে।

**Non-Aggression Pact (অনাক্রমণ চুক্তি) :** দুই বা ততোধিক দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করবে না, বরং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যাবতীয় বিরোধের নিষ্পত্তি করবে এই মর্মে সম্পাদিত চুক্তি।

**No-Fly-Zone (নো ফ্লাই জোন) :** যে ভূখণ্ডের উপরে সামরিক বিমানের উড্ডীয়ন সাময়িকভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ। সাবেক বৈরী শক্তিসমূহকে আলাদা করার জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা সাধারণত চুক্তিতেই উল্লেখ থাকে।

**Infiltration (অনুপ্রবেশ) :** কোনো দেশ বা সংগঠনের অভ্যন্তরে শত্রুপক্ষ অথবা ভিন্ন দেশ বা সংগঠনের ব্যক্তি বা চরদের গোপনভাবে ঢুকে পড়াকেই সাধারণত বলা হয় অনুপ্রবেশ।

**Ad hoc diplomat (অস্থায়ী কূটনীতিক) :** পরিভাষাটির সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই। কখনো কখনো এটি দ্বারা রাজনৈতিক নেতা, যেমন রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান অথবা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বোঝায়, যখন তারা কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকেন।

**Accord (স্বীকৃতি বা অনুমতি প্রদান; আপস-মীমাংসা) :** বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক মৈত্রী বা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া। অনেক সময় এই মৈত্রী মৌখিক ধরনের হয়। যে-কোনো দেশের বিরোধী দল বা শ্রেণির মধ্যে (যেমন– শ্রমিক ও পুঁজিপতি) যে চুক্তি বা আপস-মীমাংসা হয়, তা বোঝাতেও পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়।

**Accreditation (রাষ্ট্রদূতকে দায়িত্বভার অর্পণ) :** প্রতিনিধিত্বকারী (sending state) দেশ কর্তৃক রাষ্ট্রদূত হিসেবে স্বাগতিক দেশে (host country) মনোনীত ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয়পত্রসহ (credential papers) দায়িত্ব প্রদান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচয়পত্রের অন্তর্ভুক্ত থাকে প্রত্যয়নপত্র (letter of Credence), প্রত্যাহ্বানপত্র (letter of Recall), হাইকমিশনার/অবৈতনিক কনসালের ক্ষেত্রে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র (letter of Introduction) প্রদান।

**অপরাধী প্রত্যর্পণ :** কোনো ব্যক্তি যদি কোনো রাষ্ট্রে অপরাধ করে অন্য রাষ্ট্রে পালিয়ে যায়, তা হলে দ্বিতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রথম রাষ্ট্রের হাতে হস্তান্তর। এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট আন্তর্জাতিক আইন না থাকায় রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি করে নেয়।

**কূটনৈতিক অসুস্থতা (Diplomatic Illness):** যখন কোনো রাষ্ট্র বা সরকারের কোনো কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি, কোনো সফরে যেতে বা কোনো সভা, অনুষ্ঠান বা বৈঠকে উপস্থিত থাকতে অনিচ্ছুক হন, তখন তিনি সাধারণত শারীরিক অসুস্থতারই অজুহাত দেখান, যাতে তার অনুপস্থিতি কোনো অনাহূত সন্দেহ বা জল্পনাকল্পনার জন্ম না দেয়। অনেক সময় মন্ত্রী বা দলীয় কোনো কর্মকর্তাও একই কারণে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। প্রায়ই সরকার বা দল থেকে কাউকে বহিষ্কারের সময়ও এই কৌশল অবলম্বন করা হয়।

**কূটনৈতিক থলে (Bag Diplomatic):** কূটনৈতিক চিঠিপত্র ও অন্যান্য বৈধ ডকুমেন্ট, জিনিসপত্র বিশেষ থলেতে মুখবন্ধ করে মিশন থেকে হেডকোয়ার্টারে বা হেডকোয়ার্টার থেকে মিশনে পাঠানো যায়। ভিয়েনা কনভেনশন (১৯৬১) অনুযায়ী স্বাগতিক দেশ বা অন্যকোনো কর্তৃপক্ষ কূটনৈতিক ব্যাগ খুলতে পারে না; বরং এক্ষেত্রে কনভেনশন স্বাক্ষরকারী দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে বলে আশা করা হয়। অবশ্য থলের ভেতর আপত্তিকর কিছু আছে বলে মনে হলে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসের কোনো বৈধ প্রতিনিধির সম্মুখেই শুধু তা খোলা সম্ভব।

**সৎ প্রতিবেশীসুলভ নীতি (Good Neighbour Policy):** ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, সৎ প্রতিবেশী হচ্ছেন তিনি, যিনি নিজেকে শ্রদ্ধা করেন; কেননা অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই তিনি এটা করেন।

**প্রতিবেশী নীতি :** ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রতিবেশী নীতি ঘোষণা করেন।

**গানবোট কূটনীতি (Gunboat Diplomacy):** শক্তি প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, বৈরী দেশ বা শক্তিকে হটে যেতে বা দমে যেতে বাধ্য করার কৌশলকেই সাধারণত বলা হয় গানবোট কূটনীতি।

**নানসিও (Nuncio):** রাষ্ট্রদূত মর্যাদার মিশনপ্রধান, যিনি ভ্যাটিকানের প্রতিনিধিত্ব করেন। কূটনৈতিক মন্ত্রী পর্যায়ের ভ্যাটিকান প্রতিনিধিকে ইন্টারনানসিও বলা হয়।

**রাজনৈতিক আশ্রয় (Political Asylum):** ধর্মীয় কারণে বা রাজনৈতিক নির্যাতনের আশঙ্কায় ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক আশ্রয়প্রার্থী হলে তাকে আশ্রয়দান করাকে রাজনৈতিক আশ্রয় বলা হয়।

**কূটঘাত/অন্তর্ঘাতমূলক প্রচেষ্টা (Sabotage):** কর্মী, শ্রমিক, স্বদলীয় লোক যখন কোনো খারাপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কারখানার যন্ত্রপাতি ইচ্ছে করে ধ্বংস করে, তখন এ ধরনের কাজকে সাবোটেজ, অন্তর্ঘাত, কূটঘাত ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করা হয়। আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

**শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান :** বিভিন্ন মতবাদ বা ব্যবস্থাসম্পন্ন দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বসংঘাতমুক্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি অবস্থান করার নীতি। এই নীতি অনুযায়ী এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না এবং কোনো কৌশলেও স্বীয় মতবাদ অন্য রাষ্ট্রের জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে না।

**অভিবাসী (Migration):** কেউ বসবাসের উদ্দেশ্যে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে এক বছরের বেশি সময় থাকলে তাকে সাধারণ অর্থে অভিবাসী বলা যায়। মানুষ বিভিন্ন কারণে অভিবাসী হতে পারে। কাজ বা উন্নততর জীবনযাপনের খোঁজে যারা দেশ ছাড়েন, তাদের অর্থনৈতিক অভিবাসী বলা হয়। প্রকৃতি অনুযায়ী অভিবাসনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা–

১. **অবাধ অভিবাসন :** নিজের ইচ্ছায় বাসস্থান ত্যাগ করে আপন পছন্দমতো স্থানে বসবাস করাকে অবাধ অভিবাসন বলে।
২. **বলপূর্বক অভিবাসন :** প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চাপের মুখে কিংবা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টির ফলে মানুষ বাধ্য হয়ে যে অভিগমন করে তাকে বলপূর্বক অভিবাসন বলে। গৃহযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের কারণে বা যুদ্ধের কারণে কেউ যদি অভিগমন করে তবে তাকে বলপূর্বক অভিবাসন বলে।

**উদ্বাস্তু ও শরণার্থী :** বলপূর্বক অভিবাসনের ফলে যে সমস্ত ব্যক্তি কোনো স্থানে আগমন করে ও স্থায়ীভাবে আবাস স্থাপন করে তাদের বলে উদ্বাস্তু। আর যারা সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সুযোগমতো স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকে তাদেরকে বলে শরণার্থী।

**পঞ্চশীলা (Panch Schila):** পঞ্চশীলা ধারণাটি এসেছে গৌতম বুদ্ধের পঞ্চশীলা বা পঞ্চ আচরণবিধি থেকে, যা সংঘভুক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবশ্যপালনীয় ছিল। ১৯৫৪ সালে ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পাদিত বাণিজ্যিক চুক্তিতে (যে চুক্তির আওতায় ভারত তিব্বতের ওপর চীনের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেয়) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি বাস্তবায়নে যে পাঁচটি নীতির কথা উল্লেখ করা হয়। নীতিগুলো হচ্ছে– ১. সার্বভৌমত্ব বিষয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ২. ভৌগোলিক অখণ্ডতা, ৩. অনাগ্রাসন, ৪. অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং ৫. পারস্পরিক উপকার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। বান্দুং সম্মেলনেও (১৯৫৫) নেতারা ঐ নীতি অনুসরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

**অর্থনৈতিক কূটনীতি :** আন্তর্জাতিকভাবে একটি রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা হাসিলে কূটনীতি পরিচালনা করবে, অন্য কথায় অন্য রাষ্ট্রের সম্পদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টায় থাকবে। এরূপ লক্ষ্য অর্জনে অনুসৃত নীতিকেই বলা হয় অর্থনৈতিক কূটনীতি।

## কিছু আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি

**ম্যাগনাকার্টা (Magna Carta)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৫ জুন ১২১৫
- স্বাক্ষরকারী → ইংল্যান্ডের রাজা জন ও সাধারণ জনগণ
- চুক্তির উদ্দেশ্য → রাজার ক্ষমতা হ্রাস ও প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা; বর্তমানে এটিকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল বলা হয়

**পিটিশন অব রাইট (Petition of Right)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৬২৮ সালে
- মোট ধারা → ৪টি
- চুক্তির উদ্দেশ্য → প্রজাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা বৃদ্ধি

**ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি (Peace of Westphalia)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৬৪৮ সালে
- চুক্তির উদ্দেশ্য → স্বাধীন রাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসের শুরু ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির মাধ্যমে। এই চুক্তির মাধ্যমে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ধারণার সূচনা হয়

**বিল অব রাইটস (Bill of Rights)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৬৬৯ সালে
- চুক্তির উদ্দেশ্য → প্রজাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রসারিত করা

**অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট (The Act of Settlement)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৭০১ সালে
- চুক্তির উদ্দেশ্য → প্রজাদের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা

**প্যারিস শান্তি (Treaty of Paris)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ৩ সেপ্টেম্বর ১৭৮৩
- স্থান → ভার্সাই, ফ্রান্স
- চুক্তির উদ্দেশ্য → ব্রিটেন কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীনতার স্বীকৃতি
- অপর নাম → প্রথম ভার্সাই চুক্তি
- ১৭৮৩ সালে ভার্সাইয়ে → চারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

**সাইকস-পিকো চুক্তি (Sykes-Picot Agreement)**
- চুক্তি অনুমোদিত হয় → ১৬ মে ১৯১৬
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ তথা ভাগবাটোয়ারা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মধ্যে গোপন চুক্তি।
- এই চুক্তির অপর নাম → এশিয়া মাইনর চুক্তি

**দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২৮ জুন ১৯১৯
- স্থান → ভার্সাই, ফ্রান্স
- স্বাক্ষরকারী → জার্মানি এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি
- চুক্তির উদ্দেশ্য → প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা, আইএলও প্রতিষ্ঠা
- এই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে অপমান করা হয়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

**প্যারিস প্যাক্ট (Pact of Paris)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২৭ আগস্ট ১৯২৮
- চুক্তির উদ্দেশ্য → আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা

**মিউনিখ চুক্তি (Munich Agreement)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → সেপ্টেম্বর ১৯৩৮
- স্বাক্ষরকারী → ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালি
- চুক্তির উদ্দেশ্য → মিউনিখে স্বাক্ষরিত এ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল চেকোস্লোভাকিয়ার কিছু অংশ জার্মানির সঙ্গে একীভূতকরণ

**মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তি (Molotov-Ribbentrop Pact)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২৩ আগস্ট ১৯৩৯
- স্বাক্ষরকারী → সোভিয়েত ইউনিয়ন-জার্মানি
- চুক্তির উদ্দেশ্য → পরস্পরকে আক্রমণ না করার একটি গোপন চুক্তি

**মানবাধিকার চুক্তি**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮
- ফলাফল → জাতিসংঘের উদ্যোগে প্যারিসে এ চুক্তি হয়, যা বিশ্ব মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রাখে
- এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১০ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

**গণহত্যা কনভেনশন (Genocide Convention)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৯৪৮ সালে
- চুক্তির উদ্দেশ্য → ওই কনভেনশন গণহত্যার মতো আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটনে জড়িতদের শাস্তির ব্যবস্থা করে

**তাসখন্দ চুক্তি (Tashkent Treaty)**
- যুদ্ধ → ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৭ দিনব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত হয়
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১০ জানুয়ারি ১৯৬৫
- স্থান → তাসখন্দ, উজবেকিস্তান
- স্বাক্ষরকারী → ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আইয়ুব খান
- মধ্যস্থতাকারী → সাবেক সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন
- ফলাফল → ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সমাপ্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা

**ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৯৭১ সালে (মস্কো)
- চুক্তির উদ্দেশ্য → পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
- ফলাফল → ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় ভারতকে সহযোগিতা

**সিমলা চুক্তি**
- চুক্তি স্বাক্ষর → জুলাই ১৯৭২
- স্থান → সিমলা, হিমাচল প্রদেশ, ভারত
- স্বাক্ষরকারী → ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো
- চুক্তির উদ্দেশ্য → উভয় দেশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে একে অপরকে সম্মান দেখাবে এবং জম্মু-কাশ্মীর বিরোধের স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত উভয়ই 'লাইন অব কন্ট্রোল' দেশের সীমানা হিসেবে মেনে নেবে।

**প্যারিস শান্তি চুক্তি (Paris Peace Accords)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৩
- চুক্তির উদ্দেশ্য → ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান

**আলজিয়ার্স চুক্তি**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৩ জুন ১৯৭৫
- স্বাক্ষরকারী → ইরাক-ইরান
- চুক্তির উদ্দেশ্য → শাত-ইল-আরবের বিরোধপূর্ণ সীমানা নিয়ে ইরাক-ইরান চুক্তি

**সেনজেন ভিসা (Schengen Visa)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২৬ মার্চ ১৯৮৫
- স্থান → সেনজেন, লুক্সেমবার্গ
- চুক্তির উদ্দেশ্য → ইউরোপে অবাধ চলাচলের জন্যসেনজেন ভিসা প্রবর্তন। ওই ভিসার মাধ্যমে সদস্যভুক্ত যে-কোনো দেশে ভ্রমণ করা যায়। এর মাধ্যমে চুক্তিভুক্ত দেশগুলোয় সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।



**ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি (Camp David Treaty)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → মার্কিন প্রেসিডেন্টের অবকাশযাপন কেন্দ্র মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের ক্যাম্প ডেভিড নামক স্থানে ১৯৭৮ সালে স্বাক্ষরিত হয় এ ঐতিহাসিক চুক্তিটি। ইসরাইলকে স্বাকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ মিশর (২৬ মার্চ ১৯৭৯)। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরের জন্য ১৯৭৮ সালে প্রথম মুসলিম দেশ হিসেবে শান্তিতে নোবেল পান।

**অসলো চুক্তি (Oslo Accords)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
- স্বাক্ষরকারী → পিএলও ও ইসরাইল
- চুক্তির উদ্দেশ্য → পিএলও এবং ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি

**বেলফাস্ট চুক্তি (গুড ফ্রাইডে চুক্তি)**
- স্থান → বেলফাস্ট, নেদারল্যান্ডস
- স্বাক্ষরিত হয় → ১০ এপ্রিল ১৯৯৮
- স্বাক্ষরকারী পক্ষ → ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের
- চুক্তির উদ্দেশ্য → উত্তর আয়ারল্যান্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠা

**রোম সংবিধি (Rome Statute)**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৫ জুন-১৭ জুলাই ১৯৯৮
- চুক্তি কার্যকর → ১ জুলাই ২০০২
- চুক্তির উদ্দেশ্য → আন্তর্জাতিক আদালত (International Criminal Court, ICC) গঠন
- সংবিধিতে রয়েছে → ১১৬টি ধারা
- বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে → ২৩ মার্চ ২০১০

**মেরিডা প্রটোকল**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ২০০৩, মেক্সিকো
- চুক্তির উদ্দেশ্য → দুর্নীতি প্রতিরোধ
- বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে → ২০০৭ সালে

**ছয় জাতি আলোচনা (Six Party Talks)**
- সদস্য → জাতিসংঘের পাঁচ স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন ও জাপান
- চুক্তির উদ্দেশ্য → উত্তর কোরিয়াকে পারমাণবিক কর্মসূচি থেকে বিরত রাখা
- ২০০৩ সালে উত্তর কোরিয়ার এনপিটি চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিলে সিক্স ন্যাশন টকস বা ছয় জাতির আলোচনা শুরু হয়।
- মনে রাখতে হবে, উত্তর কোরিয়াবিষয়ক পরমাণু আলোচক দেশগুলো Six Party Talks নামে পরিচিত হলেও পি৫+১ নামে পরিচিত নয়।

**P5+1**
- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৪ জুলাই ২০১৫ ভিয়েনায় ছয় জাতি ইরানের সঙ্গে 'Comprehensive Plan of Action' পরমাণু সমঝোতা চুক্তি করে
- সদস্য → জাতিসংঘের পাঁচ স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন ও জার্মানি
- চুক্তির উদ্দেশ্য → ইরানকে পারমাণবিক কর্মসূচি থেকে বিরত রাখা

চুক্তি → ইরান বিষয়ক জাতিসংঘের স্থায়ী পাঁচটি দেশ ও জার্মানি পরমাণু আলোচক ছয়টি দেশ পি৫+১ হিসেবে পরিচিত; এই দেশগুলো Six Party Talks নামেও পরিচিত

**ওয়াশিংটন কনসেনসাস**

বিখ্যাত ওয়াশিংটন কনসেনসাস নয়া উদারতাবাদী অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত। এ নীতিটি অর্থনীতিবিদ জন উইলিয়ামসন ১৯৯৩ সালে ভালো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তি মূলে তার এবং ওয়াশিংটনভিত্তিক IBRD এবং IMF-এর কিছু নীতিমালাকে বোঝাতে ব্যবহার করেন। নীতিগুলো হচ্ছে– বাণিজ্য উদার করা, অন্তর্মুখী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক-শৃঙ্খলা, দক্ষ সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকার, কর সংস্কার, ফিন্যান্সিয়াল উদারীকরণ, প্রতিযোগিতামূলক বিনিময়হার, বেসরকারি খাতে হস্তান্তরকরণ নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা এবং সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা।

### সেল্ফ টেস্ট-১৩

১. ফ্রান্স-এর সরকার পদ্ধতি কোন ধরনের?
ⓐ রাষ্ট্রপতি শাসিত ⓑ আধা-রাষ্ট্রপতি শাসিত
ⓒ সংসদীয় ⓓ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

২. নিচের কোন দেশটিতে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে–
ⓐ ইংল্যান্ড ⓑ আমেরিকা ⓒ ভারত ⓓ পাকিস্তান

৩. ইংল্যান্ডে কোন পদ্ধতির সরকার বিদ্যমান?
ⓐ রাজতন্ত্র ⓑ গণতন্ত্র
ⓒ শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ⓓ সমাজতন্ত্র

৪. লেবানন কোন দেশের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে?
ⓐ ইংল্যান্ড ⓑ ফ্রান্স ⓒ তুরস্ক ⓓ স্পেন

৫. কানাডার ফরাসি ভাষী জনগোষ্ঠী কোন অঙ্গরাজ্যে সর্বাধিক বাস করে?
ⓐ আলবার্টা ⓑ কুইবেক ⓒ মেনিটোবা ⓓ নোভাস্কোশিয়া

৬. জার্মানি ব্যতিরেকে কোন দেশের প্রায় সকল নাগরিক জার্মান ভাষায় কথা বলে?
ⓐ সুইজারল্যান্ড ⓑ পোল্যান্ড ⓒ অস্ট্রিয়া ⓓ ডেনমার্ক

৭. দুই মহাদেশে অবস্থিত নগরী কোনটি?
ⓐ ইস্তাম্বুল ⓑ কায়রো ⓒ ট্রয়নগরী ⓓ হ্যামারফাস্ট

৮. 'নাগার্নো-কারাবাখ' হলো একটি–
ⓐ ছিটমহল ⓑ সমরকেন্দ্র
ⓒ গোয়েন্দা সংস্থা ⓓ বিদ্রোহী দল

৯. গুয়ান্তানামো বে বন্দিশালা কোথায় অবস্থিত?
ⓐ কিউবা ⓑ মালয়েশিয়া ⓒ যুক্তরাষ্ট্র ⓓ যুক্তরাজ্য

১০. 'ক্রেমলিন' কোথায় অবস্থিত?
ⓐ বেইজিং ⓑ মস্কো ⓒ লন্ডন ⓓ নিউইয়র্ক

১১. বাবরি মসজিদ ভারতবর্ষের কোন শহরে অবস্থিত ছিল?
ⓐ দিল্লি ⓑ বোম্বাই ⓒ অযোধ্যা ⓓ পাটনা

১২. ইতিহাসখ্যাত 'বেথেলহাম' কোথায় অবস্থিত?
ⓐ সিরিয়া ⓑ ফিলিস্তিন ⓒ জর্ডান ⓓ লিবিয়া

১৩. চতুর্থ বিশ্ব মূলত–
ⓐ আরাজক রাষ্ট্র ⓑ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র
ⓒ অনুন্নত বিশ্ব ⓓ আধুনিক বিশ্ব

১৪. 'মুক্ত বাণিজ্য' ও 'গণতন্ত্র' কোন রাষ্ট্রের ধারণায় পাওয়া যায়?
ⓐ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ⓑ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে
ⓒ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ⓓ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে

১৫. বৃহৎ বা শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রভাবে থাকা দুর্বল রাষ্ট্রকে বলা হয়–
ⓐ বাফার রাষ্ট্র ⓑ মুখাপেক্ষী রাষ্ট্র
ⓒ উপগ্রহ রাষ্ট্র ⓓ সেক্যুলার রাষ্ট্র

# লেকচার-১৪

**আলোচ্য বিষয় : আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক-২** (ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্ক (কাশ্মীর যুদ্ধ ও এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ), বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক (বিভিন্ন চুক্তি) এবং বাংলাদেশ ও অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক।)

## ৩৫-৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নোত্তর

- মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা তাদের নাগরিকত্ব হারায় → ১৯৮২ সালে [৩৮তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি কখন শেষ হবে? → ২০২৬ [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ-ভারত ছলসীমান্ত সম্পর্কিত প্রটোকলটি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? → ২০১১ [৪৬তম বিসিএস]

## ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক

১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীনতা স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম (দ্বিতীয়) ছিল ভারত এবং স্বাধীনতা লাভের পরপরই ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের মূলে রয়েছে ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, মানুষে মানুষে বন্ধন, অসাম্প্রদায়িকতা ও গণতন্ত্রের অভিন্ন মূল্যবোধ এবং অনেক অগণিত বিষয়ে সাদৃশ্য। এ সম্পর্কের ভিত্তি সার্বভৌমত্ব, সমতা, বিশ্বাস, সমঝোতা এবং অংশীদারত্ব, যা কৌশলগত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন ইস্যুতে কৌশলগত সম্পর্কে ভিন্নমত দেখা দিচ্ছে। নিম্নে বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্কের বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

### মুক্তিযুদ্ধ

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে ভারত। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, শরণার্থীদের আশ্রয়দানসহ সম্মুখসমরে ভারতের অনেক সৈন্যও প্রাণ হারায়। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে ভারত ছিল বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। মুক্তিযুদ্ধে ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনী গঠিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ৬-১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের সেনা, নৌ, বিমানবাহিনী ও পাকিস্তান, বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪টা ২১ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডার অধিনায়ক লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্যসহ বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধাশীল বাংলাদেশ। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি লন্ডন থেকে দিল্লিতে ফিরে বঙ্গবন্ধু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন ভারতের শক্তিশালী অবদানের কথা। বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের ভ্রাতৃত্ববন্ধন চিরকাল অটুট থাকবে।' ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নীতির মিল প্রসঙ্গে বলেন, 'এটা হচ্ছে আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের মিল।' ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় বঙ্গবন্ধু প্রথম সরকারি সফরে যান। ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর সম্মানে দেওয়া এক নাগরিক সংবর্ধনায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সুস্পষ্ট প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় যেসব সৈন্য বাংলাদেশের প্রয়োজনে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল, তারা কবে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহৃত হবে।' পরবর্তীতে ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের আগেই ১২ মার্চ ভারতীয় সেনাদের বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করে দু-দেশের বন্ধুত্ব আরো মজবুত করে।

### বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি

ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালের ১৭-১৯ মার্চ বাংলাদেশ সফর করেন। ১৯ মার্চ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদি ঐতিহাসিক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে মোট ১২টি ধারা ছিল।

### আন্তনদী সংযোগ প্রকল্প

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পরপরই ভারতের বিশিষ্ট প্রকৌশলী ও তৎকালীন নেহেরু মন্ত্রিসভার পানিসম্পদমন্ত্রী ড. কেএল রাও ভারতের সব নদী এবং জলাশয় সংযুক্ত করার এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার কথা তার 'ওয়াটার রিসোর্সেস অব ইন্ডিয়া'তে ব্যক্ত করেন। ১৯৮০ সালের দিকে পরিকল্পনাটি পুনর্জীবিত করা হয়। ২০০৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী পরিকল্পনাটির ব্যাপারে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে ভারতকে বন্যা ও খরামুক্ত করার ঘোষণা দেন। বাজপেয়ীর আমলে ভারত যে আন্তনদী সংযোগ প্রকল্পের অবতারণা করেছিল, নরেন্দ্র মোদি সরকার আবার নবোদ্যমে সে কাজে হাত দিয়েছেন।

**প্রকল্পের রূপরেখা :** এ প্রকল্পের আওতায় ৩৮ নদনদীকে ৩০টি সংযোগ খাল দ্বারা সংযুক্ত করা হবে। যার মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ১৫ হাজার কিলোমিটার। এদের মধ্যে কিছু নদীর উৎপত্তি হিমালয় থেকে, এদের বলা হয় হিমালয়ান নদী। এই নদীগুলোকে ১৪টি খাল দ্বারা সংযোগ ঘটানো হবে। বাকি নদীগুলো দক্ষিণ ভারতের। এগুলোকে বলা হয় পেনিনসুলা নদী। এগুলোর ১৬টি খালের মাধ্যমে যুক্ত করা হবে। তৈরি করা হবে ছোট-বড় ৩ হাজার জলাধার। খালগুলো ৫০ থেকে ১০০ মিটারের মতো প্রশস্ত হবে। গভীরতা হবে প্রায় ৬ মিটার।

**বাংলাদেশের ওপর প্রভাব :** আন্তনদী সংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ডেকে আনবে। আমাদের পানির উৎস তিনটি– আন্তর্জাতিক নদীপ্রবাহ, বৃষ্টি এবং ভূগর্ভস্থ পানি। এর মধ্যে নদী প্রবাহের অবদান প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের বেশি (৭৬.৫%)। বাকি দুটির অবদান যথাক্রমে ২৩% ও ১.৫%। বাংলাদেশের কৃষি ভীষণভাবে ব্যাহত হবে এবং শিল্প উৎপাদন, সেচ, বনায়ন, মৎসসম্পদ প্রভৃতির ওপর চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। পানি সংকটের কারণে নদীগুলোর নাব্য হ্রাস পেয়ে তলদেশের উচ্চতা বেড়ে যাবে। ফলে বর্ষা মৌসুমে অতিবর্ষণের পানি ধারণ করতে না পারায় বন্যার প্রকোপ বাড়বে এবং নদীভাঙনের সৃষ্টি হবে।

নদীতে পানিপ্রবাহ কমে গেলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা আরও বেড়ে যাবে। ফলে পানির স্তর আরও নিচে নেমে যাবে এবং মাটির নিচের পানিতে বেড়ে যাবে মরণব্যাধি বিষ আর্সেনিক। ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক-দূষণের ফলে ক্যানসারসহ মানবদেহে বিভিন্ন রোগব্যাধির বিস্তার ঘটবে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি হারাবে। ব্রিটিশ পত্রিকা গার্ডিয়ান ১৮ মে ২০১৬ এক প্রতিবেদনে লিখেছে– এ প্রকল্প গঙ্গা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের ভাটিতে বসবাসকারী ও জীবন-জীবিকার জন্য নদীর ওপর নির্ভরশীল বাংলাদেশের ১০ কোটি মানুষের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব ফেলবে। ফারাক্কা বাঁধের আগে বাংলাদেশের নদনদী বছরে গড়ে আড়াই বিলিয়ন টন পলি সাগরে বয়ে নিয়ে যেত। এখন এটি কমে দাঁড়িয়েছে দেড় বিলিয়ন টনে। নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এ পলির পরিমাণ আরও কমে যাবে। এতে সাগরের লোনাপানি আরও উপরে উঠে আসবে, সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সারাদেশের নদী অববাহিকা অঞ্চলে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনবে। কালক্রমে মরুকরণের দিকে ধাবিত হবে দেশ। তাই বলা যায়, ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির অর্থনৈতিক মূল্যের চেয়েও প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয় আরো বড় হয়ে দেখা দেবে।

### সীমান্ত হাট

২০১০ সালের ২৩ অক্টোবর ভারতে 'সীমান্ত হাট' স্থাপনে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকায় কয়েকটি সীমান্ত হাট হলো কুড়িগ্রাম জেলার রাজীবপুর উপজেলার বালিয়ামারী সীমান্তে, সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ডলোরা সীমান্তে, ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার পূর্ব মধুগ্রাম ও ছয়ঘড়িয়ার মধ্যবর্তী স্থানের সীমান্তে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার তারাপুর সীমান্তে। বর্তমানে আরও সীমান্ত হাট স্থাপনে উভয় দেশ চেষ্টা করছে।



### ছলসীমান্ত চুক্তি

কোনো দেশ বা তার কোনো অংশ যদি সম্পূর্ণভাবে অন্য রাষ্ট্র দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তখন তাকে ছিটমহল বা এনক্লেভ বলে। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে এরকম ১১১টি ছিটমহল ছিল। এ ছিটমহল সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক ছলসীমা চুক্তিটি ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সে বছরই পার্লামেন্টে অনুসমর্থন করে এবং তা বাস্তবায়ন করলেও দীর্ঘ ৪১ বছর পর ২০১৫ সালের মে মাসে ভারতের পার্লামেন্টের অনুসমর্থন পায়। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অচিহ্নিত সীমানা চিহ্নিতকরণ, অপদখলীয় ভূমি হস্তান্তর ও ছিটমহল বিনিময়সহ সীমান্ত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই মধ্যরাতে সীমান্ত চুক্তির বাস্তবায়ন হয়।

সীমান্ত চুক্তিতে তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথমটি– সীমান্তের তিনটি অংশে ৬.১ কিলোমিটার অচিহ্নিত অংশ। চুক্তির দ্বিতীয় অংশ– দু-দেশের ১৬২টি ছিটমহল বিনিময়। আর তৃতীয় অংশে রয়েছে ৫০০০ একর অপদখলীয় এলাকা।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাড়ে ছয় কিলোমিটার ছলসীমান্ত অচিহ্নিত ছিল। উত্তরাঞ্চলে দইখাদা এবং পূর্বাঞ্চলীয় লাঠিটিলায় সাড়ে চার কিলোমিটার সীমান্ত চিহ্নিত করেছেন। তবে ফেনী জেলার বিলোনিয়া সেক্টরে মুহুরী চরে ২ কিলোমিটার সীমানা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। মুহুরী নদীর মধ্যস্রোতকে দুই দেশের সীমান্তরেখা ধরা হয়। কিন্তু মধ্যস্রোতই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে সীমান্ত চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়নের পথে এ সামান্য বাধাটুকু রয়ে গেল।

চুক্তি অনুযায়ী ভারত ১৭.১৫৮ একর জমিসহ ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশকে হস্তান্তর করে। বাংলাদেশের চারটি জেলায় এগুলো ছড়িয়ে ছিল এর মধ্যে কুড়িগ্রামে ১২টি, লালমনিরহাটে ৫৯টি, নীলফামারিতে ৪টি ও পঞ্চগড়ে ৩৬টি। অন্যদিকে বাংলাদেশ ভারতকে হস্তান্তর করে ৭১০.২ একর জমিসহ ৫১টি ছিটমহল। এগুলোর অবস্থান হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে ৪৭টি ও জলপাইগুড়িতে ৪টি। ছিটমহলগুলো পুরোপুরি হস্তান্তরের ফলে বাংলাদেশ পায় অতিরিক্ত ১০ হাজার একর জমি।

### ট্রানজিট

এক বা একাধিক দেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে সড়ক, রেল ও নৌপথে পণ্যসামগ্রী পরিবহণ করার প্রক্রিয়াকে ট্রানজিট বলে। অন্যভাবে বলা যায়, ট্রানজিট হলো নিজ দেশের পণ্য অন্য কোনো দেশের ভূমি ব্যবহার করে নিজ দেশ বা তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানো। যেমন– বাংলাদেশ ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে নেপাল বা ভুটানে পণ্য পাঠানো।

২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফর করেন। সফর শেষে দুই দেশের যৌথ ইশতেহারে চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দর ব্যবহার করে দুই দেশের মধ্যে বহুমাত্রিক (নৌ, সড়ক ও রেল) ট্রানজিট চালুর ঘোষণা দেওয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম ও মোংলা পোর্ট ব্যবহার বিষয়ে ২০১৫ সালে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বক্ষর হয় (এমওইউ)। এক বছর পর ২০১৬ সালের জুনে নদীপথে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রানজিট চালু হয় নৌ প্রটোকল চুক্তির আওতায়। ২০১৯ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সড়ক সফরে দুই দেশের মধ্যে সড়ক, রেল ও নদীপথে পণ্য পরিবহণের লক্ষ্যে ট্রানজিট চুক্তি কার্যকরের বিষয়ে চুক্তি সই হয়। একই সঙ্গে এটি কীভাবে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরসের বিষয়ে (এসওপি) চুক্তি হয়।

### সীমান্ত হত্যা

অবৈধ অভিবাসন, পাচার, চোরাচালানি বন্ধের নামে ভারত তার সীমান্তের অভ্যন্তরে প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। সীমান্ত হত্যাকে কেন্দ্র করে বিএসএফ ও বিজিবি উভয়ই একে অপরের দোষারোপ করে আসছে। বিজিবির মতে, বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ফেনসিডিল ভারত থেকে চোরাচালানির মাধ্যমে প্রেরণের ক্ষেত্রে বিএসএফের হাত রয়েছে। কেননা এ ধরনের চোরাচালানি কখনো বিএসএফের হাতে হত্যার শিকার হয়নি। অন্যদিকে বিএসএফ অভিযোগ করে, গরু চোরাচালানকারী এবং অপরাধীদের সহায়তা দেয় বিজিবি। বাংলাদেশের কাছে বিএসএফ এখন একটি 'নির্দয় বাহিনী' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ২০১৬ সালের পর থেকে মাঝখানে তিন বছর সীমান্ত হত্যা কমতে থাকলেও ২০১৯ সালে হঠাৎ তা বেড়ে যায়। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে এক মাসেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে প্রাণ হারান ১০ বাংলাদেশি। করোনা সংক্রমণের মহামারির কালেও দুই নিকট প্রতিবেশীর সীমান্ত হত্যাকাণ্ড কমেনি।

### আইএনএস সিন্ধুবীর

ভারতের সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারাভানে ও পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা ৪ ও ৫ অক্টোবর ২০২০ মিয়ানমার সফর করেন। এই সফর ঘিরে মিয়ানমারের সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে। ১৫ অক্টোবর মিয়ানমারের প্রতিরক্ষা বাহিনী ও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'আইএনএস সিন্ধুবীর' সাবমেরিন উপহারের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়। সামরিক শক্তির সূচক সাবমেরিন ছাড়া প্রায় সকল সূচকেই বাংলাদেশের চেয়ে মিয়ানমার এমনিতেই এগিয়ে ছিল। মিয়ানমারের সেই ঘাটতিপূরণ করে দিল 'আইএনএস সিন্ধুবীর', যা হবে মিয়ানমার নৌবাহিনীর প্রথম সাবমেরিন। এর মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর আরও গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। রোহিঙ্গা সংকটকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক ভালো না, এর মধ্যে ভারত কর্তৃক মিয়ানমারকে সাবমেরিন উপহার দেওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশ স্বাভাবিক কারণেই ভালোভাবে নেয়নি।

### প্রত্যর্পণ চুক্তি

বাংলাদেশ-ভারত বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি করে ২০১৩ সালে। চুক্তি অনুযায়ী কোনো দেশের নাগরিক অন্য দেশে সাজাপ্রাপ্ত হলে তাকে অনুরোধক্রমে ফেরত পাঠাতে পারবে। এই চুক্তির আওতায়ই বাংলাদেশের কারাগারে আটক উলফা নেতা অনুপ চেটিয়াসহ ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী তার দুই সহযোগীকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয় ২০১৫ সালের ১১ নভেম্বরে। আবার নারায়ণগঞ্জে সাত খুন মামলার আসামি নুর হোসেনকে একই বছরের ১২ নভেম্বরে ফেরত দেয় ভারত।

### ফারাক্কা বাঁধ

বাংলাদেশের অবস্থান ভাটি অঞ্চলে হওয়ায় উজানে যে-কোনো ধরনের পানি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের ওপর। ভারত কর্তৃক গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধের কারণে মারাত্মক ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। কলকাতা বন্দরের নাব্য বৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় রাজমহল ও ভগবানগোলার মাঝে ফারাক্কা নামক স্থানে বাঁধ নির্মাণ করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পশ্চিম সীমানা থেকে প্রায় ১৬.৫ কিলোমিটার উজানে গঙ্গা নদীর ওপর বসানো হয় বাঁধটি। ১৯৬১ সালে বাঁধের মূল নির্মাণকাজ হাতে নেওয়া হয়, যা ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়। ১৯৭৫ সালে ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ৪১ দিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধের সব ফিডার ক্যানেল চালুর কথা বলে ভারত। কিন্তু ওই ৪১ দিনের পরিবর্তে এখনও বাঁধটি চালু আছে।

### গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালে। চুক্তিতে নির্ধারিত হয়, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে গৃহীত ফর্মুলা মোতাবেক ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়ে দুই দেশের মধ্যে গঙ্গার পানি ভাগাভাগি হবে এবং ভারত নদীটির জলপ্রবাহের মাত্রা গত ৪০ বছরের গড় মাত্রায় বজায় রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। যেকোনো সংকটময় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ৩৫ হাজার কিউসেক পানির নিশ্চয়তা পাবে। দীর্ঘ মেয়াদে গঙ্গার পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উভয় দেশ পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনে এবং দুই দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অন্যান্য নদীর পানি বণ্টনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ চুক্তিতে পৌঁছানোর ব্যাপারে একমত হয়। কিন্তু বাস্তবে ভারত একতরফাভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

## তিস্তা চুক্তি

**তিস্তা একটি আন্তর্জাতিক নদী।** সিকিমে হিমালয় পর্বতমালার পাহদ্রী হিমবাহ থেকে এটির উৎপত্তি হয়েছে। সিকিম থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ হয়ে এটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ করেছে। নদীটি ৩১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং এর অববাহিকার ১১৫ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে বয়ে গেছে। বাংলাদেশে তিস্তা নদী উত্তরাঞ্চলের পাঁচটি জেলা– গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী এবং রংপুরকে প্রভাবিত করেছে। ওই অঞ্চল দেশের অন্যতম শস্যভাণ্ডার বলে পরিচিত। তিস্তা বিষয়ে ২০০৩ সালের এশিয়া ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ফ্লাড প্লেইন এলাকা হিসেবে বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির প্রায় ১৪ ভাগ কাভার করেছে তিস্তা এবং তা দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৭.৩ শতাংশ জনগোষ্ঠীর জন্য সরাসরি জীবিকার ব্যবস্থা করেছে।

**তিস্তা চুক্তির পূর্বকথা :** ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ১৯৮৩ সালের জুলাই মাঝে দুই দেশের মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে তিস্তার পানি বণ্টনে শতকরা ৩৬ ভাগ বাংলাদেশ ও ৩৯ ভাগ ভারত এবং ২৫ ভাগ নদীর জন্য সংরক্ষিত রাখার বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ওই সিদ্ধান্তে তিস্তার পানিপ্রবাহের পরিমাণ, কোন কোন জায়গায় পানি ভাগাভাগি হবে– এসব বিষয় উল্লেখ না থাকায় তা আর আলোর মুখ দেখেনি।

২০০৭ সালের ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে বাংলাদেশ তিস্তার পানির ৮০ ভাগ দুই দেশের মধ্যে বণ্টন করে বাকি ২০ ভাগ নদীর জন্য রেখে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ভারত সেই প্রস্তাব গ্রহণ না করে উল্টো তিস্তার কমান্ড এরিয়া তাদের বেশি– এই দাবি তুলে বাংলাদেশ তিস্তার পানির সমান ভাগ পেতে পারে না বলে যুক্তি দেখায়।

২০১০ সালের ৪ জানুয়ারি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে নদী কমিশনের সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০১০ সালের ১০ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফর করেন। পরে ২০১০ সালের ১৮ ও ১৯ মার্চ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বেশ কয়েক দফায় বৈঠকের পর ২০১১ সালের মনমোহন সিংহের বাংলাদেশ সফরের সময় তিস্তার চূড়ান্ত চুক্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সফরেও মমতার নারাজির কারণে তিস্তা চুক্তি আলোর মুখ দেখেনি।

২০১৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি মমতা বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং তিস্তা চুক্তির বিষয়ে আশ্বাস দিয়ে যান। এরপর ২০১৫ সালের ৬ ও ৭ মে ভারতের লোক ও রাজ্যসভায় ছলসীমানা চুক্তি পাস হওয়ার পর ওই বছরের ৬ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফরে আসেন। ওই সময় মোদির সঙ্গে মমতার আসার কথা থাকলেও পরে তিনি পিছিয়ে যান। ফলে আবার তিস্তা নিয়ে হতাশ হতে হয় বাংলাদেশকে।

**তিস্তা সেচ প্রকল্প ও গজলডোবায় বাঁধ :** তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা না পাওয়ায় দেশের সর্ববৃহৎ তিস্তা সেচ প্রকল্প ছবির হয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে তিস্তা নদীর পানি সেচ প্রকল্পে ব্যবহারের প্রথম পরিকল্পনা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ার পর উভয় দেশই প্রকল্প আলাদাভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়। ১৯৬০ সালে বিষয়টি নিয়ে প্রথম সম্ভাবনা সমীক্ষা যাচাই হয়। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে সমীক্ষা শেষে প্রতিবেদন দেওয়া হয়। কিন্তু নানা জটিলতায় পাকিস্তান আমলে প্রকল্পটি মাঠে গড়ায়নি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রকল্পটি আবার বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় ১ লাখ ৫৪ হাজার হেক্টর জমিকে সেচ চাষের আওতায় আনার মহাপরিকল্পনা করা হয়। ১৯৮০ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক ব্যারাজ উদ্বোধনের পর প্রকল্পের প্রথম ধাপে ৫৪ হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ ভারত তিস্তার পানি বণ্টন তো করেইনি, উপরন্তু ডালিয়া পয়েন্টের ১০০ কিলোমিটার উজানে গজলডোবায় বাঁধ নির্মাণ করে এরতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে নেওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে প্রকল্পটি পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয়।

**তিস্তা ও আন্তর্জাতিক আইন :** ভারত-বাংলাদেশ অভীন্ন নদীর প্রায় সবগুলোর উৎপত্তি ভারত; কিন্তু তাই বলে ভারত একক সিদ্ধান্তে এ কাজ করতে পারে না। কারণ তা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি। ভাটির দেশের সঙ্গে সমঝোতায় না এসে এককভাবে ভারত নদীপ্রবাহ অন্যত্র সরাতে পারে না। আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারের সমস্যা আন্তর্জাতিক নদী আইনেই সমাধান হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক আইনের প্রখ্যাত পণ্ডিত ওপেনহাইমসহ সব আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞই এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, আন্তর্জাতিক নদীর পানি এমনভাবে ব্যবহার করা যাবে না, যার ফলে নদী অববাহিকার অন্যান্য রাষ্ট্র, বিশেষ করে ভাটির রাষ্ট্র ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উদ্ভূত কোনো সমস্যা বা বিরোধ উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদানের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করবে। সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য এ মতবাদের প্রতিফলন ঘটিয়ে অনেক আন্তর্জাতিক ঘোষণা, প্রস্তাবনা, ঐকমত্য, কনভেনশন, নীতিমালা প্রণীত হয়েছে, যা এ বিষয়ে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আইনের সঠিক অবস্থান নির্দেশ করে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক দলিল হচ্ছে–

১. ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক আইন সমিতি কর্তৃক হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই মর্মে গৃহীত প্রস্তাব যে নিজ ভূখণ্ডে আন্তর্জাতিক নদী অববাহিকার পানির প্রয়োজনীয় ব্যবহারে প্রত্যেক অববাহিকাভুক্ত রাষ্ট্রের যুক্তিযুক্ত ও ন্যায্য অংশ পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যা হেলসিঙ্কি বিধি নামে সুপরিচিতি লাভ করেছে।
২. ১৯৭৩ সালে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব (UN.Doc.A/8730.1973) যার অধীন কোনো রাষ্ট্র এমন কিছু করবে না, যা তার এখতিয়ারের বাইরের কোনো অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে।
৩. অনুরূপ একটি শর্ত, যা জাতিসংঘের অর্থনৈতিক অধিকার ও দায়িত্ববিষয়ক সনদেও যুক্ত করা হয়েছে (ধারা-৩০ UN.Doc.A/RES/3281/XXIX, 1974)।
৪. ১৯৭২ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানব পরিবেশসংক্রান্ত সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা, যেখানে বলা হয়েছে, এক দেশের কার্যক্রম অন্য দেশের পরিবেশ বিপন্ন করতে পারবে না।
৫. ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহ-সংক্রান্ত কনভেনশন।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নদী অববাহিকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে পানি ব্যবহার ও পরিবেশ সমস্যার ন্যায়সংগত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনেক যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হয়েছে, যা সফলভাবে কাজ করছে। যেমন–

১. মেকং রিভার কমিশন (কম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম);
২. কনভেনশন অ্যান্ড প্রটেকশন অব দ্য রাইন (জার্মানি, ফ্রান্স, লুক্সেমবুর্গ, দ্য নেদারল্যান্ডস ও সুইজারল্যান্ড);
৩. নিল বেসিন ইনিশিয়েটিভ (মিশর, সুদান, ইথিওপিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া, তানজানিয়া, বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা, কঙ্গো, ইরিত্রিয়া);
৪. ভারত-নেপাল কসি নদী প্রকল্প চুক্তি (১৯৫৪);
৫. ভারত-পাকিস্তানে সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি (১৯৬০);
৬. সেনেগাল রিভার বেসিন ওয়াটার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (গিনি, মালি, মৌরিতানিয়া ও সেনেগাল)।

## উচ্চপর্যায়ের সফর ও বিনিময়

দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের সফর এবং বিনিময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত মন্ত্রী পর্যায়ের পাশাপাশি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

- ২০১৫ সালের ৬-৭ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশ আসেন। সফরকালে ভারত-বাংলাদেশ ছলসীমান্ত চুক্তি (এলবিএ) অনুমোদনের দলিল বিনিময় ও ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের দ্বিতীয় ঋণচুক্তিসহ ২২টি দ্বিপক্ষীয় দলিল চূড়ান্তকরণ হয়।
- বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালের ৭-১০ এপ্রিল ভারত সফর করেন। সফরকালে বিভিন্ন বিষয়ে ৩৬টি দ্বিপক্ষীয় দলিল সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ, তথ্যপ্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, সক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি। এই সফরের আগে



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালের ১৬-১৭ অক্টোবর ব্রিকস-বিমসটেক আউটরিচ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ভারত সফর করেন।

- ২০১৩ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশ সফর করেন। সে সময় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই ছিল তাঁর প্রথম বৈদেশিক সফর।
- ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ প্রথম ভারত সফর করেন, যা দীর্ঘ ৪২ বছর পর বাংলাদেশের কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের আনুষ্ঠানিক সফর।
- বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫-২৬ মে ২০১৮ পশ্চিম বাংলা সফর করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে যৌথভাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতনে বাংলাদেশ ভবন উদ্বোধন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অংশ নেন। আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডি. লিট প্রদান করে।
- ২০১৯ সালে নয়াদিল্লিতে শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাতটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয়।
  ১. ফেনী নদীর ১ দশমিক ৮২ কিউসেক পানি প্রত্যাহার করতে পারবে ভারত; ওই পানি তারা ত্রিপুরা সাবরুম শহরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্পে ব্যবহার করবে।
  ২. উপকূলে সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থার (কোয়েস্টাল সারভাইল্যান্স সিস্টেম-সিএসএস) বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারকে সই করেছে দুই দেশ।
  ৩. চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর দিয়ে ভারতীয় পণ্য পরিবহণের বিষয়ে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) সই হয়েছে।
  ৪. বাংলাদেশকে দেওয়া ভারতের ঋণের প্রকল্প বাস্তবায়নে চুক্তি হয়েছে।
  ৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইউনিভার্সিটি অব হায়দরাবাদের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।
  ৬. সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিনিময় নবায়ন এবং
  ৭. যুব উন্নয়নে সহযোগিতা নিয়ে দুটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।
  ✓ চুক্তি ও সমঝোতাপত্র বিনিময়ের পর শেখ হাসিনা ও মোদি যৌথভাবে তিনটি প্রকল্প উদ্বোধন করেন।
  ক. খুলনায় ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে 'বাংলাদেশ-ভারত প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট'।
  খ. ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে বিবেকানন্দ ভবন।
  গ. বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় এলপিজি আমদানি।
- ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-মোদির ভার্চুয়াল বৈঠকে ভারতের সঙ্গে ৭ সমঝোতা স্মারক সই হয়। সমঝোতা স্মারকগুলো হচ্ছে–
  ১. কৃষি খাতে সহযোগিতা,
  ২. হাইড্রোকার্বনে সহযোগিতার বিষয়ে রূপরেখা,
  ৩. হাতির সুরক্ষায় অভয়ারণ্য নিশ্চিত করা,
  ৪. নয়াদিল্লি জাদুঘরের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের সহযোগিতা,
  ৫. হাই ইমপ্যাক্ট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প চালু,
  ৬. বাংলাদেশ-ভারত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফোরামের ট্রাম্প অব রেফারেন্স এবং
  ৭. বরিশালে সুয়ারেজ প্রকল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে যন্ত্রপাতি কেনাকাটায় সমঝোতা।

বাংলাদেশের পক্ষে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকর্তারা এবং ভারতের পক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত দেশটির হাইকমিশনার বিক্রম ঘোরাইস্বামী সমঝোতা স্মারকগুলোতে সই করেন।

## ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক

**সাতচল্লিশের দেশভাগ :** সাতচল্লিশের দেশভাগ ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ককে চিরশত্রুতায় পরিণত করেছে। দেশভাগের ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় কোটি মানুষ শত শত বছরের ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনে যে ভয়ানক ক্ষতের সৃষ্টি হয়, সেটি এখনও প্রবাহিত হচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তির বিভাজন অবিশ্বাস্য রক্তপাতের কারণ হয়েছে, এমনকি এখনো হচ্ছে। সে দুর্ভাগ্য পাঞ্জাবের পর সবচেয়ে বেশি কাশ্মীরের।

**পাকিস্তানের সামরিক শাসন :** ভারত পাকিস্তানের চিরশত্রু, এটিকে পাকিস্তানের বিদেশনীতির মূল দর্শন হিসেবে প্রবর্তন করেন প্রথম সামরিক শাসক আইয়ুব খান, যা এখনও বহাল আছে। এই মন্ত্রের মূল কথা হলো– হিন্দু ভারতের আক্রমণ থেকে ইসলাম ও পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীই একমাত্র রক্ষাকর্তা। জেনারেল জিয়াউল হকের মৃত্যুর পর দু-বার ক্ষমতায় আসা প্রয়াত বেনজির ভুট্টো এবং তিনবার ক্ষমতায় আসা নওয়াজ শরিফ, দুজনই প্রতিবার ক্ষমতায় এসে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের জন্য আন্তরিক পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রতিবার ব্যর্থ হয়েছেন দুজনই। শুধু ব্যর্থ নয়, বেনজিরকে দু-বার এবং নওয়াজ শরিফকেও তিনবার মেয়াদপূর্তির অনেক আগে ক্ষমতা থেকে উৎখাতে সেনাবাহিনী সহায়তা করেছেন বলে অনেকে মনে করেন।

**কট্টরপন্থি ইসলামিস্ট ও উগ্রবাদী হিন্দুত্ববাদের উত্থান :** পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কট্টরপন্থি ইসলামিস্ট ও একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ সেনাবাহিনী পাকিস্তানের জনগণকে বিভ্রান্ত করার অতিরিক্ত সুযোগ পাচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের অভ্যন্তরে অতি উগ্রবাদী হিন্দুত্ববাদের উত্থানের কারণে। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে উগ্র হিন্দুবাদী গোষ্ঠী ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে। ২০২০ সালে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে হয়েছে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। ভারতের অভ্যন্তরে সংঘটিত উপরিউক্ত দাঙ্গাবহুল ঘটনাবলি ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কোন্নয়নে এখন ভয়ানক অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

**পানি সংকট :** ভারত পাকিস্তানের অধিকাংশ আন্তর্জাতিক নদীর পানি ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর থেকে উৎপন্ন হয়ে পাকিস্তানের ইন্দোখ নদীতে পতিত হয়। তাই পানির প্রবাহ নিয়ে দু-দেশের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘদিনের বিরোধ। আন্তর্জাতিক নদীর পানি মূলত ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত 'Indua waters treaty'র মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে ভারত পূর্বাঞ্চলীয় তিনটি এবং পাকিস্তান তার পশ্চিমাঞ্চলীয় তিনটি নদীকে ব্যবহার করতে পারবে; কিন্তু পাকিস্তান প্রায়ই অভিযোগ করে আসছে যে ভারত অন্যায়ভাবে 'বাঁধ, ড্যাম' স্লুইসগেট নির্মাণ করে নদীর পানিপ্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

**সন্ত্রাসবাদ :** সন্ত্রাসবাদ বর্তমানে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান উদ্বেগের বিষয়। উভয় দেশই একে অপরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের উসকানি দেওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ করে আসছে। ভারত প্রায়ই অভিযোগ করে আসছে, পাকিস্তান এবং তার গোয়েন্দা সংস্থা ISI ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদকে উসকে দিচ্ছে। বিশেষ করে কাশ্মীরে মুজাহিদিন প্রেরণ, ২০০১ সালে দিল্লিতে পার্লামেন্ট ভবনে হামলা, ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে হামলা এবং ২০১৬ পাঠানকোট বিমানবন্দরে হামলা, ২০১৯ সালে কাশ্মীরে ভারতীয় জাওয়ানদের ওপর হামলার ঘটনায় ভারত সরাসরি পাকিস্তানকে দায়ী করেছে। বিশেষ করে লস্কর-ই-তৈয়বা, জামা'আতুল মুজাহিদিন এবং হাক্কানি নেটওয়ার্কের পাকিস্তানে প্রকাশ্যে কর্মকাণ্ড চালানো ভারতকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। অন্যদিকে পাকিস্তানও তার অভ্যন্তরে বিশেষ করে পশ্চিম ওয়াজিরিস্তান এবং বেলুচিস্তানে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমে সহায়তা দেওয়ার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে (RAW) অভিযুক্ত করে আসছে।

**সার্জিক্যাল স্ট্রাইক :** সার্জিক্যাল স্ট্রাইক কোনো যুদ্ধ নয়। এ নিয়ে কোনো পূর্ব ঘোষণা দেওয়া হয় না। খুব অল্প সময়ে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শত্রুদের গোপন আস্তানা বা দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে হামলা চালানোকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বলে। হামলা চালিয়ে শত্রুদের ঘাঁটিগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর সেনাবাহিনী আর ওই এলাকায় মোতায়েন থাকে না বা ওই এলাকা দখল করে না। হামলার উদ্দেশ্য সফল হলেই সেনারা নিজ ডেরায় ফিরে আসেন। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়ে শত্রুদের আটক বা গ্রেপ্তারও করা হয় না। হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীদের ঘাঁটিগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ২০১৭ সালে ভারত পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছে বলে দাবি করে।

**আফগানিস্তান :** আফগানিস্তানে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু-দেশের মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতা। ২০০১ সালে তালেবান সরকারের পতনের পর থেকে আফগানিস্তানে ভারতের উপস্থিতি নিয়ে পাকিস্তান অনেক বেশি উদ্বিগ্ন। পাকিস্তানের তরফ থেকে প্রায়ই অভিযোগ করা হয়ে থাকে– ভারত আফগানিস্তানের

মাটি ব্যবহার করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সমস্যা সৃষ্টি করছে। যেমন তারা বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিচ্ছে। পাকিস্তানের বেলুচিস্তান আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকা। সম্প্রতি ভারত তালেবান-আমেরিকা চুক্তিকেও স্বাগত জানায় কারণ তারা আফগানিস্তানে বর্তমানের প্রভাব ভবিষ্যতে তালেবান আমলেও বজায় রাখতে আগ্রহী। যুদ্ধ শেষে আফগান মুজাহিদরা যাতে কাশ্মীরমুখী না হয়ে পড়ে, সে বিষয়েও নজরদারি চায় তারা।

**কাশ্মীর :** ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীর রাজ্যটি পাকিস্তানের ভাগে পড়বে বলেই জিন্নাহ প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু তা হয়নি। বিষয়টি অমীমাংসিত থাকায় প্রিন্সলি স্টেটটি সে সময় থেকে অদ্যাবধি একটি স্পর্শকাতর স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সে সময় কাশ্মীরের ৮০ ভাগ লোক মুসলমান হওয়ায় নীতিগতভাবে কাশ্মীর পাকিস্তানের প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও নেহরু তা হতে দেননি। ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে পাঠান উপজাতি ঝিলম নদী পেরিয়ে কাশ্মীরে ঢুকে পড়ল। পাকিস্তান যুক্তি দেখাল কাশ্মীরি জনগণ অত্যাচারী রাজা হরি সিংয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পাঠান উপজাতিদের ডেকে নিয়েছে। এ অবস্থায় পাঠান উপজাতিরা শ্রীনগরের কাছে এসে পৌঁছলে হরি সিং আতঙ্কিত হয়ে দিল্লির কাছে সামরিক সাহায্যের প্রার্থনা জানান। এ ঘটনাকে পাকিস্তানি আক্রমণ আখ্যা দিয়ে নেহরু ও মাউন্টব্যাটেন কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠায়। পরে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ একমত হলো যে, 'কাশ্মীরের জনগণের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য জনগণের রেফারেন্ডাম নিতে হবে।' সে অনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ২ নভেম্বর নেহরু অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে বেতার ভাষণে বললেন, 'যখনই শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই আমরা রেফারেন্ডাম দিতে প্রস্তুত।' নেহরু তার এই সিদ্ধান্ত একটি টেলিগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকেও জানিয়ে বলেন, 'আমরা ইউনাইটেড নেশনসের মাধ্যমে যে-কোনো রেফারেন্ডাম করাতে সম্মত আছি।' কিন্তু রেফারেন্ডাম আজও হয়নি, ফলে আজও সেখানে শোকাবহ ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটছে না। কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের লড়াই, ঝগড়া, শত্রুতা এখনও চলমান রয়েছে। ৫ আগস্ট ২০১৯ নেওয়া এক সিদ্ধান্তে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কিত ৩৭০ ধারা বাতিল করলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক আরও খারাপ হতে থাকে।

## রোহিঙ্গা সংকট ও বাংলাদেশ

মিয়ানমারের সঙ্গে থাইল্যান্ড, লাওস, চীন, ভারত ও বাংলাদেশ– এই পাঁচটি দেশের সীমানা রয়েছে এবং এর রাজ্য সাতটি, যার অন্যতম পশ্চিম মিয়ানমারের ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী আরাকানে (বর্তমান নাম রাখাইন)। বাংলাভাষী মুসলিম অধ্যুষিত রোহিঙ্গারা জনগোষ্ঠী অষ্টম শতাব্দী হতে আরাকানে বসবাস করে। ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকানের দখলে ছিল। ১৬৬৬ সালে মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খান আরাকান জয় করেন; কিন্তু মুঘলদের দুর্বলতার সুযোগে ১৭৮৫ সালে বার্মিজরা আরাকান দখল করে। ১৮২৪ সালে ব্রিটিশরা প্রথমে আরাকানে, পরে সমগ্র বার্মা দখল করে। তখন আরাকান ও বাংলার মাঝে কোনো আন্তর্জাতিক সীমারেখা ছিল না এবং যাতায়াতেও কোনো বাধা ছিল না। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশরা দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে তৎকালীন বার্মার রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা বার্মায় আক্রমণ করে দখলে নিলে (১৯৪২-৪৫) হাজার হাজার ব্রিটিশ সমর্থক রোহিঙ্গা নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা এড়াতে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলায় চলে আসে। বর্তমানে অধিকাংশ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে থাকলেও পাকিস্তান, সৌদি আরব, ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশেও অনেক রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে।

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্মকালে রোহিঙ্গারা জিন্নাহর সঙ্গে একাধিক বৈঠক করে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করে ব্যর্থ হয়। এতে 'আরাকান মুজাহিদিন' নামের একটি সংগঠন গঠিত হয়, যাদের লক্ষ্য হলো আরাকানকে স্বাধীন করা। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি জেনারেল অং সানের নেতৃত্বে মিয়ানমার স্বাধীন হলে আরাকানের অন্য জাতিরা রোহিঙ্গাদের বেইমান আখ্যা দিয়ে তাদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। ১৯৬২ সালে সামরিক জান্তা ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই এ মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭০ সালে নে-উইন আরাকানের নাম বদলে রাখেন রাখাইন। রোহিঙ্গাদের নাগরিক সনদ প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয় ১৯৭০ সালে এবং ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয় ১৯৭৪ সালে। ১৯৭৮ সালে রোহিঙ্গা দমনে চালানো হয় 'কিং ড্রাগন অপারেশন'।

১৯৮২ সালে মিয়ানমার সরকার ১৩৫টি জাতিগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেয়নি। মিয়ানমার সরকারের দাবি, রোহিঙ্গারা অবৈধ বাঙালি অভিবাসী মুসলিম জনগোষ্ঠী। ২০১৪ সালের ২৯ মার্চ বার্মা সরকার রোহিঙ্গা শব্দটি নিষিদ্ধ করে এবং তিন দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো ২০১৪ সালের আদমশুমারিতে সংখ্যালঘু বাঙালি হিসেবে নিবন্ধের জন্য আহ্বান করে। এমনকি তারা কফি আনান কমিশনকেও রোহিঙ্গা শব্দটি উল্লেখ না করার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করে; তাই কফি আনান তার রিপোর্টে রোহিঙ্গা শব্দটি উল্লেখ করেননি। বর্মিরা মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ হলেও সেনাবাহিনীতে প্রায় সম্পূর্ণ আধিপত্য বজায় রাখছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী মিয়ানমারে পূর্ণাঙ্গ, সহযোগী, অভিবাসী– তিন ধরনের নাগরিকত্ব আছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী বর্মিরা জাতিগোষ্ঠীর পরিবর্তে ধর্মকে জাতীয়তাবাদের বাহন হিসেবে ব্যবহার করছে; কারণ মিয়ানমারের মোট জনসংখ্যার ৮৮ শতাংশ বৌদ্ধ, ৬ শতাংশ খ্রিষ্টান, ৪ শতাংশ মুসলিম। উগ্র বৌদ্ধ ধর্ম গুরু আশিন উইরাথু, যাকে নিয়ে ২০১৩ সালে আমেরিকার টাইম ম্যাগাজিন কভার স্টোরি করেছিল 'বুডিচস্ট সন্ত্রাসবাদের মুখচ্ছবি'।

২০১৭ সালের ২৪ আগস্ট আনান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর ২৫ আগস্ট মিয়ানমার সরকারের ভাষ্যমতে আরসা রাখাইন রাজ্যের ৩০টি পুলিশ ফাঁড়িতে ও একটি সেনাছাউনিতে হামলা করা হয়, যাতে নিরাপত্তা বাহিনীর ১২ জনসহ ৩২ সদস্যের প্রাণহানি ঘটে। এতে মিয়ানমারের উগ্র জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ, সীমান্ত বাহিনী ও সামরিক জান্তারা পূর্বপরিকল্পিত নীলনকশার অংশ হিসেবে বর্বরোচিত, অবর্ণনীয়, অমানবিক নির্যাতন চালায়, যা 'অপারেশন ক্লিয়ারেন্স' নামে পরিচিত। তাদের অত্যাচারের শিকার হয়ে হাজার হাজার পঙ্গু, বৃদ্ধ, আহত নারী ও শিশু জীবন বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশের দিকে আসতে থাকে। কিন্তু রোহিঙ্গাদের বিষয়ে সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকায় প্রথমে 'পুশব্যাক' নীতি গ্রহণ করলেও শ্রীলঙ্কার গার্ডিয়ান পত্রিকার দেওয়া 'আধুনিক যুগের জোয়ান অব আর্ক', লন্ডনভিত্তিক চ্যানেল-৪-এর দেওয়া 'মানবিক বিশ্বের প্রধান নেতা', সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রভাবশালী পত্রিকা খালিজ টাইমসের দেওয়া 'প্রাচ্যের নতুন তারকা', ফোর্বস ম্যাগাজিনের দেওয়া 'Lady of Dhaka'এবং Oxford Network of Peace Studies-এর দুই অধ্যাপকের প্রদত্ত 'মাদার অব হিউম্যানিটি' খ্যাত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের মানুষের অনুভূতি অনুধাবন করে একটি নিগৃহীত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত জাতিকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এতে সরকার শুধু বাংলাদেশেরই ভালোবাসা অর্জন করেনি, সারা পৃথিবীর কাছে বাংলাদেশকে একটি সুপ্রতিবেশী, মানবতাবাদী, শান্তিকামী, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সভ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্যশীল জাতি হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করেছে।

সুনির্দিষ্ট নীলনকশার অংশ বললাম এজন্য যে, গণহত্যার ধরনই এমন, যেখানে একটি টার্গেটেড গ্রুপের লোকদের সন্ত্রাসী জঙ্গি আখ্যায়িত করে তাদের ন্যায্য প্রতিবাদ ও আত্মরক্ষার অধিকারকে রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে বিশ্বে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হিসেবে প্রচার করে তাদের ওপর যে নির্যাতন করা হয়, তা জায়েজ করে। অথচ আরসাপ্রধান সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, তাদের নাগরিকত্ব দিতে হবে। তাহলে ২৪ তারিখ আনান কমিশন রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদানসহ ৮৮টি সুপারিশমালা প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে ২৫ তারিখ কেন তারা হামলা করতে যাবে? মিয়ানমার ইতোমধ্যে রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মিকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন বলে ঘোষণা করেছে। তাদের ধারণা, এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে রয়েছেন আতাউল্লাহ নামে একজন রোহিঙ্গা নেতা, যার জন্ম করাচিতে এবং বেড়ে উঠেছেন সৌদি আরবে।

### রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন চুক্তি

মিয়ানমারের সঙ্গে থাইল্যান্ড, লাওস, চীন, ভারত ও বাংলাদেশ– এই পাঁচটি দেশের সীমানা রয়েছে এবং এর রাজ্য সাতটি, যার অন্যতম পশ্চিম মিয়ানমারের ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী আরাকানে (বর্তমান নাম রাখাইন)। ১৯৮২ সালে মিয়ানমার সরকার ১৩৫টি জাতিগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেয়নি। ২০১৭ সালের ২৪ আগস্ট আনান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর ২৫ আগস্ট মিয়ানমার সরকার 'অপারেশন ক্লিয়ারেন্স' নামে অভিযান চালায়। তাদের অত্যাচারের শিকার হয়ে হাজার হাজার পঙ্গু, বৃদ্ধ, আহত নারী ও শিশু জীবন বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশের দিকে আসতে থাকে।

- রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন চুক্তি হয় → ২৩ নভেম্বর ২০১৭
- প্রত্যাবাসন চুক্তিটির আনুষ্ঠানিক নাম → Arrangement on Return of Displaced Persons from Racine State
- ছয় পৃষ্ঠার প্রত্যাবাসন চুক্তিতে দফা আছে → ১৯টি
- রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে এটি → তৃতীয় চুক্তি
- বাংলাদেশ-মিয়ানমার প্রথম শরণার্থী প্রত্যর্পণ চুক্তি → ৯ জুলাই ১৯৭৮
- দ্বিতীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয় → ২৮ এপ্রিল ১৯৯২
- মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের আখ্যায়িত করেছে → ডিসপ্লেসড পিপলস হিসেবে

**রোহিঙ্গা ইস্যুতে মামলা :** রোহিঙ্গা নির্যাতন ইস্যুকে কেন্দ্র করে মিয়ানমারের বিচার চেয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে এই পর্যন্ত তিনটি মামলা হয়েছে। যথা–

১. একটি হয়েছে– আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (International Court of Justices-ICJ), মামলা করে গাম্বিয়া
২. দ্বিতীয়টি হয়েছে– আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (International Criminal Court-ICC)
৩. তৃতীয় হয়েছে– আর্জেন্টিনার আদালতে।

**রাখাইন স্টেট তদন্ত প্যানেল :** ২০১৮ সালের ৩ জুলাই রাখাইনের ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য নতুন একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত প্যানেল কমিটি ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব দ্য রিকোমেনডেশন অন রাখাইন স্টেট গঠন করে মিয়ানমার সরকার। প্যানেল তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা আং সান সু চির কাছে জমা দিয়েছে। এতে ১২ দফা সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে, যার অন্যতম কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা। তবে এতে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করার বিষয়ে কোনো সুপারিশ করা হয়নি।

**আনান কমিশন :** কফি আনান কমিশন গঠন ২৪ আগস্ট ২০১৬, সদস্য ৯ জন [৬ জন মিয়ানমারের বিশিষ্ট নাগরিক], প্রধান সাবেক জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান রিপোর্ট প্রকাশ ২৪ আগস্ট ২০১৭, সুপারিশ ৮৮টি।

## ভারত ও চীন

বর্তমানে ভারত-চীন বিশ্বের উদীয়মান শক্তিশালী দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ভারত স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে, আর চীনে কমিউনিস্টরা বিপ্লব শেষ করে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করেছে ১৯৪৯ সালে। ১৯৫০ সালে ভারত চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৫৪ সালে তিব্বত কেন্দ্র কের ভারত ও চীনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা পঞ্চশীলা নীতি নামে পরিচিত। সম্প্রতি ১৬ জুন ২০২০ ভারত-চীন সীমান্তরেখা Line of Actual Control (LAC)-এ সড়ক নির্মাণ কেন্দ্র করে দেশ দুটি রক্তাক্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ভারত অভিযোগ করে, ১৯৬৬ সালের চুক্তি অনুযায়ী, এ অঞ্চলে আয়োয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক ব্যবহার করার শর্ত অমান্য করে এবং চীনা সেনারা ভারতের সীমানায় ঢুকে পড়েছে। আর চীনের অভিযোগ, ভারতের আচরণ উসকানিমূলক।

**ডোকলাম সংকট :** ১৬ জুন ২০১৭ এশিয়ার দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রের মাঝে ডোকলাম এলাকা নিয়ে শুরু হয় চরম উত্তেজনা। ভুটান একে বলে 'ডোকলাম', ভারতে বলে 'ডোকা লা' আর চীন বলে 'ডংল্যাং'। চীনা সেনাবাহিনীর এক দল শ্রমিক ডোকলাম গিরিপথে সড়ক তৈরি শুরু করলে ভুটান সরকারিভাবে এর প্রতিবাদ জানায়। এরপর ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৯ জুন ২০১৭ ঘটনাস্থলে গিয়ে রাস্তা তৈরির কাজ আটকে দিলে মুখোমুখি অবস্থান নেয় দু-দেশের সামরিক বাহিনী। ফলে দু-দেশের মাঝে তৈরি হয় যুদ্ধাবস্থা। এমন উত্তেজনার মাঝেই চীন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চীনের অংশ হিসেবে ডোকলাম চিত্রায়িত একটি মানচিত্রও প্রকাশ করে। ভারতের বক্তব্য, ডোকলাম উপত্যকা থেকে 'শিলিগুড়ি করিডরের' দূরত্ব বেশি নয়। এখান থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোয় সহজেই পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। এখানে সড়ক গড়ার নাম করে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে চায় বেইজিং। শিলিগুড়ি করিডর বন্ধ হয়ে গেলে ভারতের পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্য মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং ভারত সহজে ডোকলাম গিরিপথ নিয়ে চীনের সঙ্গে এ গিরিপথের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে কোনো সমঝোতা করতে পারে না। ভারত ভুটানকেও কোনো সমঝোতা করতে দেবে না।

এদিকে লাদাখ সংঘাতের মধ্যেই ভুটানের ডোকলামে নতুন করে ভারত-চীন বিতর্ক শুরু হয়েছে। সম্প্রতি চীনের এক সংবাদমাধ্যমের কর্মকর্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে দাবি করেছিলেন, ভুটান লাগোয়া চীন সীমান্তে নতুন গ্রাম তৈরি করে ফেলেছে চীন। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল ভারত। পরে উপগ্রহ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ডোকলাম অঞ্চলে একটি নয় কিলোমিটারের রাস্তাও তৈরি করে ফেলেছে চীন। যে রাস্তা ভারতের সিকিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। স্যাটেলাইট ইমেজে ধরা পড়ে, তোর্সা নদীর ধার ধরে চীন একটি নতুন রাস্তা নির্মাণ করছে। এই রাস্তাটি পুরো তৈরি হয়ে গেলে সিকিম সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে চীনের সেনা। শুধু তা-ই নয়, ওই রাস্তা যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখান থেকে ভারতীয় সেনাঘাঁটির ওপর নজরদারি চালানো সম্ভব। এই পরিস্থিতিতে ডোকলাম সীমান্তে ফের ভারতের সেনার সঙ্গে চীনের সেনার সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

**নদীর পানি নিয়ে দুদেশের দ্বন্দ্ব :** চীন ৪০টি আন্তর্জাতিক নদীর অববাহিকা দেশ। ১৪টি দেশের মধ্য দিয়ে এসব নদী প্রবাহিত। কিন্তু চীনের সঙ্গে নদীর পানির ব্যবহারসংক্রান্ত চুক্তি রয়েছে মাত্র তিনটি দেশের (রাশিয়া, কাজাখস্তান ও মঙ্গোলিয়া)। সবকটি চুক্তিই চীনের উত্তরাঞ্চলের নদীগুলো নিয়ে। এর মধ্যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সীমান্ত নদী আমুরেরর ওপর সম্প্রতি রাশিয়া ও চীন যৌথভাবে একটি সেতু নির্মাণ করেছে। ১৯৯৭ সালে নদী আইনসংক্রান্ত বৈশ্বিক চুক্তির বিপক্ষে ভোট পড়েছিল মাত্র তিনটি। এই দেশগুলোর মধ্যে চীন ছিল অন্যতম। চীন ১৯৯৭ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তির বিরোধিতা করেছিল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে খর্ব করা হয়েছে এবং এতে বিরোধ নিষ্পত্তিতে তৃতীয় পক্ষের যুক্ত হওয়ার বিধান আছে বলে। ভারতও এই চুক্তির ভোটাভুটি বর্জন করেছিল। উত্তর ভারতের ব্রহ্মপুত্রসহ বেশ কটি নদীর উৎসস্থল তিব্বত। ব্রহ্মপুত্র নদটি সাংপো নামে চীনের তিব্বত থেকে যাত্রা শুরু করে ভারতের অরুণাচল ও আসাম রাজ্য হয়ে বাংলাদেশের ভেতর প্রবাহিত হয়েছে। আসাম ভ্যালিতে দুটো উপনদী যুক্ত হওয়ার পর ব্রহ্মপুত্র আরও অনেক বেগবান হয়েছে সত্যি; কিন্তু চীনের উৎস নদীটি (সাংপো) ব্রহ্মপুত্রের যে পানি জোগান দেয়, তার পরিমাণও প্রায় ৪০ শতাংশ। সম্প্রতি চীন সাংপোতে বৃহৎ আকৃতির জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের ঘোষণা দেন। চীনের বাঁধ নির্মাণ ভারতের জন্য ভীতি হয়ে দেখা দিয়েছে।

**স্ট্রিং অব পার্লস বা মুক্তার মালা :** চীনের সহায়তায় নির্মিত গোয়াদর বন্দরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পাকিস্তান চল্লিশ বছরের জন্য চীনের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে, যার মানে এই বন্দরের মাধ্যমে চীন আরব সাগরে ঢোকার সুযোগ পাচ্ছে। চীনের সহায়তায় শ্রীলঙ্কায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের পর পাকিস্তানের এই গভীর সমুদ্রবন্দর এশিয়ার সমুদ্র অঞ্চলে চীনের আধিপত্য আরও শক্তিশালী করছে। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার ও বাংলাদেশের বন্দর উন্নয়ন করে ভারত মহাসাগরজুড়ে চীন যে 'স্ট্রিং অব পার্লস' বা মুক্তার মালা তৈরি করছে, সেটা নিয়েও গত দশ বছর ধরে দুশ্চিন্তায় ভারত।

চীনের ভূখণ্ড থেকে পোর্ট সুদান পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রপথে চীনের সামরিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনা গড়ে তোলার পরিকল্পনাটি 'স্ট্রিং অব পার্লস' বা মুক্তার মালা নামে ডাকা হয়। আর চট্টগ্রাম বন্দর হলো এই মালারই একটা মুক্তা। স্যাটেলাইটের ছবি বা 'বার্ডস আই ভিউ' দিয়ে দেখলে পোর্ট সুদান থেকে শুরু করে হংকং পর্যন্ত ঘাঁটিগুলো মুক্তার মালার মতোই দেখা যায়। সমুদ্রে চীনা প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি ভারতকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলাও এই কৌশলের লক্ষ্য।

**অরুণাচল সমস্যা :** পুরোনো ইতিহাসে অরুণাচল তিব্বতের অংশ ছিল। এখন অরুণাচল সম্পূর্ণই ভারতের নিয়ন্ত্রণে। ভারতের তরফ থেকে অরুণাচল নিয়ে কোনো বিতর্ককে পাত্তা দেওয়া হয় না। অথচ চীনের স্কাই ম্যাপের মানচিত্রে অরুণাচলকে তাদের দেখানো হয়। স্কাই ম্যাপ দেশটির ডিজিটাল মানচিত্র বানায়। তারা অরুণাচলকে বলে 'লোয়ার তিব্বত'। কখনো কখনো 'দক্ষিণ তিব্বত'। চীনের মতে, একসময় দালাই লামারাই লোয়ার তিব্বত শাসন করতেন। যেহেতু তিব্বত এখন চীনের হানদের নিয়ন্ত্রণে, সুতরাং অরুণাচলেরও মালিক তারা।

**প্যাংগং লেক সমস্যা :** ১৩৪ কিলোমিটার লম্বা প্যাংগং লেক ১৪ হাজার ফুট উপরে অবস্থিত। নোনতা জলের এই হ্রদকে ঘিরে রয়েছে প্রায় ৭০০ বর্গকিলোমিটার জমি। প্যাংগংয়ের এক-তৃতীয়াংশ ভারতের দখলে। দুই-তৃতীয়াংশ চীনের। ভারত-চীনের সীমান্তে লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল সীমান্তরেখা এ লেকের ওপর দিয়ে চলে গেছে। ভারতের দাবি, চীন সেই সীমান্তরেখা অগ্রাহ্য করে ভারতের জমি দখল করছে এবং সীমান্তের খুব কাছে রাস্তা বানাচ্ছে। চীনের দাবি, ভারত নিয়ন্ত্রণরেখা মানছে না। ভারত মনে করে তাদের সীমানারেখা তথা লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল ফিঙ্গার-৮ পর্যন্ত। আর চীন মনে করে তাদের সীমানারেখা ফিঙ্গার-৪ পর্যন্ত।

**লাদাখ সমস্যা :** লাদাখে গালওয়ানের খুব কাছ দিয়ে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা গেছে। চীন তিব্বতের ওপর দিয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত একটি হাইওয়ে তৈরি করেছে। যাকে কারাকোরাম হাইওয়ে বলা হয়। ভারতের অভিযোগ, ওই হাইওয়ের জন্যই লাদাখের একটি অংশের দখল নিতে চায় চীন। তা করতে পারলে আরও সহজ একটি বাইপাস রাস্তা তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু ভারত তা হতে দিতে চায় না। কৌশলগত দিক দিয়ে ভারত এবং চীন উভয় দেশের কাছেই এই উপত্যকাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই উপত্যকাকে ঘিরে ইতঃপূর্বে একাধিকবার সংঘাতে জড়িয়েছে দেশ দুটি। সম্প্রতি আবারও সংঘাতময় অবস্থা বিরাজ করছে। সর্বশেষ ১৫ জুন ২০২০ সংঘাতে প্রায় ২০ ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে বলে স্বীকার করে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।

**দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে চীনের প্রভাব :** ২০১৯ সালের নভেম্বরে দ্বিখণ্ডিত জম্মু-কাশ্মীরের যে ম্যাপ ভারত প্রকাশ করে, যেখানে বিতর্কিত ভূমি কালাপানি-লিমপিয়াধুরা-লিপুলেখ এলাকাকে ভারতের উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলার অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়। এরপর ভারত, নেপাল সম্পর্কে টানাপড়েনের মধ্যেই ৮ মে ২০২০ ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং উত্তরাখণ্ডের ধারচুলা থেকে চীন সীমান্তঘেঁষা লিপুলেখ পর্যন্ত ৮০ কিমি. দীর্ঘ একটি রাস্তার উদ্বোধন করেন। কোনো আলোচনা ছাড়াই ভারতের রাস্তা উদ্বোধনের ঘটনাকে নেপাল সার্বভৌমত্বের প্রতি আঘাত হিসেবে চিহ্নিত করে। পরবর্তীকালে নেপাল শুধু ভারতের হাইকমিশনকে তলব করে কূটনৈতিক নোট প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়নি, সঙ্গে বিবদমান অঞ্চলে নিজেদের নিরাপত্তা বাহিনীও মোতায়েন করেছে। ১৩ জুন ২০২০ দেশটির আইনসভার নতুন মানচিত্র সংবলিত সংবিধান সংশোধনী বিলটি পাস হয়। পাসের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাতে স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী অনুমোদিত সংবিধান সংশোধনী বিল অনুযায়ী, নতুন এ মানচিত্র ও প্রতীকে এখন থেকে লিপুলেখ, কালাপানি এবং লিমপিয়াধুরা নেপালের ভূখণ্ড হিসেবে প্রদর্শিত হবে। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপরায়ণ প্রতিবেশী নেপালের এমন তীব্র প্রতিবাদে ভারতজুড়ে একাধারে বিস্ময় ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের সেনাপ্রধান এমএম নারাভানে তো সরাসরি বলেই ফেলেছেন, তৃতীয় একটি দেশ হয়তো নেপালকে উসকে দিয়েছে। এ মন্তব্যে মূলত চীনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন তিনি। চীনও চায় নেপালকে তার প্রভাবের বলয়ে রাখতে।

আফ্রিকার জিবুতিতে চীনের নৌসেনা ঘাঁটির পর পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের আরব সাগর ঘেঁষে গাওদার সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করে দিচ্ছে চীন। এখানে নিজেদের সেনাঘাঁটি বসানোর পরিকল্পনা করছে চীন। কূটনৈতিক মহল মনে করে, ভারতের ওপর কৌশলগত চাপ বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে চীন। এছাড়া চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোরের (সিপিইসি) মাধ্যমে তিন হাজার ২১৮ কিলোমিটার বিস্তৃত দীর্ঘ মহাসড়ক চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং প্রদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়াদার বন্দরকে যুক্ত করেছে। হাম্বানটোটা সমুদ্রবন্দর অবস্থিত শ্রীলঙ্কার দক্ষিণাঞ্চলে ভারত মহাসাগরীয় উপকূলে। চীনের কাছে শ্রীলঙ্কার ঋণের পরিমাণ ৮ বিলিয়ন বা ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার। এ ঋণ শোধ করার জন্য হাম্বানটোটা বন্দরটি চীনকে ৯৯ বছরের ইজারা দেয় শ্রীলঙ্কা। এই বন্দরও চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' ও ভারতকে চাপে রাখতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে। এছাড়া বাংলাদেশ ও মিয়ানমারে সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে চীনের।

**'বেল্ট অ্যান্ড রোড' ইনিশিয়েটিভ :** চীনের সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের জলে ও স্থলে সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা এটি। আছে এসব অঞ্চলের অবকাঠামো নির্মাণ, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বাণিজ্য বাড়ানোর নানা পরিকল্পনা। স্থলভিত্তিক সিল্ক রোড ইকোনমিক বেল্ট এবং সমুদ্রগামী মেরিটাইম সিল্ক রোড এই উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত। ভারত প্রকল্পে যোগদান করেনি। চীনের এই প্রকল্প নিয়ে ভারতের শাসকদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। এর কারণ প্রধানত তিনটি। প্রথমত, এর মাধ্যমে এ অঞ্চলের দেশগুলোয় চীনের অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক প্রভাব বাড়বে। দ্বিতীয়ত, ভারতের চিরবৈরী পাকিস্তানে এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে বিশাল অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করা হবে। তৃতীয়ত, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভারত মহাসাগরে চীনের উপস্থিতি বাড়বে।

**এশিয়া আফ্রিকা গ্রোথ করিডর :** ২০১৭ সালে মে মাসে ভারতের গুজরাটে আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের একটি আলোচনায় ভারত এশিয়া আফ্রিকা গ্রোথ করিডর (এএজিসি) প্রস্তাব উপস্থাপন করে। এর লক্ষ্য হচ্ছে ভারত-জাপানের সহযোগিতায় ডিজিটাল কানেকটিভিটি স্থাপনের মাধ্যমে আফ্রিকার অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো। মূলত এটি চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পের পাল্টা কর্মসূচি।

## চীন-মার্কিন সম্পর্ক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের পর থেকে দুনিয়াকে এক সাম্রাজ্যের মতো করে পরিচালনার সুযোগ হাতে পেয়েছিল বা নিয়েছিল আমেরিকা। বর্তমানে এই জায়গা নিতে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে চীন এক বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে চীন ১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয় আর তখন থেকেই চীনের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক বৈরী হয়। পরবর্তীতে দুই দেশের মধ্যে ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক দূতাবাস স্থাপিত হলেও উভয় দেশের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই বিদ্যমান। বর্তমানে দক্ষিণ চীন সাগর, উইঘুর, তিব্বত, হংকং ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে চীন-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে মতনৈক্য লক্ষ্য করা যায়।

**চীনের গৃহযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা :** ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চীনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন চিয়াং কাইশেক। চীনে তখন পুঁজিবাদতন্ত্র চালু ছিল। মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে ১ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র চীনের গৃহযুদ্ধে চিয়াং কাইশেকের জাতীয়তাবাদী কুওমিনটাং দলকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্টদের সাফল্যের ফলে মার্কিননীতি ব্যর্থ হয়। যুক্তরাষ্ট্র কুওমিনটাং দলকে চীনে ক্ষমতায় রেখে এশিয়ায় রাশিয়াকে অবরোধ করতে চেয়েছিল। তাই যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট বিরোধিতা করেছিল এবং জাতীয়তাবাদী দলকে সাহায্য করেছিল। ফলে ১৯৪৯ সালের পর থেকে দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্ক নষ্ট হয়েছিল।

**চীনের জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা :** ১৯৪৯ সালের পর চীন যখন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে, তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে VETO প্রদান করে। চীনের পর ১৯৫০ সালে সর্বপ্রথম ভারত কর্তৃক চীনের সদস্যপদ লাভের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলে যুক্তরাষ্ট্র এর বিরুদ্ধে VETO প্রদান করে। ১৯৫০ সালে পাশ্চাত্য বিশ্ব ঘোষণা করে চীন তাইওয়ানের অংশ তাই এখন থেকে জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্ব করবেন তাইওয়ান। আর তখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় চীনের। এ অবস্থা চলতে থাকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত।

**কোরিয়ার যুদ্ধ :** ১৯৫০ সালের কোরিয়া যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। অন্যদিকে চীন উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য করেছিল। ফলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক তিক্তরূপ লাভ করে। চীনের উদ্দেশ্য ছিল সমাজতন্ত্রের রপ্তানি করা।

**মার্কিন অবরোধনীতি :** যুক্তরাষ্ট্র চীনকে সম্প্রসারণবাদী বলে আখ্যায়িত করে। কোরিয়া ও ভিয়েতনামের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, তিব্বত দখল ও তাইওয়ানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ মার্কিন দৃষ্টিতে চীনের সম্প্রসারণনীতির পরিচায়ক। বিশাল চীন কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণের ফলে তার ছোট ছোট প্রতিবেশী দেশ ভীত হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র সে কারণেই Containment Policy বা অবরোধনীতি নিয়ে এগিয়ে আসে। যুক্তরাষ্ট্র চীনের চারধারে বেষ্টনী সৃষ্টি করে চীনকে অবরোধ করার নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে সে তার সৈন্য চীনের চারদিকে, যেমন জাপানে, দক্ষিণ কোরিয়ায়, ভিয়েতনামে, ফিলিপিনসে এবং তাইওয়ানে সজ্জিত রাখে।

**Ping Pong Diplomacy:** ১৯৭১ সালে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা চীনে অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন ক্রীড়াবিদরা এতে যোগ দেন এবং ১০-১৭ এপ্রিল চীনে অবস্থান করেন। তারা প্রদর্শনী খেলায় অংশ নেন এবং চীনের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল চীনের প্রেসিডেন্ট চৌ এন লাই ওই দলকে



আপ্যায়ন করেন এবং বলেন, You opened a new phase of relation between PRC and US. পরে মার্কিন দল ঘোষণা করে যে, শীঘ্রই চীনা দলকে যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এর মাধ্যমে ১৯৪৯ সালের পর ফের চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

**হেনরি কিসিঞ্জারের চীন সফর :** ১৯৭১ সালে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার চীন সফর করলে চীন-মার্কিন সম্পর্কের ব্যাপক উন্নয়ন হয় এবং আমেরিকা চীনকে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে মেনে নেয়। তাই ১৯৭১ সাল থেকে চীন তাইওয়ানের পরিবর্তে জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন।

**মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন চীন সফর :** ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন চীন সফর করে দু-দেশের মধ্যকার বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর চেষ্টা করে। এ সময় চীন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতা হয়, যা দুই দেশের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলে।

**দূতাবাস প্রতিষ্ঠা :** ১৯৭৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের যৌথ ইশতেহার প্রকাশ করে। ১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারি চীন আর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

**চীনা গণতন্ত্রপন্থিদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন :** ১৯৮৯ সালে চীনের তিয়েনআনমেন স্কয়ারে গণতন্ত্রপন্থিদের চীন সরকার যেভাবে হত্যা করেছিল, তা বিশ্বের ইতিহাসে একটি নজির হয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্র, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বিশ্বের অনেক সংস্থা ও রাষ্ট্র এই গণহত্যার তীব্র নিন্দা করে।

**ইরান নিয়ে চীন যুক্তরাষ্ট্র সংকট :** ১৯৭৯ সালের বিপ্লব পরবর্তী সময়ে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অনেক বেড়ে গেলেও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চীন ইরান থেকে বিপুল পরিমাণ তেল আমদানি করছে। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে P5+1-এর সাথে ইরানের চুক্তি হয় ১৪ জুলাই ২০১৫। যে চুক্তি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে প্রত্যাহার করে ৮ মে ২০১৮। তারপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে ইরানের পক্ষ নিয়ে কথা বলে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকে।

**দক্ষিণ চীন সাগর :** দক্ষিণ চীন সাগর হলো পৃথিবীর অন্যতম জ্বালানি বা এনার্জি ধারক। এতে প্রায় ৭ বিলিয়ন ব্যারেল তেল এবং ৯০০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট প্রাকৃতিক গ্যাস মজুত রয়েছে, যা এ অঞ্চলে ভবিষ্যৎ জ্বালানি সমস্যা উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। ওয়াশিংটন এ অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্ধুদেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে চায় এবং তাদের আস্থা অর্জন করতে চায় চীনকে মোকাবিলার ক্ষেত্রে। চীন আমেরিকার ভূমিকাকে অনধিকার হস্তক্ষেপ মনে করে। চীনের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, বেইজিং যদি অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে দক্ষিণ চীন সাগরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে চীন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকে পরিণত হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্ষমতার ভারসাম্যে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে।

**যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বলয় :** ওয়াশিংটনের কৌশলগত সম্পর্কের অংশীদার নয়াদিল্লি। এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তারের প্রেক্ষাপটে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা দৃঢ়তর গভীর করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত সম্পর্কের অন্যতম অংশীদার উল্লেখ করে মার্কিন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন বলেছিলেন, ওয়াশিংটন কখনোই অগণতান্ত্রিক বেইজিংয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরিতে যাবে না। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে 'উত্তরোত্তর বৈশ্বিক অংশীদার' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা কেবল গণতন্ত্রের জন্য মঙ্গলজনক বিষয়ই ভাগাভাগি করি না, আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়েও একসঙ্গে কাজ করি।

**কোয়াড :** কোয়াড শব্দের এক সংস্কৃতিঘেঁষা বাংলা হবে চতুষ্টয় বা চারটা; মানে চার মহাজন। এখানে সুনির্দিষ্ট করে এর অর্থ চার রাষ্ট্রজোট– ভারত, আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া। চারটি দেশের স্বার্থে একটিই সাধারণ সূত্র– চীন বিরোধিতা। কোয়াড-এ ভারত ছাড়া বাকি তিন দেশেরই মূল মাথাব্যথা দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের প্রভাব কমানো।

**অকাস :** অকাস হলো অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিরক্ষার কৌশলগত জোট। অকাস গঠন করা হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১। প্রাথমিকভাবে এ জোটের মনোযোগ পরমাণু শক্তি চালিত সাবমেরিন নির্মাণের দিকে। এছাড়া ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলেও এ তিন দেশ একসাথে কাজ করবে এবং নিজেদের উপস্থিতি পূর্বের থেকেও বৃদ্ধির চেষ্টা করবে। বলা হচ্ছে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা ও উন্নতি নিশ্চিত করা ও মূল্যবোধ সুরক্ষার জন্য এই নতুন জোট অকাস গঠন করেছে। এই ঐতিহাসিক নিরাপত্তা চুক্তির তীব্র সমালোচনা করেছে চীন। চীন এই 'অকাস' গঠনের চুক্তিকে 'চরম দায়িত্ব জ্ঞানহীন' ও 'সংকীর্ণ মানসিকতা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

**বেকা :** ২৭ অক্টোবর ২০২০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে পাঁচটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্পর্কিত 'বেসিক এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কো-অপারেশন অ্যাগ্রিমেন্ট' বা 'বেকা' বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। চীনকে প্রতিহত করতে ও কোয়াডকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিতে ভারত-মার্কিন এই সামরিক সহযোগিতা চুক্তি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

**পিভট টু এশিয়া :** চীনের শতকরা আশি ভাগ জ্বালানি তেল আসে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মাঝখানের মালাক্কা প্রণালি দিয়ে। দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য যোগাযোগও এ পথে। এ পথ বন্ধ করে দিয়ে চীনকে বাণিজ্য ঝুঁকিতে ফেলাই যুক্তরাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে তারা নৌশক্তির এক বড় অংশ দক্ষিণ চীন সাগরে মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১২ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এক সংলাপে সে সময়ের মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লিও পেনট্টা যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তির শতকরা ৬০ ভাগ প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন করার এই কথা জানান। এর বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের সামুদ্রিক কৌশলগত দলিল– 'এ ক্রিয়েটিভ স্ট্রাটেজি।

**ফর টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি সি পাওয়ার :** ফরোয়ার্ড, এনগেজড, রেডি সংক্ষেপে সিএস ২১ আর। সিএস ২১-এ আরও বলা হয়েছে ২০২০ সালের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের নৌ ও বিমান শক্তির শতকরা ৬০ ভাগ এ অঞ্চলে মোতায়েন করা হবে।

**বিল্ড ব্যাক বেটার ওয়ার্ল্ড প্রকল্প :** ১২ জুন ২০২১-এ জি-৭ বৈঠকের মধ্যেই চীনকে বিপদে ফেলতে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন জি-৭ নেতারা। এশিয়ার মহাশক্তিধর দেশটির পরিকাঠামো প্রকল্প 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (বিআরআইকে) মোকাবিলায় 'দ্য বিল্ড ব্যাক বেটার ওয়ার্ল্ড' পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন জি-৭ নেতারা। এটি 'বিথ্রিডব্লিউ' নামে পরিচিত হবে। ভবিষ্যতের করোনার মতো অতিমারি মোকাবিলার ক্ষেত্রেও এই প্রকল্প কাজ করবে বলে জানা গেছে।

**Indo-Pacific Strategy:** ২০১৭ সালে ৪৫তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প IPS ঘোষণা করেন। এর প্রধান অংশীদার– ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসগরে চীনের আগ্রাসী নীতি ঠেকানোই এর মূল্য লক্ষ্য।

**হংকং নিয়ে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি :** যখন ব্রিটিশরা হংকং চীনের নিকট হস্তান্তর করে তখন ব্রিটিশরা বলেছিল হংকং এ গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদতন্ত্র চালু রাখতে হবে। হংকং এ পুঁজিবাদতন্ত্র চাল থাকলেও গণতন্ত্র চালু হয়নি। ২০১৪ সালে গণতন্ত্রের দাবিতে হংকংয়ের অধিবাসীরা গণতন্ত্রের দাবিতে ছাতা আন্দোলন করেছিল। ২০১৯ সালে হংকংয়ের পার্লামেন্টে Extradition Bill পাস হলে হংকংয়ে শুরু হয় চীন বিরোধী আন্দোলন। যার ফলে Extradition Bill বাতিল করতে বাধ্য হয় চীন। পরবর্তীতে ৩০ জুন ২০২০ চীনা সরকার হংকং নিরাপত্তা আইন পাস করে। যে আইনকে কেন্দ্র করে চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বেশ খারাপ হয়।

**উত্তর কোরিয়া-তাইওয়ান ইস্যুতে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক :** তাইওয়ান আর উত্তর কোরিয়া ইস্যুতে তাদের সম্পর্ক শীতল হতে শুরু করেছে। তাইওয়ানকে পৃথক দেশ হিসেবে মানে না চীন। সে দেশের সরকারও তাদের কাছে চীনের 'তাইওয়ান কর্তৃপক্ষ' মাত্র। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার ভয়ে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই তাইওয়ানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখে না। যুক্তরাষ্ট্র চায় তাইওয়ানকে স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে।

**উইঘর নিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্র পাল্টাপাল্টি নিষেধাজ্ঞা :** চীনের জিনজিয়ান প্রদেশের বসবাস রয়েছে মুসলিম উপজাতি উইঘুরদের। চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে ৯ জুলাই

২০২০ চীনের শক্তিশালী পলিটব্যুরোর সদস্য চেন কুয়াংগো ও আরও তিন সিনিয়র কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন এ নিষেধাজ্ঞার পাল্টা জবাবে ১৩ জুলাই ২০২০ দুই মার্কিন সিনেটরসহ যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে চীন। চীনা নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা দুই সিনেটর হলেন টেক্সাসের টেড ক্রুজ ও ফ্লোরিডার মার্কো রুবিও। রিপাবলিকান এ দুই সিনেটরই উইঘুর ইস্যুতে চীনা কর্মকর্তাদের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপের নেপথ্য কারিগর।

## ফিলিস্তিন সংকট

প্যালেস্টাইন সমস্যা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমান পৃথিবীতে চলমান সংকটের মধ্যে অন্যতম হলো প্যালেস্টাইন সংকট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের মাধ্যমে মূল সমস্যা শুরু। সম্প্রতি অবিভক্ত জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা ও ইসরাইলের সাথে কয়েকটি আরব দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন সংকটের নতুন মাত্রা যোগ করে।

**সংকটের ইতিহাস :** ১৮৯৬ সালে বুদাপেস্টবাসী ড. থিওডোর হারজেল ইহুদিবাদকে রাজনৈতিক রূপ দেন। ১৮৯৭ সালে তাঁর নেতৃত্বে সুইজারল্যান্ডের বাসলে শহরে প্রথম ইহুদি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এ কংগ্রেসে ইহুদি জনগণের জন্য প্যালেস্টাইনে বাসভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য 'World Zionist Organisation' প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি একটি বৃহত্তম ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই রাষ্ট্রটির সীমানা হবে একদিকে নীল নদ, অন্যদিকে ফোরাত নদী। ইহুদিবাদী আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপের ইহুদিরা ব্যাপক বিদ্বেষ-নির্যাতনের শিকার হয়ে দলে দলে তৎকালীন তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন প্যালেস্টাইনে গিয়ে বসত গাড়তে শুরু করে। ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশদের সহযোগিতায় ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা ২০ হাজারে উন্নীত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ফিলিস্তিন ব্রিটিশ ম্যান্ডেটভুক্ত হয়। এরপর প্রকাশ্যে ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসীদের ধরে এনে জড়ো করা শুরু হলে ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ সাল নাগাদ ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজারে পৌঁছে যায়। ১৯২১, ১৯২৯ ও ১৯৩৬ সালে প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদির মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। এতে অসংখ্য লোক নিহত হয়। কিন্তু অভিবাসীর স্রোত না কমাতে ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে।

অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করা সংক্রান্ত ১৮১ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয়। জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব পাস করে নিজেদের মাতৃভূমির মাত্র ৪৫ শতাংশ ফিলিস্তিনিদের এবং বাকি ৫৫ শতাংশ ভূমি ইহুদিবাদীদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ব্রিটেন সরকারিভাবে প্যালেস্টাইনে ওপর থেকে ম্যান্ডেটের অবসান ঘটানোর একদিন আগে, বেন-গুরিয়ানের সভাপতিত্বে তেলআবিবে এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে বেলফোর ঘোষণার নীলনকশা বাস্তবায়নে, প্যালেস্টাইনে ইসরাইল নামক একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। এর ১৬ মিনিট পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ইসরাইলকে কার্যত স্বীকৃতি বা Defacto Recognition দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ফিলিস্তিন প্রতিবছর ১৪ মে দিনটিকে নাকবা বা বিপর্যয়ের দিন দিবস হিসেবেই পালন করে।

### প্যালেস্টাইন সংকটকেন্দ্রিক কয়েকটি চুক্তি

১. **ক্যাম্পডেভিড চুক্তি :** মার্কিন প্রেসিডেন্টের অবকাশযাপন কেন্দ্র মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের ক্যাম্পডেভিড নামক স্থানে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মধ্যস্থতায় ১৯৭৮ সালে স্বাক্ষরিত হয় এই ঐতিহাসিক চুক্তিটি। চুক্তিতে স্বাক্ষর ও ইসরাইলকে প্রথম আরব দেশ হিসেবে ২৬ মার্চ ১৯৭৯ স্বাকৃতিদান করার জন্য ১৯৭৮ সালে প্রথম মুসলিম হিসেবে শান্তিতে নোবেল পান। চুক্তি অনুসারে ইসরাইল ইতঃপূর্বে দখল করা সিনাই উপদ্বীপ মিশরকে ফিরিয়ে দেয়।

২. **বাদশা ফাহাদের প্রস্তাব :** ১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ৮ দফা প্রস্তাব প্রদান করেন। এই প্রস্তাবে জেরুজালেমকে রাজধানী করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়।

৩. **অসলো চুক্তি :** পিএলও ও ইসরাইল ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে ফিলিস্তিন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পিএলও এবং ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি বিধান রাখা হয়।

৪. **ওয়েই রিভার শান্তিচুক্তি :** যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েই নদীর তীরবর্তী শহরে ইয়াসির আরাফাত এবং নেতানিয়াহু এ চুক্তি স্বাক্ষর করে ২৩ অক্টোবর ১৯৯৮।

৫. **কোয়ার্টেট অন দ্য মিডল ইস্ট :** ২০০২ সালে স্পেনের মাদ্রিদে এই গ্রুপ আত্মপ্রকাশ করে। কোয়ার্টেট অন দ্য মিডল ইস্ট ডিপ্লোম্যাটিক কোয়ার্টেট বা মাদ্রিদ কোয়ার্টেট নামেও পরিচিত। গ্রুপের সদস্য ছিল ৪টি। এগুলো হচ্ছে জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া। ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার কোয়ার্টেট গ্রুপের বিশেষ দূত নিযুক্ত হন ২০০৮ সালে। এটি ইসরাইলের বসতি স্থাপনের নিন্দা এবং ফিলিস্তিন ও ইসরাইলকে শান্তি আলোচনায় বসার আহ্বান জানানো ছাড়া আর তেমন কিছু করতে পারেনি।

৬. **Deal of the Century:** ২০২০ সালের ২৮ জানুয়ারি হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলন করে ডোনাল্ড ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে সাথে নিয়ে এই শান্তি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। যদিও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের কাউকেই সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। পরিকল্পনার অফিসিয়াল নাম Peace to Prosperity- A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People. ঘোষিত পরিকল্পনাকে ট্রাম্প Deal of the Century বা শতাব্দীর সেরা চুক্তি নামে অভিহিত করলেও প্রকারান্তরে তা পরিণত হয়েছে Bluff of Millenium বা সহস্রাব্দের সেরা ধাপ্পাবাজিতে।

৭. **অব্রাহাম আকর্ডস চুক্তি :** মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় ইসরাইলের সঙ্গে সম্প্রতি আনুষ্ঠানিক চুক্তি সই করেছে দুই আরব দেশ আমিরাত ও বাহরাইন। হোয়াইট হাউসে অব্রাহাম আকর্ডস চুক্তি সইয়ে উপস্থিত ছিলেন বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল লতিফ আল-জায়ানি, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আর-নাহিয়ান।

**PLO:** Palestine Liberation Organization (PLO)। ২০১২ সালের আগে পিএলও বলতে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে বোঝানো হতো। ২০১২ থেকে ফিলিস্তিন বলতে 'স্টেট অব প্যালেস্টাইন' বলা হয়। প্রতিষ্ঠা ১৯৬৪ সালে। সদর দপ্তরওরিয়েন্ট হাউজ (রামাল্লায় অবস্থিত)। পিএলও জাতিসংঘের অরাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষকের মর্যাদা পায় ১৯৭৪ সালে। ইয়াসির আরাফাত PLO-র চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৬৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত। বর্তমান চেয়ারম্যান মাহমুদ আব্বাস।

**UNRWA:** ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সাহায্য করা একটি মানবাধিকার এজেন্সি। UNRWA প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালে। যুক্তরাষ্ট্র মোট ব্যয় নির্বাহের এক-তৃতীয়াংশ জোগান দিত। ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ UNRWA-তে সাহায্য বন্ধের ঘোষণা দেন।

**প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের ঘোষণা :** ১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর PLO-এর জাতীয় পরিষদ আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে এক অধিবেশনে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। এতে বলা হয়, জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা ও জেরুজালেম নিয়ে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রটি গঠিত হবে। ১৫ নভেম্বর ১৯৮৮ আলজেরিয়া প্যালেস্টাইনকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় এবং বাংলাদেশ ১৬ নভেম্বর ১৯৮৮ প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দেয়।



## কুর্দিস্তান

মেসোপটেমিয়ান সমতল ভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এই কুর্দিরা। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক, উত্তর-পূর্ব সিরিয়া, উত্তর ইরাক, উত্তর-পশ্চিম ইরান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আর্মেনিয়া অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে রয়েছে। আড়াই থেকে সাড়ে তিন কোটি কুর্দি এসব পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করে। মধ্যপ্রাচ্যের চতুর্থ বৃহত্তম নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী তারা। কিন্তু এই কুর্দিরা কখনো স্থায়ী একটি রাষ্ট্র পায়নি। বর্তমানে তাদের একটি আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্প্রদায় রয়েছে। জাতিগত, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তারা একরকম হলেও তাদের ভাষার কোনো স্বতন্ত্র বাচনভঙ্গি নেই।

**ধর্ম :** কুর্দিদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম এবং উপগোষ্ঠীর উপস্থিতি থাকলেও তাদের সিংহভাগ সুন্নি মুসলিম। বাকিরা শিয়া, অ্যালেভিজম, ইয়াদিজম, ইয়ারসানিজমসহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী।

### সেল্ফ টেস্ট-১৪

১. 'ক্যাপিটাল হিল' ভবন কোথায় অবস্থিত?
ক নিউইয়র্ক খ ওয়াশিংটন ডিসি
গ ক্যালিপোনিয়া ঘ ফ্লোরিডা

২. নিম্নের কোন তারিখে পিএলও ইসরাইল পারস্পরিক দলিলে স্বাক্ষর করে?
ক ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ খ ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
গ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ ঘ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

৩. ১৯৮৮ সালের আলজিয়ার্স চুক্তিতে কোন যুদ্ধের অবসান হয়?
ক ইরাক-ইরান খ আফগানিস্তান-ইরান
গ রাশিয়া-চীন ঘ দুই কোরিয়ার যুদ্ধ

৪. ইরান কোন দেশের সহায়তায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি সম্পন্ন করতে চেয়েছে?
ক রাশিয়া খ চীন
গ পাকিস্তান ঘ কোনোটিই নয়

৫. রাষ্ট্র কয়টি উপাদান নিয়ে গঠিত?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

৬. ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত 'বেলফোর ঘোষণা' কখন দেওয়া হয়েছিল?
ক ১৯১৪ খ ১৯১৭
গ ১৯১৮ ঘ ১৯২০

৭. যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল কোনটি?
ক প্রশান্ত মহাসাগর খ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ
গ এশিয়া প্যাসিফিক ঘ ভূমধ্যসাগীয় অঞ্চল

৮. নিচের কোন দেশটি স্ক্যান্ডিনেভীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত নয়?
ক সুইডেন খ ডেনমার্ক
গ ফিনল্যান্ড ঘ আয়ারল্যান্ড

৯. ড্রোন কী?
ক রকেটবাহী হেলিকপ্টার খ চালকবিহীন বোমারু বিমান
গ যাত্রীবাহী বিমান ঘ বোমারু বিমান

১০. মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ পরিষদের নাম কী?
ক সিনেট খ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ
গ হাউস অব কমন্স ঘ কংগ্রেস

১১. কাশ্মীরের সর্বশেষ মহারাজা কে ছিলেন?
ক গোলাপ সিং খ হরি সিং
গ কিরণ সিং ঘ রণজিৎ সিং

১২. মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্থান ঘটে কোন দেশে?
ক বার্মা খ ব্রাজিল
গ ভারত ঘ দক্ষিণ আফ্রিকা

১৩. ২০১৫ সালে ইরানের সাথে মোট কয়টি দেশের পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে?
ক ৫টি খ ৬টি
গ ৭টি ঘ ৮টি

১৪. এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি কী?
ক জাপানকে সাহায্য করা খ ভিয়েতনামকে দমন করা
গ 'আসিয়ান' জোটকে সমর্থন করা ঘ দক্ষিণ কোরিয়াকে রক্ষা করা

১৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আফ্রিকার কোন দেশটি স্বাধীন ছিল না?
ক লাইবেরিয়া খ মিশর
গ ইথিওপিয়া ঘ লিবিয়া